তুলসী রামায়ণে—

সীতার স্বয়ংবর

(মূল ও পদ্যানুবাদ)

রামনাম-কল্পতরু কলিযুগ-কল্যাণ-নিবাস।
স্মরিয়া যা ভাগ্যগুণে তুল্‌সী সে—শ্রীতুলসীদাস॥

শ্রীপান্নালাল দে

প্রকাশক—
শ্রীগোপীবল্লভ গাঙ্গুলী
৬৯এ, মনসাতলা
খিদিরপুর।

শ্রীরাম-ভকতিরূপী গঙ্গায় বাইয়া।
কবিতা-সরযু শোভে সুন্দর মিলিয়া॥
সীতা-স্বয়ংবর-কথা অতি মনোহর।
তাহা এই সরিতের সৌন্দর্য্য সুন্দর॥

২১নং সার্কুলার গার্ডন রিচ রোড
খিদিরপুর, কলিকাতা
'খিদিরপুর প্রেস' হইতে শ্রীসুবালক চন্দ্র দে
দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

— পাদ্যার্ঘ্য —

'সী-তারাম' নাম যাঁর—মন্ত্রদাতা ঋষি,
তা-পস,—হে চিত্ত-তমহারী বরণীয়,
রা-মায়ণ-প্রিয়—গীতাগত অহর্নিশি,
ম-ম গুরুদেব! নমঃ চিরস্মরণীয়।

হে 'বেদান্তরত্ন' প্রভু, হে বৈষ্ণবরাজ!
তুলসীর তুল্‌সীপত্রে তব অর্ঘ্য আজ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সিংহগড় (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	...	..	১।০
পঞ্চতিক্ত (প্রবন্ধাবলী)	...	...	॥০
মা হওয়ার আগে ও পরে (মাতৃত্ব বিষয়ক)		...	॥০
(২য় সংস্করণ)			
গীতার ভাষ্যত্রয় (যন্ত্রস্থ)	...	...	১৲

অগ্রলেখ

"মঙ্গল করণি কলিমল হরণি তুলসী-কথা রঘুনাথকী"

প্রায় ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামজানকীর পরমভক্ত গোস্বামীপ্রবর তুলসীদাসজী যে রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ ভারতবর্ষের যতলোক পাঠ ও শ্রবণ করে তত আর অন্য কোনও গ্রন্থ নহে ; এমন কি গীতাও নহে—কারণ গীতা পড়ে ও শুনে শিক্ষিতে, কিন্তু তুলসী রামায়ণ পড়ে অশিক্ষিতে-ও এবং শুনে সর্ব্বসাধারণে ও সমগ্র দেশে—কোনও একটি মাত্র প্রদেশে নহে।

তুলসী রামায়ণ ছোট বড় কত আকার ও প্রকারের যে ছাপা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—আর চারি টাকা দামের একখানি পুস্তকের ৭টি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে ও প্রায় লক্ষাধিক পুস্তক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ! কমদামী পুস্তক ছাপা হয় অসংখ্য।

গ্রন্থখানি নিজের অতুল গুণেই এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অধিকন্তু দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত বলিয়া ইহার সার্ব্বজনীনত্ব লাভের সুবিধা হইয়াছে—যে সুবিধা প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পায় নাই—পাইলে কি হইত বলা যায় না।

অধুনা হিন্দী রাষ্ট্রভাষার আসন দাবী করায় ও কতকটা দখল করায় উক্ত ভাষাব সহিত তুলসী রামায়ণেরও গৌরব ও চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে।

বঙ্গভাষাভাষীগণ এই জনপ্রিয় গ্রন্থ পাঠে ও ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের সাহচর্য্যের জন্যই তুলসী রামায়ণের শ্রেষ্ঠাংশের—"সীতার স্বয়ংবর"এর প্রকৃত ভাষানুগ কবিতানুবাদ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই লেখক ধন্য হইবে—ও এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হইবে।

খিদিরপুর
কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, ১৩৪৩

শ্রীপান্নালাল দে

সূচীপত্র

জনকপুর যাত্রা	...	...	...	১
জনকপুর দর্শন	...	...	...	৭
শুভদৃষ্টি	...	...	...	১৬
সীতার বরপ্রাপ্তি	...	...	...	২৫
ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যাবর্ত্তন	...	...	...	২৭
যজ্ঞস্থলে রামসীতা	...	...	...	৩০
হরধনুর্ভঙ্গ	...	...	...	৪০
সীতার স্বয়ংবর	...	...	...	৫৫
অযোধ্যায় নিমন্ত্রণ	...	...	...	৫৮
বরযাত্রা	...	...	...	৬৭
শুভবিবাহ	...	...	...	৭৬
বরবিদায়	...	...	...	৯৮
অযোধ্যায় আগমন	...	...	...	১০৮

সীতার স্বয়ংবর

জনকপুর যাত্রা

হিন্দী

চলে রাম লছিমন মুনি সঙ্গা।
গয়ে জহাঁ জগপাবনি গঙ্গা॥
গাধিসূনু সব কথা শুনাঈ।
জেহি প্রকার সুরসরি মহি আঈ॥

তব প্রভু রিষিন সমেত নহায়ে।
বিবিধ দান মহিদেবন পায়ে॥
হরষি চলে মুনি-বৃন্দ-সহায়া।
বেগি বিদেহ নগর নিয়রায়া॥

পুররম্যতা রাম জব দেখী।
হরষে অনুজ সমেত বিশেখী॥
বাপী কূপ সরিত সর নানা।
সলিল সুধাসম মণিসোপানা॥

গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা।
কূজত কল বহুবরণ বিহঙ্গা॥
বরণ বরণ বিকশে জলজাতা।
ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা॥

সুমনবাটিকা বাগ বন,
বিপুল বিহঙ্গনিবাস।
ফুলত ফলত সুপল্লবিত,
সোহত পুর চহুঁ পাশ॥

বাঙ্গলা

চলে রাম লক্ষ্মণ সঙ্গেতে মুনি।
যান যথা বিশ্বপাবনী সুরধুনী॥
বিশ্বামিত্র সব কথা কহি শুনাইল।
যেমনে সুরেশ্বরী মহীতে আইল॥

তবে প্রভু ঋষিগণ সঙ্গে করে স্নান।
ব্রাহ্মণেরা পাইলেন নানাবিধ দান॥
হরষি চলেন মুনিবৃন্দ সহিত।
বিদেহ নগর-প্রান্তে দ্রুত উপনীত॥

পুরোশোভা রাম যবে করে নিরীক্ষণ।
বিশেষ হর্ষিত হন সমেত লক্ষ্মণ॥
দীঘি, কূপ, সরোবর সরিত নিচয়।
সলিল অমৃতসম পৈঠা মণিময়॥

গুঞ্জরে সুমধুর রসমত্ত ভৃঙ্গ।
কল কূজন করে বিচিত্র বিহঙ্গ॥
বিবিধ বরণযুত কমল বিকশে।
স্নিগ্ধ-মৃদু-মধু বায়ু সদা চিত্ত রসে॥

ফুলবাটী বন উপবন,
বহুল বিহঙ্গ-নিবাস।
ফুল ফলযুত পল্লবিত,
শোভিছে নগর চারিপাশ॥

হিন্দী

বনৈ ন বরণত নগরনিকাঈ।
জহাঁ জাই মন তহাঁ লুভাঈ॥
চারু বজার বিচিত্র অবারী।
মণিময় বিধি জনু স্বকর সবারী॥

ধনিক বণিক বর ধনদ সমানা।
বৈঠে সকল বস্তুলে নানা॥
চৌহট সুন্দর গলী সুহাঈ।
সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিঁচাঈ॥

মঙ্গলময় মন্দির সব কেরে।
চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরে॥
পুর নর নারী সুভগ শুচি সন্তা।
ধরমশীল জ্ঞানী গুণবন্তা॥

অতি অনুপ জহঁ জনকনিবাসু।
বিথকহিঁ বিবুধ বিলোকি বিলাসু॥
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী
সকল ভুবন শোভা জনু রোকী॥

ধবলধাম মণি পুরট পট
সুঘটিত নানা ভাঁতি।
সিয়নিবাস সুন্দর সদন
শোভা কিমি কহি জাতি॥

বাঙ্গলা

নগর নিকেতন বর্ণন না যায়।
চিত্ত যথায় যায় প্রলুব্ধ তথায়॥
চারু হট্ট মণিময় বিচিত্র দালান।
যেন বিধি নিজকরে করিল নির্ম্মাণ॥

ধনিক বণিকবর কুবের সমান।
বসেছে সকলে বস্তু লইয়া নানান্॥
চৌপথ সুন্দর আর গলি সুশোভিত।
সততই রহে যাহা সুগন্ধি-সিঞ্চিত॥

সুমঙ্গলময় সেথা সবার ভবন।
চিত্রিত যেন সব চিত্রিল মদন॥
পুর নরনারী সুশ্রী, শুচি, শান্তিযুত।
ধর্ম্মশীল, জ্ঞানী সবে আর গুণবন্ত॥

অতি অনুপম যথা জনক-নিবাস।
দেবতা বিস্মিত তার বিলোকি বিলাস॥
চিত্ত চমকিত হয় দুর্গ নিরখি।
সকল ভুবন শোভা যেন আছে রুখি!

শ্বেতসৌধে মণি স্বর্ণপট,
বিবিধ রচিত শোভনীয়।
সীতা-বাস সুন্দর সদন,
শোভা যার অনির্ব্বচনীয়!

হিন্দী

সুভগ দ্বার সব কুলিশ কপাটা।
ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা॥
বনী বিশাল বাজি-গজ-শালা।
হয়-গজ রথ সংকুল সব কালা॥

শূর সচিব সেনপ বহুতেরে।
নৃপগৃহসরিস সদন সব কেরে॥
পুর বাহির সর সরিত সমীপা।
উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীপা॥

দেখি অনূপ এক অঁবরাঈ।
সব সুবাস সব ভাঁতি সুহাঈ॥
কৌশিক কহেউ মোর মন মানা।
ইহাঁ রহিয় রঘুবীর সুজানা॥

ভলেহি নাথ কহি কৃপানিকেতা।
উতরে তহঁ মুনিবৃন্দ সমেতা॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি আয়ে।
সমাচার মিথিলাপতি পায়ে॥

সঙ্গ সচিব শুচি ভূরিভট
ভূসুরবর গুরু জ্ঞাতি।
চলে মিলন মুনিনায়কহি,
মুদিত রাউ এহি ভাঁতি।

বাঙ্গলা

সুন্দর দ্বার সব কুলিশ কপাট।
ভূপতি সমীপে নট, মগধের ভাট॥
রচিত বিশাল অশ্ব আর হস্তীশাল।
অশ্ব, হস্তী, রথসঙ্কুল সব কাল॥

বহুল অমাত্য আর সেনাপতি শূর।
নৃপগৃহসদৃশ সকলেরি পুর॥
পুরের বাহিরে সর সরিৎ সমীপ।
সমাগত যথা তথা বিপুল মহীপ॥

দেখি অনুপম এক আম্রকানন।
শোভিত চৌদিক সব বিশ্রাম-সদন॥
কৌশিক কহেন মোর হয় অভিপ্রায়।
হে সুবিজ্ঞ রঘুবীর! রহিব হেথায়॥

ভালই হে নাথ, কহি কৃপা-নিকেতন।
উতরিল সেই স্থানে সহ মুনিগণ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি কৈল আগমন।
সমাচার পাইলেন মিথিলা-রাজন॥

সঙ্গে শুচি মন্ত্রী যোদ্ধবৃন্দ,
সুব্রাহ্মণ গুরু জ্ঞাতিগণ।
মুনিবর মিলনে চলিল,
এইরূপে প্রফুল্ল রাজন॥

হিন্দী

কীন্হ প্রণামু ধরণি ধরি মাথা।
দীন্হ অশীশ মুদিত মুনিনাথা॥
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে।
জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে॥

কুশল প্রশ্ন কহি বারহিঁ বারা।
বিশ্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা॥
তেহি অবসর আয়ে দোউ ভাঈ।
গয়ে রহে দেখন ফুলবাঈ॥

শ্যাম গৌর মৃদু বয়স কিশোরা।
লোচন সুখদ বিশ্ব চিতচোরা॥
উঠে সকল জব রঘুপতি আয়ে।
বিশ্বামিত্র নিকট বৈঠায়ে॥

ভয়ে সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা।
বারি বিলোচন পুলকিত গাতা॥
মূরতি মধুর মনোহর দেখী।
ভয়উ বিদেহ বিদেহ বিশেখী॥

প্রেমমগন মন জানি নৃপ,
করি বিবেক ধরি ধীর
বোলেউ মুনিপদ নাই শির,
গদ্‌গদ গিরা গঁভীর।

বাঙ্গলা

করেন প্রণাম শির করিয়া ভূমিষ্ঠ।
আশিস্ দানিল আনন্দিত মুনিশ্রেষ্ঠ॥
ব্রাহ্মণগণে সবে সমাদরে বন্দে।
বড়ভাগ্য জানি রাজা ভাসেন আনন্দে।

জিজ্ঞাসে কুশল প্রশ্ন দোহে বারম্বার।
বসাইল নৃপতিরে গাধীর কুমার॥
সেই অবসরে আসে ভাই দুইজনে।
গমন করিয়াছিল উদ্যান দর্শনে॥

শ্যামল গৌরাঙ্গ মৃদু বয়সে কিশোর।
লোচনের সুখদাতা বিশ্ব-চিত-চোর॥
উঠয়ে সকলে যবে রঘুপতি আসে।
বিশ্বামিত্র বসালেন আপনার পাশে॥

হয় সবে আনন্দিত দুই ভায়ে দেখি।
অশ্রু ভরে আঁখি, গাত্র উঠয়ে পুলকি॥
দেখি মনোহর সেই মধুর মূরতি।
বিদেহ সে দেহজ্ঞানহারা হ'ন অতি॥

প্রেমমগ্ন মন জানি নৃপ,
বিবেচনা করি হ'য়ে ধীর।
কহে মুনিপদে শির নমি
গদ্‌গদ কণ্ঠে গম্ভীর॥

হিন্দী

কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক।
মুনিকুলতিলক কি নৃপকুলপালক॥
ব্রহ্ম জো নিগম নেতি কহি গাবা।
উভয় বেশ ধরি কী সোই আবা॥

সহজ বিরাগরূপ মন মোরা।
থকিত হোত জিমি চন্দচকোরা॥
তা তে প্রভু পূছউ সদিভাউ।
কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ॥

ইনহি বিলোকত অতি অনুরাগা।
বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা॥
কহ মুনি বিহঁসি কহেহু নৃপ নীকা
বচন তুম্হার ন হোয় অলীকা॥

য়ে প্রিয় সবহি জহাঁ লগি প্রাণী।
মন মুসকাহিঁ রাম শুনি বাণী॥
রঘুকুলমণি দশরথকে জায়ে।
মমহিত লাগি নরেশ পঠায়ে॥

রামু লষণ দোউ বন্ধুবর,
রূপ শীল বলধাম।
মখ রাখেউ সব সাখি জগ,
জিতি অসুর সংগ্রাম।

বাঙ্গলা

কহ নাথ সুন্দর এ দুটী বালক।
মুনিকুলবর কি নৃপকুল-পালক?
ব্রহ্ম যাঁরে 'নেতি' কহি গাহে বেদগণ।
এ উভ বেশেতে কিগো তাঁরি আগমন?

রূপ দেখি সহজ বিরাগী মন মোর।
স্থির হয় যথা চন্দ্র নেহারি চকোর॥
তাই প্রভু সদ্‌ভাবে করি জিজ্ঞাসন।
কহ নাথ যেন নাহি করিহ গোপন॥

এ দোঁহে নিরখি হয় অতি অনুরাগ।
বাধ্য হয়ে চিত্ত করে ব্রহ্মসুখ ত্যাগ॥
কহে মুনি হাসি, নৃপ কহিলে হে ঠিক।
তোমার বচন কভু না হয় অলীক।

ইনি প্রিয় সবাকার যেথা যত প্রাণী।
মনে মনে হাসে রাম শুনি সেই বাণী॥
রঘুকুলমণি দশরথের নন্দন।
মম হিত লাগি নৃপ করেন প্রেরণ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতৃবর,
রূপ, শীল, শকতির ধাম।
রক্ষেন যজ্ঞ সাক্ষী সংসার,
জয় করি রাক্ষস-সংগ্রাম।

হিন্দী

মুনি তব চরণ দেখি কহ রাউ।
কহি ন সকউঁ নিজ পুণ্য প্রভাউ॥
সুন্দর শ্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা।
আনন্দহুকে আনন্দদাতা॥

ইন্হ কৈ প্রীতি পরস্পর পাবনি।
কহি ন জায় মনভাব সুহাবনি॥
শুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহু।
ব্রহ্মজীব ইব সহজ সনেহু॥

পুনি পুনি প্রভুহি চিতয় নরনাহু।
পুলক গাত উর অধিক উছাহু॥
মুনিহি প্রশংসি নাই পদ শীষা।
চলেউ লিবায় নগর অবনীশা॥

সুন্দর সদন সুখদ সব কালা।
তহাঁ বাস লে দীন্হ ভুআলা॥
করি পূজা সব বিধি সেবকাই।
গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাঈ॥

রিষয় সঙ্গ রঘুবংশমণি,
করি ভোজন বিশ্রাম।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত,
দিবস রহা ভরি যাম॥

বাঙ্গলা

রাজা কহে মুনি তব দেখিয়া চরণ।
কহিতে না পারি পুণ্য-প্রভাব আপন॥
সুন্দর শ্যাম আর গৌর দু ভ্রাতা।
স্বয়ং আনন্দেরে আনন্দদাতা॥

ইঁহাদের পরস্পরে প্রীতি পবিত্র।
কহা নাহি যায় মনোভাব বিচিত্র॥
শুন নাথ, কহিলেন প্রফুল্ল বিদেহ।
ব্রহ্মজীব সম উভে স্বাভাবিক স্নেহ॥

পুনঃ পুনঃ প্রভু রামে হেরয়ে ভূপতি।
পুলকিত গাত্র, মনে উৎসাহ অতি॥
মুনিরে প্রশংসি পদে নত করি শির।
লয়ে যান নরপতি মধ্যে নগরীর॥

সুন্দর সদন সুখপ্রদ সর্ব্বকাল।
তথা লয়ে বাসস্থান দিলেন ভূপাল॥
সর্ব্ববিধ করিলেন পূজন সেবন।
গৃহে চলিলেন করি বিদায় গ্রহণ॥

ঋষি সঙ্গে রঘুবংশমণি,
সমাপিয়া ভোজন বিশ্রাম।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা লয়ে সাথে,
দিবা যবে রহে এক যাম॥

জনকপুর দর্শন

হিন্দী

লষণহৃদয় লালসা বিশেখী।
জায় জনকপুর আইয় দেখী॥
প্রভুভয় বহুরি মুনিহিঁ সকুচাহীঁ।
প্রগট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসকাহীঁ॥

রাম অনুজ মনকী গতি জানী।
ভগতবসলতা হিয়া হুলসানী॥
পরমবিনীত সকুচ মুসকাঈ।
বোলে গুরু অনুশাসন পাঈ॥

নাথ লষণ পুর দেখন চহহীঁ।
প্রভুসকোচ ডর প্রগট ন কহহীঁ॥
জো রাউর অনুশাসন পাউঁ।
নগর দেখায় তুরত লে আউঁ॥

শুনি মুনীশ কহ বচন সপ্রীতি।
কস ন রাম রাখহু অস নীতি॥
ধরমসেতু পালক তুম্হ তাতা।
প্রেমবিবশ সেবক সুখদাতা॥

জাই দেখি আবহু নগর,
সুখনিধান দোউ ভাই।
করহু সুফল সবকে নয়ন,
সুন্দর বদন দিখাই॥

বাঙ্গলা

লক্ষ্মণের হৃদয়েতে বিশেষ লালসা।
জনকপুরটী গিয়া দেখি ফিরে আসা॥
প্রভু-ভয় আর মুনিকেও সঙ্কোচিয়া।
প্রকাশ না করি রহে মনেতে হাসিয়া॥

ভ্রাতৃমনোভাব রাম হয়েন বিদিত।
উথলি উঠয় ভক্তবৎসল চিত॥
পরম বিনীত ভাবে সঙ্কোচে হাসিয়া।
বলিলেন গুরু অনুশাসন পাইয়া॥

হে নাথ দেখিতে পুর লক্ষ্মণের আশ।
প্রভুর সঙ্কোচে ভয়ে না করে প্রকাশ॥
যদি আমি আপনার অনুমতি পাই।
নগর দেখায়ে আনি ত্বরিত ফিরাই॥

শুনিয়া মুনীশ কহে বচন সপ্রীতি।
কেননা রাখিবে রাম এইরূপে নীতি!
তুমি তাত! ধরমের মর্য্যাদাপালক।
সেবকের প্রেমে বশ আনন্দদায়ক॥

গিয়া দেখি আইস নগর,
সুখনিধান দুই ভাই।
কর ধন্য সবার নয়ন
সুন্দর আনন দেখায়ি॥

হিন্দী

মুনিপদ কমল বন্দি দোউ ভ্রাতা।
চলে লোক লোচন সুখদাতা॥
বালকবৃন্দ দেখি অতি শোভা।
লগে সঙ্গ লোচন মন লোভা॥

পীতবসন পরিকর কটি ভাথা।
চারু চাপ শর সোহত হাথা॥
তনু অনুহরত সুচন্দন খোরী।
শ্যামল গৌর মনোহর জোরী॥

কেহরিকন্ধর বাহু বিশালা।
উর অতি রুচির নাগ মণিমালা॥
সুভগ শ্রবণ সরসীরুহ লোচন।
বদন ময়ঙ্ক তাপ ত্রয় মোচন॥

কাননহি কনকফুল ছবি দেহী।
চিতবত চিতহি চোরি জনু লেহী
চিতবনি চারু ভ্রুকুটি বর বাঁকী।
তিলক রেখ শোভা জনু চাকী॥

রুচির চৌতনী সুভগ শির,
মেচক কুঞ্চিত কেশ।
নখ শিখ সুন্দর বন্ধু দোউ,
শোভা সকল সুদেশ॥

বাঙ্গলা

মুনি-পদ-কমল বন্দি দুই ভ্রাতা।
চলিলেন লোক-লোচন সুখদাতা॥
বালকবৃন্দ শোভা দেখি অতিশয়।
লোচন ও মনোলোভা দোঁহা সঙ্গ লয়॥

পীতবাস পরিকর তূণীর কোমরে।
সুন্দর ধনুর্ব্বাণ শোভিতেছে করে॥
সুচন্দন শোভা পায় তনু অনুসার।
শ্যামল গৌর সেই সুশ্রী দোঁহাকার॥

কেশরী-সদৃশ স্কন্ধ বাহু সুবিশাল।
বক্ষে অতি সুন্দর গজমুক্তামাল॥
শোভন শ্রবণ আর কমললোচন।
বদন শশাঙ্ক সম ত্রিতাপ মোচন॥

কর্ণেতে কনকফুল বিতরে মাধুরী।
দেখামাত্র চিত্ত যেন করি লবে চুরি॥
বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি তাহে চারু নিরীক্ষণ।
তিলক রেখার শোভা আস্বাদে যেমন॥

চারু টোপী রম্য শিরোপরি,
কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কুন্তল।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুটী ভাই
সকল শোভার সুস্থল॥

হিন্দী

দেখন নগর ভূপসুত আয়ে।
সমাচার পুরবাসিন্‌হ পায়ে॥
ধায়ে ধাম কাম সব ত্যাগী।
মনহুঁ রঙ্ক নিধি লুটন লাগী॥

নিরখি সহজ সুন্দর দোউ ভাঈ।
হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাঈ॥
যুবতী ভবন ঝরোখন্‌হি লাগী।
নিরখহিঁ রামরূপ অনুরাগী॥

কহহিঁ পরস্পর বচন সপ্রীতি।
সখি ইন্‌হ কোটি কাম ছবি জিতি॥
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহীঁ।
শোভা অস কহুঁ সুনিয়ত নাহীঁ॥

বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী।
বিকটবেখ মুখপঞ্চ পুরারী॥
অপর দেব অসকো জগমাহীঁ।
যহ ছবি সখি পটতরিয় জাহী॥

বয়কিশোর সুখমাসদন,
শ্যামগৌর সুখধাম।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিয়হি,
কোটি কোটি শতকাম॥

বাঙ্গলা

নগর দেখিতে আসে রাজার কুমার।
পুরবাসিবৃন্দ পায় এই সমাচার॥
ভবন করম সব পরিহরি ছুটে।
দরিদ্র যেমতি রত্ন নিতে ধায় লুটে॥

স্বভাবতঃ সুন্দর ভাই দোঁহে দেখি।
সবে সুখী স্বার্থক সবাকার আঁখি॥
যুবতীরা ভবনের ঝরোখাতে রহি।
নিরখিছে রামরূপ অনুরাগী হয়ি॥

পরস্পর কহে সবে সপ্রীতি বচন।
সখি এঁরা কোটি কাম জিনিয়া শোভন॥
সুর নর অসুর নাগ কিবা মুনি।
শোভা হেন কাহারত কভু নাহি শুনি॥

বিষ্ণুর চারি ভুজ ব্রহ্মা মুখ চারি।
শিবের পঞ্চমুখ বিকটবেশধারী॥
সখি অন্য দেব কেবা আছে এ মহীতে।
তার সনে এ ছবির তুলনা তুলিতে॥

শোভাস্থল বয়সে কিশোর,
শ্যাম গৌরাঙ্গ সুখধাম।
প্রতি অঙ্গে শোভা ধরিয়াছে
যেন কোটি কোটি শত কাম॥

হিন্দী

কহহু সখি অস কো তনুধারী।
জো ন মোহ অস রূপ নিহারী॥
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদুবাণী।
জো মৈঁ শুনা সো শুনহু সয়ানী॥

এ দোউ নৃপ দশরথ কে ঢোটা।
বালমরালন্‌হকে কল জোটা॥
মুনি কৌশিক মখকে রখবারে।
জিন্‌হ রণঅজয় নিশাচর মারে॥

শ্যামগাত কল কঞ্জবিলোচন।
জো মারীচ সুভুজ মদ মোচন॥
কৌশল্যাসুত সো সুখখানী।
নাম রাম ধনুশায়ক পাণি॥

গৌর কিশোর বেশ বর কাছে।
কর শরচাপ রামকে পাছে॥
লছমন নাম রাম লঘু ভ্রাতা।
শুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা॥

বিপ্রকাজ করি বন্ধু দোউ,
মগ মুনিবধূ উধারি।
আয়ে দেখন চাপমখ,
শুনি হরষীঁ সব নারী॥

বাঙ্গলা

কহ সখি! কেবা হেন আছে তনুধারী।
যে নাহি মোহিত হয় এরূপ নেহারি?
কেহবা প্রেমের ভরে বলে মৃদুবাণী।
আমি যা শুনেছি তাহা শুন লো সেয়ানি!

এই দুটী দশরথ রাজার ছাওয়াল।
যেন মনোহর জোড়া বাল মরাল॥
কৌশিক মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিবারে।
অজেয় রাক্ষসে যাঁরা রণেতে সংহারে॥

সুন্দর শ্যামল তনু কমল নয়ন।
মারীচ সুবাহু দর্প করেছে হরণ॥
কৌশল্যার সুত উনি সুখের আকর।
শ্রীরাম উহার নাম করে ধনুশর॥

চারুবেশধারী গোরা কিশোর যে কাছে।
করে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ফিরে রাম-পাছে॥
লক্ষ্মণ নাম ধরে রামানুজ ভ্রাতা।
শুন সখি! সুমিত্রা হন তাঁর মাতা॥

বিপ্রকার্য্য সাধি ভাই দোঁহে,
পথে মুনিবধূরে উদ্ধারি।
হেরিবারে আসে যজ্ঞধনু,
শুনি হরষিতা সব নারী॥

হিন্দী

দেখি রাম ছবি সখী এক কহঈ।
জোগু জানকিহি যহ্ বর অহঈ॥
জো সখি ইন্হিঁ দেখ নরনাহূ।
পণ পরিহরি হঠি করই বিবাহূ॥

কোউ কহ ইন্হেঁ ভূপতি পহিচানে।
মুনিসমেত সাদর সন্মানে॥
সখি পরন্তু পণ রাউ ন তজঈ।
বিধিবশ হঠি অবিবেকহি ভজঈ॥

কোউ কহ জো ভল অহই বিধাতা।
সবকহঁ সুনিয় উচিত ফলদাতা॥
তৌ জানকিহি মিলিহি বর এহূ।
নাহিঁন আলি ইহাঁ সন্দেহূ॥

জো বিধিবশ অস বনই সঁযোগূ।
তৌ কৃতকৃত্য হোয়ি সব লোগূ॥
সখি হমরে আরতি অতি তাতে।
করহুঁক এ আবহিঁ এহি নাতে॥

নাহিত হম কহঁ সুনহু সখি,
ইন্হ কর দরশন দূরি।
য়হ সংঘট তব হোই জব,
পুণ্য পুরাকৃত ভূরি॥

বাঙ্গলা

দেখি রামরূপ কহে সখী একজন।
জানকীর যোগ্য বর হন এই জন॥
যদ্যপি ইঁহারে সখি দেখিত রাজন।
বিয়ে দিত জিদ করি পরিহরি পণ॥

কেহ কহে ইঁহাদের নরপতি জানে।
মুনিসহ সমাদরে দোঁহারে সম্মানে॥
কিন্তু সখি রাজা নাহি ত্যজিবেন পণ।
বিধিবশে করিবেন অজ্ঞানে ভজন॥

কেহ কহে যদি মঙ্গলময় ধাতা।
শুনি সকলের যথাযোগ্য ফলদাতা॥
তবেত জানকী মিলিবেক বর এহ।
নাহিক অয়ি সখি! ইহাতে সন্দেহ॥

যদি বিধিবশে হেন হয় সম্মিলন।
তাহা হলে কৃতকৃত্য হবে সর্ব্বজন॥
সখি মোর আগ্রহ অতি এ কারণ।
তাহলে করিবে ইনি কভু আগমন॥

না হলে মোদের শুন সখি,
দর্শন ইহার দুর্লভ।
পূর্ব্বজন্মে থাকিলে সুকৃতি
তবেই এ হইবে সম্ভব॥

হিন্দী

বোলী অপর কহেহু সখি নীকা।
এহি বিবাহ অতিহিত সবহী কা।
কোউ কহ শঙ্করচাপ কঠোরা।
এ শ্যামল মৃদুগাত কিশোরা॥

সব অসমঞ্জস অহই সয়ানী।
য়হ শুনি অপর কহই মৃদুবাণী॥
সখি ইন্‌হকহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ।
বড় প্রভাব দেখত লঘু অহহীঁ॥

পরশি জাসু পদপঙ্কজ ধূরী।
তরী অহল্যা কৃত অঘ ভুরী॥
সো কি রহৈঁ বিনু শিবধনু তোরে।
য়হ প্রতীতি পরিহরিয় ন ভোরে॥

জেহি বিরঞ্চি রচি সীয় সবঁারী।
তেহিঁ শ্যামল বর রচেউ বিচারী॥
তাসু বচন শুনি সব হরষাণী।
ঐসেই হোউ কহহিঁ মৃদুবাণী॥

হিয় হরষহিঁ বরষহিঁ সুমন,
সুমুখি সুলোচনি বৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ,
তহঁ তহঁ পরমানন্দ॥

বাঙ্গলা

কহিল অপরে সখি! কহিলে সুন্দর।
এ বিবাহ সকলেরই অতি হিতকর॥
কেহ কহে শঙ্করের ধনুক কঠোর।
এ শ্যামল কোমলাঙ্গ বয়সে কিশোর।

সবি সামঞ্জস্যহীন, অয়িলো সেয়ানি!
ইহা শুনি অন্যজনে কহে মৃদুবাণী॥
সখি! কেহ কেহ কহে ইহাকে এমতি।
দেখিতে হলেও লঘু বড়ই শকতি॥

পরশিয়া পদপঙ্কজ ধূলি যাঁর।
অহল্যা হইল কৃত পাপরাশি পার॥
সে কি রবে শিবধনু না করি ভঞ্জন।
এ প্রতীতি ভ্রমেও না ত্যজিও কখন॥

যে বিধাতা রচি সীতা করেছে পালন
বিচারি শ্যামল বর রচিল সে জন॥
সবে হরষিত শুনি তাহার বচন।
মৃদুভাষে কহে, আহা হউক এমন।

চিত্ত হরষে পুষ্প বরষে,
সুমুখী সুলোচনা বৃন্দ।
যথা যথা যায় ভ্রাতৃদ্বয়,
তথা হয় পরমানন্দ॥

হিন্দী

পুর পূরব দিশি গে দোউ ভাঈ।
জহঁ ধনু-মখ-হিত ভূমি বনাঈ॥
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারী।
বিমলবেদিকা রুচির সবঁারী॥

চহুঁ দিশি কঞ্চনমঞ্চ বিশালা।
রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা॥
তেহি পাছে সমীপ চহুঁ পাশা।
অপর মঞ্চমণ্ডলী বিলাসা॥

কছুক উঁচ সব ভাঁতি সুহাঈ।
বৈঠহিঁ নগর লোগ জহঁ জাঈ॥
তিন্হ কে নিকট বিশাল সুহায়ে।
ধবলধাম বহুবরণ বনায়ে॥

জহঁ বৈঠে দেখহিঁ সব নারী।
যথাযোগ নিজকুল অনুহারী॥
পুরবালক কহি কহি মৃদুবচনা।
সাদর প্রভুহি দেখাবহিঁ রচনা॥

সব শিশু এহি মিশ প্রেমবশ,
পরশি মনোহর গাত।
তনু পুলকহিঁ অতি হরষ হিয়,
দেখি দেখি দোউ ভ্রাত॥

বাঙ্গলা

পুরের পূরব দিকে দুই ভ্রাতা যান।
যথা ধনুযজ্ঞভূমি করেছে নির্ম্মাণ॥
সুবিস্তৃত চারু ঢালু মেজেয় শোভিত।
নিরমল বেদিকা সুন্দর রচিত॥

চারিদিকে কাঞ্চনমঞ্চ বিশাল।
রচে যথা বসিবেন যত মহীপাল॥
তাহার পশ্চাতে নিকটেই চারিধারে।
সুশোভিত মঞ্চ কত মণ্ডলাকারে॥

কিছু উচ্চ মনোহর তাহার চৌদিক।
যেথা হবে উপবিষ্ট যত নাগরিক॥
তাহার নিকটে সুবিশাল সুশোভিত।
ধবল মণ্ডপ বহুবিধ নিরমিত॥

যথায় বসিবে সব নারী দেখিবারে।
যথাযোগ্য নিজ নিজ কুল অনুসারে॥
নগর বালক কহি মৃদুল বচন।
সমাদরে সে প্রভুরে দেখায় রচন॥

প্রেমবশ শিশুরা এ ছলে
মনোহর গাত্র পরশিয়া।
দুই ভায়ে হেরি বারংবার
পুলকাঙ্গ হরষিত হিয়া॥

হিন্দী

শিশু সব রাম প্রেমবশ জানে।
প্রীতিসমেত নিকেত বখানে ॥
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাঈ
সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাঈ ॥

রাম দেখাবহি অনুজহিঁ রচনা।
কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা ॥
লবনিমেষ মহঁ ভুবননিকায়া।
রচই জাসু অনুশাসন মায়া ॥

ভকত হেতু সোই দীনদয়ালা।
চিতবত চকিত ধনুষ-মখশালা ॥
কৌতুক দেখি চলে গুরুপাহীঁ।
জানি বিলম্ব ত্রাস মনমাহীঁ ॥

জাসু ত্রাস ডরকহঁ ডর হোঈ।
ভজনপ্রভাব দেখাবত সোঈ ॥
কহি বাতেঁ মৃদু মধুর সুহাঈ।
কিয়ে বিদা বালক বরিআঈ ॥

সভয় সপ্রেম বিনীত অতি,
সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুরুপদপঙ্কজ নাই শির,
বৈঠে আয়সু পাই ॥

বাঙ্গলা

শিশুগণ শ্রীরামেরে প্রেমবশ জানি।
হর্ষে কহে তাহাদের ভবন বাখানি ॥
নিজ নিজ রুচি মত ডেকে লয়ে যায়।
স্নেহসহ দুই ভাই চলেন তথায় ॥

অনুজে দেখান রাম সে সব রচন।
কহি মৃদু মনোহর মধুর বচন ॥
নিমিষের মধ্যে এই বিশ্ব সমুদায়।
রচনা করয়ে মায়া যাঁহার আজ্ঞায় ॥

ভকতের হেতু সেই দীন দয়াল।
চকিত হইয়া হেরে ধনুযজ্ঞশাল ॥
কৌতুক দেখিয়া তবে যান গুরুপাশ।
বিলম্ব হয়েছে জানি মনে করি ত্রাস ॥

যাঁর ত্রাসে ভয়েরও হয় ভয়োদয়।
ভজনপ্রভাব শুধু সেই প্রদর্শয় ॥
কহি বাক্য মধুময় মৃদুল শোভন।
করেন বিদায় বল করি বালগণ ॥

সভয়—প্রেম—বিনয়—অতি
সঙ্কোচ সহিত দুই ভাই।
গুরু পাদপদ্মে নমি শির
উপবিষ্ট অনুমতি পাই ॥

হিন্দী

নিশিপ্রবেশ মুনি আয়সু দীন্হা।
সবহী সন্ধ্যাবন্দন কীন্হা॥
কহত কথা ইতিহাস পুরাণী।
রুচির রজনী যুগযাম সিরানী॥

মুনিবর শয়ন কীন্হ তব জাই।
লগে চরণ চাপন দোউ ভাঈ॥
জিন্হ কে চরণসরোরুহ লাগি।
করত বিবিধ জপ যোগ বিরাগী॥

তেই দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে।
গুরুপদ কমল পলোটত প্রীতে॥
বার বার মুনি আজ্ঞা দীন্হী।
রঘুবর যাই শয়ন তব কীন্হী॥

চাপত চরণ লষণ উর লায়ে।
সভয় সপ্রেম পরম সচুপায়ে॥
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু তাতা
পৌঢ়ে ধরি উর পদজলজাতা॥

উঠে লষণ নিশি বিগত শুনি,
অরুণ শিখা ধুনি কান।
গুরুতেঁ পহিলেহি জগতপতি,
জাগে রাম সুজান॥

বাঙ্গলা

নিশি সমাগমে মুনি দানিল আদেশ।
সবে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলেন শেষ॥
ইতিহাস পুরাণের কহিলেন কথা।
সুযামিনী দুই যাম হইল বিগতা॥

মুনিবর শয়ন করিল তবে যায়ি।
চরণ চাপিতে লাগিলেন দুই ভাই॥
যাঁহাদের শ্রীচরণ সরোরুহ লাগি।
করয়ে বিবিধ জপ যোগ বিরাগী॥

সেই দুই ভাই যেন প্রেমে-পরাজিত।
গুরুচরণ কমল সেবিছেন প্রীত॥
বার বার মুনিবর দেন অনুমতি।
শয়ন করেন গিয়া তবে রঘুপতি॥

লক্ষ্মণ চরণ চাপে আর বুকে লয়।
পরম সঙ্গোপনে সপ্রেম সভয়॥
পুন পুন প্রভু কন শোওরে লক্ষ্মণ।
পাদপদ্ম ধরি হৃদে করিল শয়ন॥

নিশি গত কুক্কুটের ধ্বনি
কর্ণে শুনি লক্ষ্মণ জাগে।
উঠে জ্ঞানী রাম জগপতি
গুরুদেব উঠিবার আগে।

শুভদৃষ্টি

হিন্দী

সকল শৌচ করি জাই নহায়ে।
নিত্য নিবাহি মুনিহি শির নায়ে॥
সময় জানি গুরু আয়সু পাঈ।
লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ॥

ভূপ বাগ বর দেখেউ জাঈ।
জহঁ বসন্ত ঋতু রহি লুভাঈ॥
লাগে বিটপ মনোহর নানা।
বরণ বরণ বর বেলিবিতানা॥

নব পল্লব ফল সুমন সুহায়ে।
নিজ সম্পতি সুরতরুহি লজায়ে॥
চাতক কোকিল কীর চকোরা।
কূজত বিহগ নচত কল মোরা॥

মধ্য বাগ সর সোহ সুহাবা।
মণিসোপান বিচিত্র বনাবা॥
বিমলসলিল সরসিজ বহুরঙ্গা।
জলখগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা॥

বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু,
হরষে বন্ধু সমেত
পরমরম্য আরাম যহ,
জো রামহি সুখ দেত॥

বাঙ্গলা

শৌচাদি অন্তে স্নান করি সমাপন।
নিত্য কর্ম্ম সারি করে মুনিরে বন্দন॥
সময় জানিয়া গুরু অনুমতি লয়ে।
আনিতে কুসুম চলিলেন ভাই দোঁহে॥

যেয়ে দেখে ভূপতির রম্য উপবন।
যথায় বসন্ত ঋতু রহে লুব্ধ মন॥
মনোহর বিটপী রয়েছে নানান্।
নানাবিধ বরণের লতিকা বিতান॥

নবীন পল্লব ফল ফুলেতে শোভিত।
নিজ ধনে করে কল্পতরুরে লজ্জিত॥
চাতক কোকিল আর শুক ও চকোর।
সকল বিহঙ্গ গাহে, নাচে চারু মোর॥

মধ্য বাগে সরোবর সুন্দর শোভিত।
মণিময় সোপান বিচিত্র রচিত॥
বিমল সলিলে সরসিজ বহুরঙ্গ।
জলপক্ষী কুজিতেছে গুঞ্জিছে ভৃঙ্গ॥

বাগ তড়াগ নিরখি প্রভু
হরষয়ে ভ্রাতার সহিত।
পরম রম্য সেই উপবন,
রাম চিত যে কর সুখিত॥

হিন্দী

চহুঁ দিশি চিতই পুছি মালীগণ।
লগে লেন দল ফুল মুদিতমন॥
তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ।
গিরিজাপূজন জননী পঠাঈ॥

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী।
গাবহিঁ গীত মনোহর বাণী॥
সরসমীপ গিরিজাগৃহ সোহা।
বরনি ন জাই দেখি মন মোহা॥

মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেতা।
গঈ মুদিতমন গৌরিনিকেতা॥
পূজা কিন্হ অধিক অনুরাগা।
নিজ অনুরূপ সুভগ বর মাগা॥

এক সখী সিয় সঙ্গ বিহাঈ।
গঈ রহী দেখন ফুলবাঈ॥
তেই দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ।
প্রেমবিবশ সীতা পহিঁ আঈ॥

তাসু দশা দেখী সখিন্হ,
পুলক গাত জল নয়ন
কহু কারণ নিজহরষ কর,
পূছহিঁ সব মৃদুবয়ন।

বাঙ্গলা

চৌদিক নিরখিয়ে পুছি মালীগণে।
ফুলদল চয়নয়ে হরষিত মনে॥
সেই অবসরে সীতা আসে সেই স্থান॥
গিরিজা পূজন লাগি জননী পাঠান॥

সঙ্গেতে সখী সব সুভগ চতুর।
গাহিতেছে সঙ্গীত বাণী সুমধুর॥
সরসমীপেতে গৌরী মন্দির শোভে।
বর্ণন নাহি যায় দেখি মন লোভে॥

মজ্জন করি সরে সখিগণ সনে।
প্রফুল্ল মনে যান্ গৌরীনিকেতনে॥
পূজন করিল সমধিক অনুরাগে।
আপনার অনুরূপ কান্ত বর মাগে॥

এক সখী জানকীর সঙ্গ ছাড়ি যায়।
গিয়াছিল দেখিবারে ফুল বাগিচায়॥
সেই দুই ভ্রাতারে বিলোকিয়া আসে।
প্রেমবিবশা হয়ে ফিরে সীতাপাশে॥

তার দশা হেরি সখী সব—
পুলকাঙ্গে সজল নয়নে।
'কহ নিজ হর্ষের কারণ'
পুছে সবে মৃদুল বচনে॥

হিন্দী

দেখন বাগ কুবঁর দুই আয়ে।
বয়সকিশোর সব ভাঁতি সুহায়ে॥
শ্যাম গৌর কিমি কহউঁ বখানী।
গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বাণী॥

শুনি হরষীঁ সব সখী সয়ানী।
সিয়হিয় অতি উতকণ্ঠা জানী॥
এক কহই নৃপসুত তেই আলী।
শুনে যে মুনি সঙ্গ আয়ে কালী॥

জিন্হ নিজ রূপ মোহিনী ডারী।
কীন্হে স্ববশ নগর নর নারী।
বরণত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ।
অবশি দেখিয়হি দেখন জোগূ॥

তাসু বচন অতি সিয়হি সুহানে।
দরশ লাগি লোচন অকুলানে॥
চলী অগ্র করি প্রিয়সখি সোঈ।
প্রীতি পুরাতনি লখই ন কোঈ॥

সুমিরি সীয় নারদবচন,
উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিশি,
জনু শিশু মৃগী সভীত॥

বাঙ্গলা

'উদ্যান দেখিতে আসে যুগল কুমার।
বয়সে কিশোর চারু সকল প্রকার॥
শ্যামল গৌরাঙ্গ দুটী কেমনে বাখানি।
বাক্য যে নেত্রহীন - নেত্র বিনা বাণী!'

শুনি হরষিয়া সব সখীরা সেয়ানী।
সীতার হৃদয় অতি উৎসুক জানি॥
একে কহে, সখি! তারা রাজার নন্দন।
শুনি মুনিসঙ্গে কাল কৈল আগমন॥

রূপের কুহক পাতি যাঁহারা আপন।
করেছে স্ববশ পুর নরনারীগণ॥
যথা তথা সবে করে রূপের বর্ণন।
অবশ্য দেখিতে হয় - যোগ্য দরশন॥

সীতারে লাগিল ভাল তাহার বচন।
দরশন লাগি হয় আকুল লোচন॥
হন আগুয়ান প্রিয় সখী অগ্রে ক'রে
পুরাতন প্রেম কেহ লক্ষ্য নাহি করে॥

নারদ-ইঙ্গিত স্মরে সীতা,
উপজয়ে পবিত্র পীরিতি।
চকিত নেহারে সর্ব্বদিশি,
যেন শিশুমৃগী সভীতি॥

হিন্দী

কঙ্কন কিঙ্কিণি নুপুর ধ্বনি শুনি।
কহত লষণ সন রামু হৃদয় গুনি॥
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্হী।
মনসা বিশ্ববিজয় কহঁ কীন্হী॥

অস কহি ফির চিতয়ে তেহি ওরা।
সিয় মুখ শশী ভয়ে নয়ন চকোরা॥
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল।
মনহুঁ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল॥

দেখি সীয়শোভা সুখ পাবা।
হৃদয় সরাহত বচন ন আবা॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাই।
বিরচি বিশ্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ॥

সুন্দরতা কহঁ সুন্দর করঈ।
ছবিগৃহ দীপশিখা জনু বরই॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী।
কেহি পটতরউ বিদেহকুমারী॥

সিয়শোভা হিয় বরনি প্রভু,
আপনি দশা বিচারি।
বোলে শুচি মন অনুজ সন,
বচন সময় অনুহারি॥

বাঙ্গলা

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী শুনি নুপুর-নিক্কণ।
অন্তরে চিন্তিয়া রাম লক্ষ্মণেরে কন॥
বুঝিবা মদন তার দুন্দুভি বাজায়।
বিশ্ববিজয় করিবার অভিপ্রায়॥

ইহা কহি চাহে রাম সেই দিকে ফিরি।
সীতা-মুখ শশী হল—নয়ন চকোরী॥
সুচারু লোচন তাঁর হল অচঞ্চল।
সঙ্কোচে পলক যেন ছাড়ে নেত্রস্থল॥

হেরি জানকীর শোভা হয় সুখোদয়।
মনেতে প্রশংসে, বাক্য নাহি বাহিরয়॥
যেন বিধি সব নিজ নিপুণতারাশি।
রচিয়া বিশ্বকে তাহা দেখান প্রকাশি॥

সুন্দরতাকে সে যে সুন্দর করে।
দীপশিখা জ্বালে যেন চিত্রের ঘরে॥
উচ্ছিষ্ট করেছে কবি সকল উপমা।
জনককুমারী আর কহি কার সমা?

বর্ণি প্রভু সীতাশোভা মনে
নিজ দশা করিয়া বিচার।
বলে শুচি মনে অনুজেরে
বচন সে কাল অনুসার॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
তাত জনকতনয়া য়হ সোঈ।	হে প্রিয়! ইনিই সেই তনয়া রাজার।
ধনুষযজ্ঞ জেহি কারণ হোঈ॥	ধনুযজ্ঞ হইতেছে কারণে যাঁহার॥
পূজন গৌরী সখী লেই আঈ।	সখিগণ লয়ে আসে পূজিবারে গৌরী।
করত প্রকাশ ফিরঈ ফুলবাঈ॥	ভ্রমণ করিয়া ফিরে বাগিচা উজোরি॥
জাসু বিলোকি অলৌকিক শোভা।	অলৌকিক শোভারাশি বিলোকি যাঁহার
সহজ পুনীত মোর মন ক্ষোভা॥	স্বভাব-পবিত্র মন চঞ্চল আমার॥
সো সব কারণ জান বিধাতা।	এ সবের কারণ যা জানেন বিধাতা।
ফরকহিঁ সুভগ অঙ্গ শুনু ভ্রাতা॥	দক্ষিণ অঙ্গ মোর নাচে শুন ভ্রাতা॥
রঘুবংশিন্‌হ কর সহজ সুভাউ।	রঘুবংশীগণের এ সহজ প্রকৃতি।
মনু কুপন্থ পগ ধরৈঁ ন কাউ॥	কাহারও মন কভু না ধরে কুপথি॥
মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী।	অতীব প্রত্যয় মোর আপন মনেরে।
জেহি সপনেহু পরনারী ন হেরী॥	স্বপনেও পরনারী সে নাহিক হেরে॥
জিন্‌হ কে লহহিঁ ন রিপু রণ পীঠী।	সংগ্রামে শত্রু যার পৃষ্ঠ নাহি পায়।
নহিঁ লাবহিঁ পরতিয় মন ডীঠী॥	মন যার পরস্ত্রীর পানে নাহি চায়॥
মঙ্গন লহহিঁ ন জিন্‌হ কৈ নাহিঁ।	প্রার্থী বিমুখ নহে যে জনের কাছে।
তে নরবর থোরে জগ মাহীঁ॥	এহেন উত্তম নর বিশ্বে অল্প আছে॥
করত বতকহী অনুজ সন,	কথা কন অনুজের সনে
মন সিয়রূপ লুভান।	সীতারূপে লুব্ধ রহে মন।
মুখসরোজ মকরন্দ ছবি,	সে মুখ রাজীব শোভা-মধু
করই মধুপ ইব পান॥	পান করে মধুপ যেমন॥

হিন্দী

চিতবতি চকিত চহুঁ দিশি সীতা।
কহঁ গয়ে নৃপকিশোর মন চিঁতা॥
জহঁ বিলোকি মৃগশাবক নয়নী।
জনু তহঁ বরিষ কমল সিত শ্রেণী॥

লতা ওঠ তব সখিন লখায়ে।
শ্যামল গৌর কিশোর সুহায়ে॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে।
হরষে জনু নিজ নিধি পহিচানে॥

থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখে।
পলকনহিঁ পরিহরি নিমেখে॥
অধিক সনেহ দেহ ভই ভোরী।
শরদশশিহি জনু চিতব চকোরী॥

লোচনমগ রামহিঁ উর আনী।
দীন্হে পলককপাট সয়ানী॥
জব সিয় সখিন্হ প্রেমবশ জানি।
কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানী॥

লতাভবন তেঁ প্রগট ভয়ে,
তেহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে জনু জুগ বিমলবিধু,
জলদপটল বিলগাই॥

বাঙ্গলা

চকিত হইয়া সীতা চৌদিকে চায়।
কোথা নৃপকিশোর সে মন যারে চায়॥
মৃগশিশুনয়নার যে দিকেই দৃষ্টি।
সে দিকেই যেন শুভ্র কমলের বৃষ্টি॥

লতার আড়ালে তবে সখিরা দেখায়।
শ্যাম গৌর কিশোর কিবা শোভা পায়॥
নিরখিয়ে সেইরূপ আঁখি লালচিল।
হরষিত—যেন নিজ নিধিটী চিনিল॥

রঘুপতি-রূপ হেরি নয়ন স্তম্ভিত।
হয়ে গেল নির্নিমেষ পলক-বর্জ্জিত।
প্রেমের আধিক্যে হয় আত্মবিস্মরণ।
চকোরী শরতশশী হেরয়ে যেমন॥

লোচনের দ্বার দিয়া রামে হৃদে আনি
পলক-কপাট রুদ্ধ করিল সেয়ানী॥
যবে সীতা প্রেমাধীনা জানে সখিগণ।
কহিতে নারিল কিছু সঙ্কুচিত মন॥

লতাগৃহ হ'তে প্রকটিত
ভ্রাতা দোঁহে এই অবসরে।
উদে যেন স্বচ্ছ যুগ বিধু
জলদের জাল ভেদ করে॥

হিন্দী

শোভা সীৰ সুভগ দোউ বীরা।
নীল পীত জলজাভ শরীরা ॥
মোরপঙ্খ শির সোহত নীকে।
গুচ্ছা বিচ বিচ কুসুম কলীকে ॥

ভাল তিলক শ্রমবিন্দু সুহায়ে।
শ্রবণ সুভগ ভূষণ ছবি ছায়ে ॥
বিকট ভ্রুকুটি কচ ঘুঁঘরবারে।
নবসরোজ লোচন রতনারে ॥

চারু চিবুক নাসিকা কপোলা।
হাসবিলাস লেত মনু মোলা ॥
মুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহী
জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ ॥

উর মণিমাল কম্বুকল গ্রীবা।
কাম কলভকর ভুজবলসীবা ॥
সুমনসমেত বামকর দোনা।
সাঁবর কুঅঁর সখী সুঠি লোনা ॥

কেহরি কটি পট পীত ধর,
সুখমা শীল নিধান।
দেখি ভানুকুল ভূষণহি,
বিসরা সখিনহ অপান ॥

বাঙ্গলা

শোভার পরিসীমা সুন্দর দুই বীর।
নীল আর পীত কমলাভ শরীর ॥
ময়ূরের পাখা দিয়া সুশোভিত শির।
গুচ্ছ সাজে মাঝে মাঝে কুসুমকলির ॥

ললাটে তিলক শ্রমবিন্দু সুশোভিত।
শ্রবণে ভূষণ রম্য কিবা শোভান্বিত ॥
বঙ্কিম ভ্রুভঙ্গি কুঞ্চিত কেশপাশে।
লোচন সে নব পদ্ম সলিলে বিকাশে।

চিবুক নাসিকা চারু কপোল শোভয়।
হাস্য বিলাসে চিত্ত যেন কিনে লয় ॥
মুখছবি সে আমার বর্ণন অতীত।
বিলোকিয়া তাহা বহু অনঙ্গ লজ্জিত।

বক্ষে মণিমালা কম্বুগ্রীবা মনোহর।
করী-শিশুশুণ্ড সম বলী চারু কর ॥
বামহস্তে পুষ্পপূর্ণ পত্র দ্রোণধর।
শ্যামল কুমার সখি, বড়ই সুন্দর ॥

সিংহ সম কটি, পীতবাস,
সুষমা-শীলতা-নিকেতন।
হেরি সেই সূর্য্যকুলমণি
সখিগণ আত্মবিস্মরণ ॥

হিন্দী

ধরি ধীরজ এক সখী সয়ানী।
সীতা সন বোলী গহি পাণি॥
বহুরি গৌরীকর ধ্যান করেহু।
ভূপকিশোর দেখি কিন লেহু॥

সকুচি সীয় তব নয়ন উঘারে।
সনমুখ দোউ রঘুসিংহ নিহারে॥
নখশিখ দেখি রাম কৈ শোভা।
সুমিরি পিতাপণ মন অতি ক্ষোভা।

পরবশ সখিন্‌হ লখী জব সীতা।
ভঈ গহরু সব কহহিঁ সভীতা॥
পূনি আউব এহি বিরিয়াঁ কালী।
অস কহি মন বিহঁসী এক আলী॥

গূঢ় গিরা শুনি সিয় সকুচানী।
ভয়েউ বিলম্ব মাতুভয় মানী।
ধরি বড়ি ধীর রাম উর আনি।
ফিরা আপন পণ পিতুবশ জানি॥

দেখন মিস মৃগ বিহঁগ তরু,
ফিরই বহোরি বহোরি।
নিরখি নিরখি রঘুবীরছবি,
বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি॥

বাঙ্গলা

ধৈর্য্য ধরি সুচতুরা এক সহচরী।
কহে তবে জনক-নন্দিনী কর ধরি॥
পরে নয় ভবানীর করিও চিন্তন।
কুমারে কেন না দেখি লওলো এখন?

সঙ্কোচে সীতা তবে আঁখি উন্মীলিল।
রঘুবংশ-সিংহ দোঁহে সম্মুখে হেরিল॥
আপাদমস্তক রাম-শোভা নেহারিয়া।
স্মরিয়া পিতার পণ অতি ক্ষুব্ধ হিয়া॥

সখীরা হেরিল যবে পরবশ সীতা।
হইল বিলম্ব—সবে কহে উৎকণ্ঠিতা॥
এমনি সময়ে পুন আসিব লো কালি।
ইহা কহি মনে বড় হাসে এক আলী!

গুঢ়বাক্য শুনি সীতা হন সঙ্কুচিতা।
বিলম্ব হয়েছে বলি মাতৃভয়ে ভীতা॥
ধরি বড় ধৈর্য্য রামে হৃদিমাঝে আনি।
ফিরে আপনারে পিতৃপণবশ জানি॥

মৃগ পক্ষী তরু দেখা ছলে,
ফিরে চাহে পুন পুনরায়।
হেরি হেরি রঘুবীর-শোভা,
সমধিক প্রেম বাড়ি যায়॥

হিন্দী

জানি কঠিন শিবচাপ বিসূরতি।
চলী রাখি উর শ্যামলমূরতি॥
প্রভু জব জাত জানকী জানী।
সুখ সনেহ শোভা গুণ খানী॥

পরম প্রেমময় মৃদুমসি কীন্হী।
চারু চিত্ত ভীতি লিখি লীন্হী॥
গঈ ভবানীভবন বহোরী।
বন্দি চরণ বোলী করজোরী॥

বাঙ্গলা

শিবধনু সুকঠিন জানি দুখী অতি।
চলে রাখি হৃদয়েতে শ্যামল মূরতি॥
প্রভু যবে জানিলেন সীতা ফিরে ঘর।
সুখ, স্নেহ, শোভা আর গুণের আকর॥

পরম প্রেমময় মৃদুমসী দিয়া।
চারু চিত্তপটোপরি রাখিল আঁকিয়া॥
পুনরায় গিয়া সীতা ভবানী-ভবন।
করজোড়ি কহিলেন বন্দিয়া চরণ॥

সীতার বরপ্রাপ্তি

হিন্দি

জয় জয় জয় গিরিরাজকিশোরী।
জয় মহেশ মুখচন্দ চকোরী॥
জয় গজবদন ষড়াননমাতা।
জগতজননী-দামিনী-দ্যুতি-গাতা।

নহিঁ তব আদি মধ্য অবসানা।
অমিতপ্রভাব বেদ নহিঁ জানা॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনী।
বিশ্ববিমোহনি স্ববশ বিহারিনি॥

পতিদেবতা সুতীয় মহঁ
মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন কহি সকহিঁ
সহস সারদা শেখ॥

সেবত তোহি সুলভ ফল চারী।
বরদায়িনি ত্রিপুরারিপিয়ারী॥
দেবি পূজি পদকমল তুম্হারে।
সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে॥

মোর মনোরথ জানহু নীকে।
বসহু সদা উরপুর সবহী কে॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারণ তেহী।
অস কহি চরণ গহে বৈদেহী॥

বাঙ্গলা

জয় জয় জয় গিরিরাজকিশোরী।
জয় মহেশ আননচন্দ্র চকোরী॥
জয় গজবদন ষড়ানন-জননী।
জগতজননী দামিনী-দ্যুতি বরণী॥

নাহিক তোমার আদি মধ্য অবসান।
অমিত প্রভাব তব বেদেরও অজান॥
জগসৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় কারিণী।
বিশ্ব-বিমোহিনী নিজ বশে বিহারিণী।

পতিব্রতা রামাকুল মাঝে
তুমি গণ্যা সকলের আগে।
মহামহিমা কহিতে নারে
সহস্র বাগ্দেবী আর শেষ নাগে॥

সেবি তোমা সুখে লাভ হয় ফলচারি
হে বরদায়িনি, ত্রিপুরারির পিয়ারী॥
অয়ি দেবি পূজি তব চরণ রাজীব।
সুখী হয় সুর, নর, মুনি, সর্ব্বজীব॥

তুমি জান প্রকৃত যা মোর মন আশ।
সকলের হৃদিপুরে সদা তব বাস॥
প্রকাশ নাহিক করি কারণেতে সে-ই
হেন কহি শ্রীচরণ ধরেন বৈদেহী॥

হিন্দি	বাঙ্গলা
বিনয় প্রেম বশ ভঈ ভবানী।	বিনয় প্রেমেতে বশ হলেন অম্বিকা।
খসী মাল মূরতি মুসুকানী॥	হাসে মূর্ত্তি, পড়ে খসে গলার মালিকা॥
সাদর সিয় প্রসাদ শির ধরেউ।	সমাদরে সে প্রসাদ সীতা শিরে ধরে।
বোলী গৌরি হরষু উর ভরেউ॥	কহিলেন কাত্যায়ণী হরিষ অন্তরে॥
সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী।	শুনহ জানকী সত্য আশিস্ আমার।
পূরহি মনকামনা তুম্হারী॥	পূর্ণ হবে হৃদয়ের কামনা তোমার॥
নারদবচন সদা শুচি সাচা।	নারদ বচন, সদা সুপবিত্র সত্য।
সো বর মিলিহি জাহি মন রাচা॥	সে বর মিলিবে তোমা যাহে গেছে চিত্ত॥
মন জাহি রচেউ মিলিহি সো বর	পাবে তুমি অভিপ্সিত বর
সহজ সুন্দর সাঁবরো।	স্বভাব সুন্দর শ্যামল।
করুণানিধান সুজান শীলসনেহ	দয়াময়, জ্ঞানী, শীল রাম
জানত রাবরো॥	তব প্রেম জানয়ে সকল॥
এহি ভাঁতি গৌরি আসীস সুনি	এবম্বিধ দুর্গাশিস্ শুনি
সিয়সহিত হিয় হরষিত অলী।	সখীসহ সীতা হৃষ্ট হ'য়ে।
তুলসী ভবানীহি পূজি পুনি পুনি	গৌরী পূজি পুন পুন সুখে
মুদিতমন মন্দির চলী॥	গৃহে যায়—তুলসীদাস কহে॥
জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয়	গৌরী অনুকূল জানি সীতা
হরষ ন জাত কহি।	হরষিতা বর্ণন অতীত।
মঞ্জুল মঙ্গল-মূল	অতীব মঙ্গল নিদর্শন
বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥	বাম অঙ্গ হইল স্পন্দিত॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যাবর্ত্তন

হিন্দি

হৃদয় সরাহত সীয় লোনাঈ।
গুরুসমীপ গমনে দোউ ভাঈ॥
রাম কহা সব কৌশিক পাহীঁ।
সরল সুভাব ছুআ ছল নাহীঁ॥

সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী।
পুনি অসীস দুহুঁ ভাইন্হ দীন্হী॥
সুফল মনোরথ হোহিঁ তুম্হারে।
রাম লষণ সুনি ভয়ে সুখারে॥

করি ভোজন মুনিবর বিজ্ঞানী।
লগে কহন কছু কথা পুরাণী॥
বিগতদিবস গুরুআয়সু পাঈ।
সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ॥

প্রাচীদিশি সসি উয়েউ সুহাবা।
সিয় মুখ সরিস দেখি সুখ পাবা॥
বহুরি বিচার কীন্হ মন মাহীঁ।
সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ॥

জনম সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষ
দিন মলিন সকলঙ্ক।
সিয় মুখ সমতা পাব কিমি,
চন্দ বাপুরো রঙ্ক॥

বাঙ্গলা

হৃদয়ে প্রশংসিয়া সীতা সুন্দরতা।
গুরুর সমীপে তবে যান দুই ভ্রাতা॥
রাম কহিলেন সব কৌশিক সকাশে।
সরল-স্বভাব, ছল নাহি তার পাশে॥

ফুল পেয়ে মুনি তবে করেন পূজন।
পুন ভ্রাতৃদ্বয়ে কন আশিস্ বচন॥
তোমাদের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।
রাম লক্ষ্মণ শুনি আনন্দিত মন॥

সমাপি ভোজন মুনিবর জ্ঞানবান।
লাগিল কহিতে সব কথন পুরাণ॥
দিবাগতে গুরু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
সন্ধ্যা করিবারে চলে ভাই দুইজন॥

পূর্ব্বদিকে সমুদিত শশী মনোহর।
সীতা-মুখ সম দেখি হর্ষিত অন্তর॥
পুনঃ পুনঃ বিচার করেন মনে মন।
সুধাকর-সম নহে সীতার আনন॥

জন্ম সিন্ধুমাঝে, বিষ ভ্রাতা,
সকলঙ্ক, দিবসেতে ম্লান।
গরীব সে বাছা চাঁদ কিসে,
হবে সীতা-মুখের সমান!

হিন্দি	বাঙ্গলা
ঘটই বঢ়ই বিরহিনি দুখ দাঈ।	কমে, বাড়ে, দুঃখ দেয় বিরহিনী জনে।
গ্রসই রাহু নিজ সন্ধিহি পাঈ॥	গ্রাস করে রাহু যারে নিজ সন্ধিক্ষণে॥
কোক শোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী।	চকোরের দুঃখদায়ী, শত্রু পঙ্কজের।
অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহী॥	হে চন্দ্রমা তোমাতেত অপগুণ ঢের!
বৈদেহী মুখ পটতর দীন্হে।	বৈদেহীর মুখ সহ তুলি তুলনায়।
হোই দোষ বড় অনুচিত কীন্হে॥	বড় অনুচিত আর বড় দোষ তায়॥
সিয় মুখছবি বিধুব্যাজ বখানি।	সীতার মুখশ্রী, বিধু-নিন্দা বাখানি।
গুরু পহিঁ চলে নিশা বড়ি জানী॥	গুরুপাশে চলে নিশা বেশী হল জানি।
করি মুনি চরণসরোজ প্রণামা।	করিয়া মুনির পদসরোজে প্রণাম।
আয়সু পাই কীন্হী বিশ্রামা॥	আদেশ লভিয়া তবে করেন বিশ্রাম॥
বিগতনিশা রঘুনায়ক জাগে।	বিগতরজনী রঘুনায়ক জাগিল।
বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে॥	ভ্রাতারে হেরিয়া হেন কহিতে লাগিল।
উয়েউ অরুণ অবলোকহু তাতা।	'উদিত অরুণ কিবা নেহার হে ভ্রাতা।
পঙ্কজ-কোক-লোক সুখদাতা॥	পদ্ম চকোর আর লোক সুখদাতা॥'
বোলে লষণ জোরি যুগ পাণী।	বলেন লক্ষ্মণ যোড় করি দুই পাণি।
প্রভু প্রভাব সূচক মৃদুবাণী॥	প্রভু প্রভাব-সূচক সুমৃদুল বাণী॥
অরুণ উদয় সকুচে কুমুদ	'সূর্য্যোদয়ে সঙ্কোচে কুমুদ,
উডুগণ জ্যোতি মলীন।	তারাগণ জ্যোতি বিমলিন।
তিমি তুম্হার আগমন সুনি,	তথা তব আগমন শুনি,
ভয়ে নৃপতি বলহীন॥	নৃপগণ হন বলহীন॥

হিন্দি	বাঙ্গলা
নৃপ সব নখত করহিঁ উজিয়ারী।	নৃপসব তারা যথা পারে উজলিতে।
টারি ন সকহিঁ চাপতম ভারী॥	ধনুরূপী ঘোরাঁধার নারে বিদূরিতে।
কমল কোক মধুকর খগ নানা।	কমল চকোর ভৃঙ্গ আদি পক্ষিগণ।
হরষে সকল নিশা অবসানা॥	হয় সবে নিশা অন্তে হরষিত মন—
ঐসেহি প্রভু সব ভগত তুম্হারে।	সেরূপ, হে প্রভু তব ভকত সকলে।
হোইহহিঁ টুটে ধনুষ সুখারে॥	আনন্দিত হবে এই ধনুর্ভঙ্গ হলে॥
উয়েউ ভানু বিনু শ্রম তমনাশা।	ভানুর উদয়ে বিনাশ্রমে তমনাশে।
রে নখত জগ তেজ প্রকাশা॥	দূরিত নক্ষত্র, বিশ্বে তেজের প্রকাশে॥
রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়া।	রবি নিজ উদয়ের ছলে, রঘুরায়!
প্রভু প্রতাপ সব নৃপন্হ দিখায়া॥	প্রভুর প্রতাপ সব নৃপেরে দেখায়॥
তব ভুজবল মহিমা উদঘাটী।	তোমার ও ভুজবল মহিমা উদ্ঘাটি।
প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী॥	প্রকাশ করিবে ধনুর্ভঙ্গ পরিপাটী।'
বন্ধুবচন সুনি প্রভু মুসুকানে	ভ্রাতৃবাক্যে প্রভু করে মৃদু বিহসন।
হোই শুচি সহজ পুনীত নহানে।	স্বাভাবিক শুদ্ধ—পুন স্নানে শুচি হন॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরু পহিঁ আয়ে।	নিত্যক্রিয়া করি আসি গুরুর গোচরে
চরণসরোজ সুভগ শির নায়ে॥	চরণ-সরোজে চারু শির নত করে॥

যজ্ঞস্থলে রামসীতা

হিন্দি	বাঙ্গলা
সতানন্দ তব জনক বোলায়ে।	হেনকালে সতানন্দে জনক ডাকিয়া।
কৌশিক মুনি পহিঁ তুরত পাঠায়ে।	কৌশিক নিকটে দিল দ্রুত পাঠাইয়া॥
জনকবিনয় তিন্হ আয় সুনাঈ।	জনক-বিনয় তিনি আসিয়া শুনান।
হরষে বোলি লিয়ে দোউ ভাঈ॥	হর্ষে দুই ভায়ে তবে ডাকিয়া পাঠান॥
সতানন্দপদ বন্দি প্রভু	সতানন্দ পদ বন্দি প্রভু
বৈঠে গুরু পহিঁ জাই।	বসিলেন গুরুপাশে গিয়া।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব	কহিলেন মুনি—'চল বৎস
পঠএউ জনক বোলাই।	পাঠায়েছে জনক ডাকিয়া॥
সীয়স্বয়ম্বর দেখিয় জাঈ।	গমন করিয়া দেখ সীতা স্বয়ংবর।
ঈশ কাহিধোঁ দেই বড়াঈ॥	দেখা যাক কারে দেন মহত্ত্ব শঙ্কর॥'
লষণ কহা যশভাজন সোঈ।	লক্ষ্মণ কহেন 'সেই যশের ভাজন।
নাথ কৃপা তব জা পর হোঈ॥	হে নাথ, যাহার পরে করুণা আপন॥'
হরষে মুনি সব শুনি বরবাণী।	হরষিত মুনি সব শুনি মধুবাণী।
দীন্হ অশীশ সবহি সুখ মানী॥	আশীর্ব্বাদ দেন সবে মনে সুখ মানি॥
পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা।	অতঃপর মুনিবৃন্দ সহিত কৃপাল।
দেখন চলে ধনুষমখশালা॥	দেখিবারে যাইলেন ধনুযজ্ঞ শাল।
রঙ্গভূমি আয়ে দোউ ভাঈ।	রঙ্গভূমে দুই ভাই উপস্থিত আসি।
অসি সুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ॥	এই সমাচার পায় সব পুরবাসী॥
চলে সকল গৃহকাজ বিসারী।	চলে সবে গৃহকাজ হ'য়ে বিস্মরণ।
বাল যুবান জরঠ নর নারী॥	বালক যুবক বৃদ্ধ নরনারীগণ॥

হিন্দি

দেখী জনক ভীর ভই ভারী।
শুচি সেবক সব লিয়ে হঁকারী॥
তুরত সকল লোগন্‌হ পহি জাহূ।
আসন উচিত দেহু সব কাহূ॥

কহি মৃদুবচন বিনীত
তিন্‌হ বৈঠারে নরনারি।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু
নিজ নিজ থল অনুহারি॥

রাজকুঅঁর তেহি অবসর আয়ে।
মনহুঁ মনোহরতা তন ছায়ে॥
গুণসাগর নাগর বরবীরা।
সুন্দর শ্যামল গৌর শরীরা॥

রাজসমাজ বিরাজত রূরে।
উড়ুগণ মহঁ জনু জুগ বিধু পূরে॥
জিন্‌হ কৈ রহী ভাবনা জৈসী।
প্রভূমূরতি তিন্‌হ দেখী তৈসী॥

দেখহি ভূপ মহা রণধীরা।
মনহুঁ বীররস ধরে শরীরা॥
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী।
মনহুঁ ভয়ানক মূরতী ভারী॥

বাঙ্গলা

জনক জনতা দেখি হয় অতিশয়।
শুদ্ধ সেবকবৃন্দে হাঁকি ডাকি কয়॥
'ত্বরিত সকল লোক নিকটেতে যাও।
যথাযোগ্য আসন সবাকারে দাও॥'

কহি মৃদু বিনীত বচন
বসাইল তারা নরনারী।
উত্তম, মধ্যম আর নীচ, লঘু
নিজ নিজ স্থল অনুসারি।

রাজার কুমার সেই অবসরে আসে।
মনে হয় সুন্দরতা মূরতি প্রকাশে॥
গুণসিন্ধু সুনাগর আর বরবীর।
সুন্দর সুশ্যামল গৌর শরীর॥

রাজার সমাজে তাঁরা বিরাজিত হয়।
তারাগণ মাঝে যেন পূর্ণ বিধুদ্বয়॥
তাহাদের যে জনার ভাবনা যেমন।
প্রভুর মূরতি সেই দেখয়ে তেমন॥

দেখে ভূপগণ মূর্ত্তি মহা রণধীর।
মনে হয় বীররস ধরেছে শরীর॥
ডরিছে কুটিল নৃপ প্রভুকে নেহারি।
মনে হয় সে মূরতি ভয়ানক ভারী॥

হিন্দি

রহে অসুর ছল জো নৃপ বেখা।
তিন্‌হ প্রভু প্রগট কালসম দেখা॥
পুরবাসিন্‌হ দেখে দোউ ভাঈ।
নরভূষণ লোচন সুখ দাঈ॥

নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়,
নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত শৃঙ্গার ধরি
মূরতি পরম অনূপ॥

বিদুষণ প্রভু বিরাটময় দীশা।
বহু মুখ কর পগ লোচন শীষা॥
জনকজাতি অবলোকহিঁ কৈসে।
সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসে॥

সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রাণী।
শিশুসম প্রীতি ন জাই বখানী॥
যোগিন্‌হ পরম তত্তময় ভাসা।
সন্ত শুদ্ধ মন সহজ প্রকাশা॥

হরিভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা।
ইষ্টদেব ইব সব সুখদাতা॥
রামহিঁ চিতব ভাব জেহি সীয়া।
সো সনেহ মুখ নহিঁ কথনীয়া॥

বাঙ্গলা

আছিল অসুর নৃপবেশ ধরি যারা।
প্রভুরে সাক্ষাৎ কাল সম হেরে তারা॥
পুরবাসীগণ দেখে সেই দুটী ভাই।
মানবভূষণ রূপ নেত্রসুখদায়ী॥

নারীগণ হেরে হৃষ্ট হৃদে
নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
শৃঙ্গার শোভয়ে যেন ধরি
তিটী পরম অনুপ।

জ্ঞানীগণ হেরে প্রভু বিরাট দিব্যময়।
বহুমুখ কর পদ নেত্র শির রয়॥
জনকের জ্ঞাতিগণ হেরয়ে কেমন।
স্বজনের সঙ্গ প্রিয় লাগয়ে যেমন॥

বিদেহ সহিত রাণী করে বিলোকন।
নিজ শিশুসম, প্রীতি না যায় বর্ণন॥
যোগিচিত্তে পরতত্তময়ের আভাস।
সাধু শুদ্ধমনে প্রভু সহজ প্রকাশ॥

হরিভক্তজন সবে দেখে দুই ভ্রাতা।
ইষ্টদেব সম যেন সর্ব্বসুখ দাতা॥
রামে যেই ভাবে সীতা করেন দর্শন।
সেই প্রেম মুখ দিয়া না যায় কথন॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ।	চিত্তে অনুভবে, নারে বরনিতে সেহ।
কবন প্রকার কহই কবি কোউ॥	কি প্রকারে কহিবেক তবে কবি কেহ?
জেহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ।	যেই বিধ ভাব যার হৃদয়ে বিরাজে।
তেহি তস দেখেউ কৌশলরাউ॥	সেই প্রকার দেখিল সে কৌশলরাজে॥
রাজত রাজসমাজ মহঁ,	বিরাজে রাজসমাজ-মাঝে,
কোশলরাজ-কিশোর।	কোশলের রাজন্য কিশোর।
সুন্দর শ্যামল গৌরতনু,	সুন্দর শ্যামল গৌরতনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥	বিশ্বজন বিলোচন চোর॥
সহজ মনোহর মূরতি দোউ।	সহজ ও মনোহর দুইটী মূরতি।
কোটি কাম উপমা লঘু সোউ॥	কোটি কাম উপমায় তবু লঘু অতি॥
শরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে।	শারদীয় চন্দ্র নিন্দি মুখ রমনীয়।
নীরজনয়ন ভাবতে জীকে॥	কমল নয়ন দুটী পরাণের প্রিয়॥
চিতবনি চারু মার-মদ-হরণী।	মদনের দর্পহারী চাহনি শোভন।
ভাবত হৃদয় জাত নহিঁ বরণী॥	অন্তর চিন্তা করে, না যায় বর্ণন॥
কলকপোল শ্রুতিকুণ্ডল লোলা।	শ্রবণে কুণ্ডল শোভে, রুচির কপোল।
চিবুক অধর সুন্দর মৃদু বোলা॥	চিবুক অধর সুশ্রী, মধু মৃদুবোল॥
কুমুদ-বন্ধু-কর নিন্দক হাঁসা।	হাস্য সে যে কুমুদিনীসখা নিন্দাকর।
ভ্রুকুটী বিকট মনোহর নাসা॥	ভ্রুকুটি বঙ্কিম কিবা নাসা মনোহর॥
ভাল বিশাল তিলক ঝলকাহীঁ।	বিশাল ললাট-মাঝে তিলক বিরাজে।
কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহীঁ।	কেশ নিরখিয়া অলিমণ্ডলী লাজে॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
পীত চৌতনী শিরন্হ সুহাঈ।	পীত শিরোভূষা কিবা শিরোপরি সাজে।
কুসুমকলি বিচ বিচ বনাঈ॥	কুসুমকলিকা যার মাঝে মাঝে রাজে॥
রেখা রুচির কম্বু কলগ্রীবাঁ।	মনোরম রেখা কল কম্বু গলদেশে।
জনু ত্রিভুবনশোভা কী সীবাঁ॥	যেন ত্রিভুবনশোভা-সীমা নিরূদেশে॥
কুঞ্জরমণি কণ্ঠাকলিত,	গজমুক্তা-মাল কণ্ঠে শোভে
উরন্হ তুলসিকামাল।	বক্ষদেশে তুলসীর মাল।
বৃষভকন্ধ কেহরিঠবনি,	বৃষস্কন্ধ, কেশরী-চলন,
বলনিধি বাহু বিশাল॥	বলাধার বাহু সুবিশাল॥
কটি তূণীর পীত পট বাঁধে।	কটিতে তূণীর, পীতবাস পরিহিত।
কর শর ধনুষ রাম বর কাঁধে॥	বরবামস্কন্ধে ধনু, করে বাণ ধৃত॥
পীত যজ্ঞ উপবীত সোহায়ে।	পীত যজ্ঞ-উপবীত অতি শোভা পায়।
নখশিখ মঞ্জু মহা ছবি ছায়ে।	আপাদমস্তক মহা সৌন্দর্য্য ছায়॥
দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে।	নিরখিয়া লোক সব হয় অতি সুখী।
একটক লোচন টরত ন টারে॥	একদৃষ্টে চাহে, নারে ফিরাইতে আঁখি॥
হরষে জনক্ দেখি দোউ ভাই।	হর্ষিত জনক হেরি ভাই দুইজন।
মুনি-পদকমল গহে তব জাঈ॥	মুনি-পাদপদ্মে গিয়া ধরেন তখন॥
করি বিনতী নিজকথা সুনাঈ।	করিয়া বিনতি নিজ কথা শুনাইল।
রঙ্গঅবনি সব মুনিহি দেখাঈ॥	রঙ্গভূমি সব মুনিবরে দেখাইল॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঅঁরবর দোউ।	যেখানেই যান সুকুমার দুইজন।
তহঁ তহঁ চকিত চিতব সব কোউ॥	সেখানেই সচকিত হেরে সর্ব্বজন॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
নিজ নিজ রুচি রামহিঁ সব দেখা।	রামেরে নিরখে সবে নিজ রুচিমত
কোউ ন জান কছু মরম বিশেখা॥	বিশেষ মরম কেহ নহে অবগত॥
ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ।	'সুন্দর রচনা' মুনি নৃপতিরে কয়।
রাজা মুদিত মহাসুখ লহেউ॥	রাজা প্রমুদিত, মহাসুখ উপজয়।
সব মঞ্চনহ্ তেঁ মঞ্চ এক	সর্ব্ব মঞ্চ হ'তে মঞ্চ এক
সুন্দর বিশদ বিশাল।	মনোরম বিশদ বিশাল।
মুনিসমেত দোউ বন্ধু তহঁ	মুনিসহ দুই ভায়ে তথা
বৈঠারে মহিমাল॥	লইয়া বসায় মহীপাল॥
প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয় হারে।	প্রভুরে দেখিয়া সব নৃপ স্ফূর্ত্তিহীন।
জনু রাকেশ উদয় ভয়ে তারে॥	পূর্ণচন্দ্র সমুদয়ে যথা তারা দীন॥
অস প্রতীতি সব কে মন মাহীঁ।	এরূপ প্রতীতি সবাকার মনে হয়।
রাম চাপ তোরব শক নাহীঁ॥	রাম ধনু ভাঙ্গিবেন নাহিক সংশয়॥
বিনু ভঞ্জেহু ভবধনুষ বিশালা।	বিনা ভঙ্গে শিবের সে ধনুক বিশাল।
মেলিহি সীয় রামউর মালা॥	অর্পিবেন সীতা রাম-গলে বরমাল॥
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ।	ইহা ভাবি ঘরে ভাই চলহে ফিরিয়া।
জস প্রতাপ বল তেজ গবাঈ॥	যশ শৌর্য্য বল বীর্য্য সবি বিসর্জ্জিয়া॥
বিহঁসে অপর ভূপ সুনি বাণী।	বিহসে অপর ভূপ শুনিয়া সে বাণী।
জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী॥	যেই অবিবেকী আর অন্ধ অভিমানী॥
তোরেহু ধনুষ ব্যাহু অবগাহা।	ধনুক ভাঙ্গিলে তবু বিবাহ সংশয়।
বিনু তোরে কো কুঅঁরি বিয়াহা।	বিনা ভঙ্গে কে কুমারী করে পরিণয়?

হিন্দী

এক বার কালহু কিন হোঁউ।
সিয়হিত সমর জিতিব হম সোউ॥
য়হ শুনি অপর ভূপ মুস্কুকানে।
ধরমশীল হরিভগত সয়ানে॥

সীয় বিয়াহব রাম,
গরবু দূরি করি নৃপন্হ কেরে
জীতি কো সক সংগ্রাম
দাসরথিকে রণবাঁকুরে॥

বৃথা মরহু জনি গাল বজাঈ।
মনমোদকন্হি কি ভুখ বুতাঈ॥
সিখ হমার সুনি পরম পুনীতা।
জগদম্বা জানহু জিয় সীতা॥

জগতপিতা রঘুপতিহি বিচারী।
ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী॥
সুন্দর সুখদ সকল গুণরাশী।
এ দোউ বন্ধু শম্ভু-উরবাসী॥

সুধাসমুদ্র সমীপ বিহাঈ।
মৃগজল নিরখি মরহু কত ধাঈ॥
করহু জাঈ জা কহঁ জোই ভাবা।
হম তো আজু জনমফল পাবা॥

বাঙ্গলা

হউক না যম কেন, তবু একবার।
সীতা-লাগি পরাজিব যে কোন প্রকার॥
ইহা শুনি অন্য ভূপ হাসয়ে ঈষৎ।
ধর্ম্মশীল, সুচতুর, হরির ভকত॥

জানকীরে বিবাহিবে রাম,
গর্ব্বহীন করি নৃপগণে।
জিনিবারে কে পারে সংগ্রাম
দাশরথি দুর্ব্বার রণে॥

অনর্থক মরিও না বড়াই করিয়া।
কল্পনার মোয়া ক্ষুধা দিবে কি দূরিয়া?
অতি পূত শিক্ষা মোর শুনহ শ্রবণে।
সীতা স্বয়ং জগদম্বা জ্ঞান কর মনে॥

জগৎপিতা রঘুপতি অন্তরে বিচারি।
লোচন ভরিয়া ছবি লও হে নেহারি॥
সুন্দর সুখদ আর সর্ব্বগুণরাশি।
এই দুই ভ্রাতা শম্ভু-অন্তরবাসী॥

অমৃতের পারাবারে নিকটে বর্জ্জিয়া।
মরীচিকা দেখি কেন মরহ ধাইয়া?
কর গিয়া যার মনে আছে যেই ভাব।
আমিত করিনু আজি জন্মফল লাভ॥

হিন্দী

অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে।
রূপ অনূপ বিলোকন লাগে॥
দেখহিঁ সুর নভ চড়ে বিমানা।
বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা

জানি সুঅবসর সীয় তব
পঠঈ জনক বোলাই।
চতুর সখী সুন্দর সকল
সাদর চলী লেবাই॥

সিয়শোভা নহিঁ জাই বখানী।
জগদম্বিকা রূপ গুণ খানি॥
উপমা সকল মোহি লঘু লাগী।
প্রাকৃত নারী অঙ্গ অনুরাগী।

সীয় বরণি তেহি উপমা দেঈ।
কুকবি কহাই অযস কো লেঈ॥
জৌ পটতরিয় তীয় মহঁ সীয়া।
জগ অস যুবতী কহঁা কমনীয়া॥

গিরা মুখর তনুঅরধ ভবানী।
রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানি॥
বিষ বারুণী বন্ধুপ্রিয় জেহী।
কহিয় রমাসম কিমি বৈদেহী॥

বাঙ্গলা

হেন কহি সৎ নৃপগণ অনুরাগে।
অনুপম রামরূপ দেখিবারে লাগে॥
সুরগণ দেখে নভে চড়িয়া বিমান।
বরষয় পুষ্পরাশি করি কল গান॥

শুভযোগ জানিয়া জনক
পাঠালেন সীতারে ডাকিয়া।
সুন্দরী চতুরা সখিগণ
সমাদরে চলিল লইয়া॥

সীতার সৌন্দর্য্য সে-যে না যায় বর্ণন।
জগৎঅম্বিকা রূপগুণ-নিকেতন॥
উপমা যতেক মোরে লাগে লঘু বলি।
প্রাকৃত নারীর অঙ্গে প্রযুজ্য সকলি॥

সীতার বর্ণন করি সে উপমা দিয়া।
কে লইবে অপযশ কুকবি বলিয়া?
যার সহ তুলনায় তুলিব সীতারে।
সুন্দরী যুবতী হেন কোথা চরাচরে?

মুখরা ত সরস্বতী, অর্দ্ধাঙ্গী ভবানী।
রতি অতি দুঃখী—অঙ্গহীন পতি জানি॥
গরল মদিরা প্রিয় সহোদর যার।
সেই লক্ষ্মীসহ কিসে তুলনা সীতার?

হিন্দী	বাঙ্গলা
জৌঁ ছবি সুধা পয়োনিধি হোঈ।	সৌন্দর্য্যের যদি হয় সুধা-পয়োনিধি
পরম রূপ ময় কচ্ছপ সোঈ॥	তাহে হয় লাবণ্যের কচ্ছপ যদি॥
শোভা রজু মন্দরু সিঙ্গারূ।	শোভা রজ্জু হয় আর মন্দর শৃঙ্গার
মথই পাণিপঙ্কজ নিজ মারূ॥	মন্থেন যদি নিজ পদ্মহস্তে মার॥
এহি বিধি উপজই লচ্ছী	এইরূপে উপজয় যদি
জব সুন্দরতা সুখ মূল	লক্ষ্মী সুখ-সৌন্দর্য্যের মূল।
তদপি সকোচসমেত কবি	তথাপি সঙ্কোচ সহ কবি
কহহি সীয় সমতুল।	কবে তারে সীতা সমতুল॥
চলী সঙ্গ লই সখী সয়ানী।	চতুরা সখীরা তারে সঙ্গে ল'য়ে যায়
গাবতি গীত মনোহর বাণী॥	মনোহর বাণীময় সঙ্গীত গায়॥
সোহ নবলতনু সুন্দর সারী।	শোভিল তরুণ তনু সুন্দরীর সারি।
জগতজননী অতুলিত ছবি ভারী॥	জগতজননীছবি অতুলিত ভারী॥
ভূষণ সকল সুদেশ সুহায়ে।	ভূষণ সকল বরঅঙ্গে শোভা পায়।
অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন্হ বনায়ে॥	প্রতি অঙ্গ পরে যাহা সখীরা সাজায়॥
রঙ্গভূমি জব সিয় পগু ধারী।	রঙ্গভূমে যবে সীতা করে পদার্পণ।
দেখি রূপ মোহে নর-নারী॥	দেখি রূপ মুগ্ধ হয় নরনারীগণ॥
হরষি সুরন্হ দুন্দুভী বজাঈ।	হরষিয়া সুরগণ দুন্দুভি বাজায়।
বরষি প্রসূন অপছরা গাঈ॥	বরষিয়া ফুলদল অপ্সরা গায়॥
পাণি সরোজ সোহ জয়মালা।	করকমলেতে শোভা পায় জয়মাল।
অবচট চিতয়ে সকল ভূআলা॥	অতর্কিতে হেরে তিনি সকল ভূপাল॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
সীয় চকিত চিত রামহি চাহা।	সীতা চমকিত চিতে রামপানে চায়।
ভয়ে মোহবশ সব নরনাহা॥	হয় মোহবশ সব নরপতি তায়॥
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাই।	মুনির সমীপে নেহারিয়া দুই ভায়।
লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ॥	নিধি পেয়ে আঁখি লালসিয়া স্থির তায়॥
গুরুজন লাজ সমাজ বড় দেখি সীয় সকুচানি।	বিপুল সমাজে গুরুজনে হেরি লাজে সীতা সঙ্কুচিয়া।
লাগি বিলোকন সখিন্হ তন রঘুবীরহি উর আনি॥	সখিগণে করে বিলোকন রঘুবীরে অন্তরে আনিয়া॥
রামরূপ অরু সিয়ছবি দেখী।	হেরি রামরূপ, সীতা সৌন্দর্য্য অশেষ।
নরনারিন্হ পরিহরী নিমেখী।	নরনারীগণ পরিহরিয়া নিমেষ॥
সোঁচহি সকল কহত সকুচাহীঁ।	সবে চিন্তে মনে কিন্তু সঙ্কোচে কহিতে।
বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ	বিধিরে বিনয়ে মনে লাগিল যাচিতে॥
হরু বিধি বেগি জনকজড়তাঈ।	হে বিধি! জনক মোহ দূরি ত্বরা অতি।
মতি হমার অসি দেহি সুহাঈ॥	আমাদেরি মত তারে দাও গো সুমতি॥
বিনু বিচারি পণ ত্যজি নরনাহূ।	বিনা বিচারেতে, পণ ত্যজি নরনাথ।
সীয় রাম কর করই বিয়াহূ॥	সীতারে করুক বিবাহিত রামসাথ॥
জগ ভল কহিহি ভাব সব কাহূ।	জগৎ কহিবে ভাল—ইচ্ছা সবে করে।
হঠ কীন্হে অন্তহু উর দাহূ॥	জিদ্ যদি ধরে, ফলে দহিবে অন্তরে॥
এহি লালসা মগন সব লোগূ।	এই লালসায় মগ্ন রয় সর্ব্বজন।
বর সাঁবরো জানকী জোগূ॥	শ্যামল বরটী জানকীর যোগ্য হ'ন॥

হরধনুভ

হিন্দী

তব বন্দীজন জনক বোলায়ে।
বিরদাবলী কহত চলি আয়ে॥
কহ নৃপ জাই কহহু পণ মোরা।
চলে ভাট হিয় হরষ ন থোরা॥

বোলে বন্দী বচনবর
সুনহু সকল মহীপাল।
পন্থু বিদেহ কর কহহিঁ
হম ভুজা উঠাই বিশাল॥

নৃপ ভুজ বলু বিধু শিবধনু রাহু।
গরুঅ কঠোর বিদিত সব কাহু॥
রাবন বান মহাভট ভারে।
দেখি শরাসন গবহিঁ সিধারে।

সোই পুরারি কোদণ্ড কঠোরা।
রাজসমাজ আজু জেই তোরা॥
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী।
বিনহিঁ বিচার বরই হঠী তেহী॥

সুনি পণ সকল ভুপ অভিলাষে।
ভট মানি অতিশয় মন মাষে॥
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাই।
চলে ইষ্টদেবনহ শিরু নাই॥

বাঙ্গলা

তবে বন্দীজনগণে জনক ডাকান।
আসে তারা করিতে করিতে যশোগান॥
কহে নৃপ 'কহ গিয়া আমার সে পণ।'
চলে ভাট অন্তরেতে হর্ষ বিলক্ষণ॥

বলে বন্দীগণ সুবচন
"শুনহে সকল মহীপাল।
বিদেহ রাজের কহি পণ
উঠাইয়া ভুজ সুবিশাল॥

রাহু শিবধনু, বিধু-নৃপভুজবল।
গুরুভার সুকঠোর বিদিত সকল॥
রাবণ ও বাণ সম মহা যোদ্ধগণ।
দেখি শরাসন সবে ফিরিল ভবন।

পুরারির সেই সুকঠোর শরাসন।
যে রাজসমাজে আজ করিবে ভঞ্জন॥
ত্রিভুবন জয় সহ বিদেহ কোঙরী।
বরিবে নিশ্চয় তারে বিচার না করি॥

শুনি পণ অভিলাষে সকল ভূপতি।
বীর্য্যাভিমানীগণ উত্তেজিত অতি॥
আকুল হইয়া উঠে বাঁধি পরিকর।
ইষ্টদেবে নমি শির হয় অগ্রসর॥

হিন্দী

তমকি তাকি তকি শিবধনু ধরহীঁ
উঠই ন কোটি ভাঁতি বল করহীঁ
জিন্‌হ কে কছু বিচার মন মাহীঁ
চাপসমীপ মহীপ ন জাহীঁ ॥

তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ
উঠই ন চলহিঁ লজাই।
মনহুঁ পাই ভট-বাহু-বল
অধিক অধিক গরুআই ॥

ভূপ সহস দশ একহিঁ বারা।
লগে উঠাবন টরই ন টারা ॥
ডগই ন শম্ভুশরাসন কৈসে।
কামীবচন সতীমন জৈসে ॥

সব নৃপ ভয়ে যোগ উপহাসী।
জৈসে বিনু বিরাগ সন্যাসী ॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী।
চলে চাপকর সরবস হারি ॥

শ্রীহত ভয়ে হারি হিয় রাজা।
বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা ॥
নৃপন্‌হ বিলোকি জনক অকুলানে।
বোলে বচন রোষ জনু সানে ॥

বাঙ্গলা

মদগর্ব্বে দেখি শুনি শিবধনু ধরে।
উঠিল না বিবিধ উপায়ে বল ক'রে ॥
যাহাদের মনে কিছু ছিল বিবেচন।
ধনুপাশে নাহি যায় সে সব রাজন ॥

গর্ব্বে ধরে ধনু মূঢ় নৃপ
না উঠিতে ফিরে লাজভর।
বুঝি পেয়ে যোদ্ধ-বাহুবল
ধনু আরো হয় গুরুতর ॥

ভূপতি সহস্র দশ মিলি একবারে।
উঠাইতে গেল কিন্তু টলাইতে নারে ॥
তেমতি অটল রহে শম্ভুশরাসন।
কামীর বচনে যথা সতীনারী-মন ॥

উপহাস যোগ্য হয় নৃপেরা তেমতি।
বৈরাগ্য-বিহীন হয় সন্ন্যাসী যেমতি ॥
কীরতি বিজয় আর বীরপনা ভারী।
চলি গেল ধনুপাশে সরবস্ব হারি ॥

শ্রীহত হইয়া ভূপ হারিয়া অন্তরে।
বসে গিয়া নিজ নিজ সমাজ ভিতরে ॥
নৃপগণে হেরিয়া জনক আকুলিত।
বলেন বচন সব রোষ-বিজড়িত—

হিন্দী

দ্বীপ দ্বীপ কে ভূপতি নানা।
আয়ে সুনি হম জো পন ঠানা॥
দেব দনুজ ধরি মনুজশরীরা।
বিপুলবীর আয়ে রণধীরা॥

কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি
কীরতি অতি কমনীয়।
পাবনিহার বিরঞ্চি জনু
রচেউ ন ধনুদমনীয়॥

কহহু কাহি য়হ লাভ ন ভাবা।
কাহু ন শঙ্করচাপ চঢ়াবা॥
রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঈ।
তিল ভরি ভূমি ন সকে ছুড়াঈ।

অব জনি কোউ মাখই ভট মানী।
বীরবিহীন মহী মৈঁ জানি।
তজহু আশ নিজ নিজ গৃহ জাহু।
লিখা ন বিধি বৈদেহীবিবাহু॥

সুকৃত জাই জৌঁ পন পরিহরউঁ।
কুঅঁরি কুআঁরি রহউ কা করউঁ॥
জৌ জনতেউঁ বিনু ভট ভুই ভাঈ।
তৌ পণ করি হোতেউঁ ন হঁসাঈ॥

বাঙ্গলা

"দ্বীপ দ্বীপ হ'তে সব নরপতিগণ।
সমাগত শুনি আমি করেছি যে পণ॥
দেবতা দনুজ ধরি মনুজ-শরীর।
এসেছে বিপুল বীর সবে রণধীর॥

রম্যা বালা, বিপুল বিজয়
আর কীর্ত্তি অতি বিমোহন।
লভিবারে ধনুভাঙ্গি কারে
বুঝি ব্রহ্মা করেনি সৃজন॥

কহ কারে এই লাভ শ্রেয় না লাগিল।
শিবের ধনুতে কেন জ্যা না আরোপিল?
থাক ভাই জ্যারোপন অথবা ভঞ্জন।
তিলমাত্র ভূমি হ'তে নৈল উত্তোলন!

কেহ যেন নাহি রহে বীরত্বাভিমানী।
বুঝিলাম বীরশূন্যা হ'য়েছে মেদিনী॥
তেয়াগিয়া আশা নিজ নিজ গৃহে যাহ।
বিধাতা লিখেন নাই বৈদেহী-বিবাহ।

সুকৃতি যাইবে কৈলে পণ পরিহার।
কুমারী রহিবে কন্যা, কি করিব আর?
যদি জানিতাম বীরশূন্য এ ভুবন।
না হ'তাম হাস্যাস্পদ করিয়া এ পণ॥"

হিন্দী

জনকবচন সুনি সব নরনারী।
দেখি জানকিহি ভয়ে দুখারী॥
মাখে লখণ কুটিল ভই ভৌহেঁ
রদপুট ফরকত নয়ন রিসৌহেঁ

কহি ন সকত রঘুবীর ডর
লগে বচন জনু বাণ।
নাই রাম-পদকমল শির
বোলে গিরা প্রমাণ॥

রঘুবংশিন্‌হ মহঁ জহঁ কোউ হোঈ।
তেহি সমাজ অস কহই ন কোঈ।
কহী জনক জসি অনুচিত বানী।
বিদ্যমান রঘুকুলমণি জানি॥

সুনহু ভানুকুলপঙ্কজভানূ।
কহউঁ সুভাব ন কছু অভিমানূ॥
জৌঁ তুম্‌হার অনুশাসন পাবউঁ।
কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাবউঁ॥

কাঁচে ঘট জিমি ডারউঁ ফোরী।
সকউঁ মেরু মূলক ইব তোরী॥
তব প্রতাপমহিমা ভগবানা।
কা বাপুরো পিণাক পুরাণা॥

বাঙ্গলা

জনক বচন শুনি নরনারীগণ।
জানকীরে দেখি হয় দুঃখে নিমগন॥
কুটিল ভ্রূভঙ্গি করে ক্রুধিয়া লক্ষ্মণ।
ওষ্ঠপুট বিকম্পিত, কুপিত নয়ন॥

কহিবারে নারে রাম-ডরে
বচন লাগিছে যেন বাণ।
রাম-পাদপদ্মে নমি শির
কহে বাক্য যেমতি প্রমাণ॥

রঘুবংশীয় মাঝে যথা কেহ রহে।
সে সমাজে এইরূপ কেহ নাহি কহে॥
জনক যেরূপ কহে অনুচিত বাণী।
বিদ্যমান রঘুকুলমণি হেথা জানি॥

সূর্য্যকুল-পদ্ম-রবি! কর অবধান।
কহি স্বাভাবিক মাত্র—বিনা অভিমান॥
যদ্যপি আপনার অনুমতি পাই।
কন্দুকসম এই ব্রহ্মাণ্ড উঠাই॥

কাচের ঘটের মত ফেলিব চুরিয়া।
পারি মেরু মূলাসম ফেলিতে ভাঙ্গিয়া॥
তব প্রতাপের মহিমায় ভগবান।
কোথা লাগে তুচ্ছ এই পিণাক পুরাণ?

হিন্দী

নাথ জানি অস আয়সু হোউ।
কৌতুক করউঁ বিলোকিয় সোউ
কমলনাল জিমি চাপ চঢ়াবউঁ।
যোজন শত প্রমাণ লেঁ

তোরউঁ ছত্রক দণ্ড জিমি,
তব প্রতাপ বল নাথ।
জৌঁ ন করউঁ প্রভুপদ শপথ
কর ন ধরউঁ ধনু ভাথ॥

লষণ সকোপ বচন জব বোলে।
ডগমগানি মহি দিগ্‌গজ ডোলে॥
সকল লোক সব ভূপ ডেরানে।
সিয়হিয় হরষ জনক সকুচানে॥

গুরু রঘুপতি সব মুনি মন মাহীঁ।
মুদিত ভয়ে পুনি পুনি পুলকাহীঁ॥
সয়নহিঁ রঘুপতি লষণ নিবারে।
প্রেমসমেত নিকট বৈঠারে॥

বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানি।
বোলে অতি সনেহ ময় বাণী॥
উঠহু রাম ভঞ্জহু ভবচাপা।
মেটহু তাত জনক পরিতাপা॥

বাঙ্গলা

হে নাথ অনুজ্ঞা দাও, জানিয়া এমন।
কৌতুক করিব আমি, কর বিলোকন।
মৃণালের সম চাপে গুণ চড়াইব।
শতেক যোজনাবধি লইয়া ধাইব॥

ভাঙ্গিব ছত্রক দণ্ড সম,
তোমার প্রতাপ-বলে নাথ।
নারিলে শপথ প্রভুপদে,
না দিব ধনুক তূণে হাত॥

সকোপ বচন যবে লক্ষ্মণ বলিল।
ধরিত্রী কম্পিত হয়—দিগ্‌গজ দুলিল।
সর্ব্বলোক ও সকল নৃপতি ডরিল।
হরষিতা জানকী জনক সঙ্কুচিল॥

গুরু, রঘুপতি, সব মুনিরা অন্তরে।
প্রমুদিত—পুনঃ পুনঃ পুলক সঞ্চরে॥
ইঙ্গিতে রঘুপতি লক্ষ্মণে নিবারে।
নিকটেতে বসাইল প্রেম সহকারে॥

বিশ্বামিত্র মুনি তবে শুভ কাল জানি।
বলিলেন অতিশয় স্নেহময় বাণী॥
উঠহ হে রাম! ভঞ্জহ ভবচাপ।
মিটাও হে বৎস জনকের পরিতাপ॥

হিন্দী

সুনি গুরুবচন চরণ শির নাবা।
হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা॥
ঠাঢ় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে।
ঠবনি যুবা মৃগরাজ লজায়ে॥

উদিত উদয় গিরি মঞ্চ পর
রঘুবর বালপতঙ্গ।
বিকসে সন্তসরোজ সব
হরষে লোচনভৃঙ্গ॥

নৃপনহ কেরি আশা-নিশি নাসী।
বচন নখত অবলী ন প্রকাশী॥
মানী মহিপকুমুদ সকুচানে।
কপটী ভূপ উলূক লূকানে॥

ভয়ে বিশোক কোক মুনি দেবা।
বরষহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা॥
গুরুপদ বন্দি সহিত অনুরাগা।
রাম মুনিনহ সন আয়সু মাঁগা॥

সহজহি চলে সকল জগস্বামী।
মত্ত মঞ্জুবর কুঞ্জর গামী॥
চলত রাম সব পুরনরনারী।
পুলক পূরী তন ভয়ে সুখারী॥

বাঙ্গলা

শুনি গুরুবাক্য পদে শিরনত করে।
হর্ষ বিষাদ কিছু না হয় অন্তরে॥
উঠি দাঁড়াইল তবে সহজ সুভাবে।
যুবা মৃগরাজে লজ্জা দিয়া হাবভাবে॥

উদিত উদয়গিরি-মঞ্চে
রঘুবর বাল দিবাকর।
বিকশে সাধু-সরোজ সব
হরষিত লোচন-ভ্রমর॥

নৃপতিগণের আশা-নিশি হ'ল নাশ।
বাক্যরূপ তারাদল হয় অপ্রকাশ॥
মানী মহীপ-কুমুদ হ'ল সঙ্কুচিত।
কপটী ভূপ-পেচক হয় লুক্কায়িত॥

শোকহীন কোক-রূপী মুনিদেবগণ।
সেবা জানাইল করি পুষ্প বরিষণ॥
গুরুচরণ বন্দন করি অনুরাগে।
রাম মুনিসমূহের অনুমতি মাগে॥

সহজে চলেন সর্ব্ব জগতের স্বামী।
প্রমত্ত মঞ্জু বরকুঞ্জর গামী॥
রামের গমনে পুরনরনারীচয়।
পুলকে পূরিত তনু সুখান্বিত হয়॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
বন্দি পিতর সব সুকৃত সঁভারে।	বন্দি পিতৃগণে, স্মরে সুকৃতি সকল।
জৌ কছু পুণ্য প্রভাব হমারে॥	"যদি থাকে আমাদের কিছু পুণ্য ফল॥
তৌ শিবধনু মৃণাল কী নাঈ।	তবে এই শিবধনু মৃণাল যেমতি।
তোরহিঁ রামু গণেশ গোসাঈ॥	ভাঙ্গিবেন রামচন্দ্র—প্রভু গণপতি!"
রামহিঁ প্রেম সমেত লখি	রামে প্রেমভরে নিরখিয়া
সখিন্হ সমীপ বোলাই।	সখিগণে সমীপে আহ্বানি।
সীতামাতু সনেহবস	জানকী-জননী স্নেহবশে
বচন কহহি বিলখাই॥	কহিলেন দুঃখপূর্ণ বাণী॥
সখি সব কৌতুক দেখনিহারে।	"অয়ি সখি! সকলেই কৌতুক দেখয়।
জেউ কহাবত হিতু হমারে॥	যারা মোর হিতাকাঙ্ক্ষী দেয় পরিচয়॥
কোউ ন বুঝাই কহই নৃপ পাহীঁ।	কেহ নাহি নৃপতিরে বুঝাইয়া কয়।
এ বালক অস হঠ ভল নাহীঁ॥	বালক এ, হেন জিদ করা ভাল নয়॥
রাবণ বাণ ছুআ নহিঁ চাপা।	রাবণ ও বাণ নাহি স্পর্শে শরাসন।
হারে সকল ভূপ করি দাপা॥	দর্প করি হারি গেল যত ভূপগণ॥
সো ধনু রাজ কুঅঁর কর দেহীঁ।	সেই ধনু দেন রাজকুমারের করে!
বালমরাল কি মন্দর লেহীঁ॥	তরুণ মরাল কিগো মন্দর ধরে?
ভূপসয়ানপ সকল সিরানী।	ভূপতির বুদ্ধিমত্তা শেষ হ'ল সব।
সখি বিধিগতি কহি জাতি ন জানী॥	সখি! বিধিগতি নাহি হয় অনুভব॥"
বোলী চতুর সখী মৃদু বাণী।	বলিলা চতুরা এক সখী মৃদুবাণী।
তেজবন্ত লঘু গণিয় ন রাণী॥	"তেজবন্তে লঘু বলি না গণিও রাণি॥

হিন্দী

কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা।
সোখেউ সুযস সকল সংসারা
রবিমণ্ডল দেখহ লঘু লাগা।
উদয় তাসু ত্রিভুবন তম ভাগা॥

মন্ত্র পরমলঘু জাসু বশ
বিধি হরিহর সুর সর্ব।
মহা মত্ত গজরাজকহঁ
বস কর অঙ্কুশ খর্ব॥

কাম কুসুমধনুশায়ক লীন্হে।
সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে॥
দেবি তজিয় সংশয় অস জানী।
ভঞ্জব ধনুষু রাম সুনু রানী॥

সখীবচন সুনি ভই পরতীতী।
মিটা বিষাদ বঢ়ী অতিপ্রীতী॥
তব রামহিঁ বিলোকি বৈদেহী।
সভয় হৃদয় বিনবতি জেহি তেহী॥

মনহীঁ মন মনাব অকুলানী।
হোউ প্রসন্ন মহেশ ভবানী॥
করহু সুফল আপন সেবকাঈ।
করি হিত হরহু চাপগরুআঈ॥

বাঙ্গলা

কোথায় অগস্ত্য, কোথা সমুদ্র অপার।
শুষিয়া সুযশে ভরে সকল সংসার॥
রবিমণ্ডল দেখ লঘু মনে হয়।
উদয়ে তাহার বিশ্ব-তম দূর হয়

মন্ত্র লঘু অতি, করে বশ
সর্ব সুরে—বিধি হরিহরে।
কোথা মহামত্ত গজরাজ
ক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে॥

কাম ফুলধনুর্বান করিয়া গ্রহণ।
সারা বিশ্ব বশীভূত করিল আপন॥
দেবি! ত্যজ সংশয় এইরূপ জানি।
ধনু-ভঙ্গ করিবেন রাম, শুন রাণি॥"

সখীর বচন শুনি হইল প্রতীতি।
মিটিল বিষাদ, বাড়ে অতিশয় প্রীতি॥
তবে রামে বিলোকিয়া বিদেহ-কুমারী।
সভয় হৃদয়ে করে বিনতি সবারি॥

মনে মনে মানিলেন ব্যাকুল হইয়া।
হওহে প্রসন্ন মহেশ্বর ভবপ্রিয়া॥
করহ সফল সব সেবা দোঁহাকার।
করি হিত হরি লও চাপগুরুভার॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
গণনায়ক বরদায়ক দেবা।	হে গণনায়ক দেব বর দানকারী।
আজু লগে কীন্‌হেউঁ তব সেবা	অদ্যাবধি আমি সেবা ক'রেছি তোমারি ॥
বার বার সুনি বিনতী মোরী।	বার বার অনুনয় শুনিয়া আমার।
করহু চাপগুরুতা অতি থোরী ॥	অতি লঘু করি দাও চাপ-গুরুভার
দেখি দেখি রঘুবীর তন	দেখি দেখি রঘুবীর-তনু
সুর মানব ধরি ধীর।	দেবতা মানয় হ'য়ে ধীর
ভরে বিলোচন প্রেমজল	প্রেমজলে লোচন ভরিল
পুলকাবলী শরীর ॥	পুলকিত হইল শরীর।
নীকে নিরখি নয়ন ভরি শোভা।	ভালরূপে নিরখেন শোভা আঁখি ভরি।
পিতুপনু সুমিরি বহুরি মন ছোভা ॥	মনে বহু ক্ষোভ পুন পিতৃপণ স্মরি ॥
অহহ তাত দারুণ হঠ ঠানী।	হায়! তাত কৈল পণ নিদারুণ অতি।
সমুঝত নহিঁ কছু লাভু ন হানী ॥	বুঝিয়া না দেখি কিছু লাভ আর ক্ষতি ॥
সচিব সভয় সিখ দেই ন কোই।	শিক্ষা নাহি দেয় সব সচিব সভয়।
বুধসমাজ বড় অনুচিত হোঈ ॥	পণ্ডিত সমাজে বড় অনুচিত হয় ॥
কহঁ ধনু কুলিশহু চাহি কঠোরা।	কোথা ধনু কুলিশ অপেক্ষা কঠোর
কহঁ শ্যামল মৃদুগাত কিশোরা ॥	কোথায় শ্যামল মৃদুগাত্র কিশোর!
বিধি কেহি ভাঁতি ধরউঁ উর ধীরা।	হে বিধি কেমনে ধৈর্য্য ধরিব হিয়ায়।
সিরিস সুমন কন বেধিয় হীরা ॥	সিরিস-কুসুম-কণা বিঁধে কি হীরায়?
সকল সভা কৈ মতি ভই ভোরী।	সভাস্থ সকলেরই ভ্রষ্ট হল মতি।
অব মোহি শম্ভু চাপ গতি তোরী ॥	হরধনু এক্ষণে তুমি মোর গতি ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
নিজ জড়তা লোগন্হ পর ডারী।	নিজ ভার নিক্ষেপিয়া জনগণ প্রতি ;
হোহু হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী ॥	লঘু হও নিরীক্ষণ করি রঘুপতি ॥
অতি পরিতাপ সীয়মন মাহীঁ।	অতি পরিতাপপূর্ণ হয় সীতা-চিত।
লবনিমেষ জুগসম চলি জাহীঁ ॥	নিমেষ মাত্রও যুগসম অনুমিত ॥
প্রভুহি চিতই পুনি চিতই মহি	হেরি প্রভু, পুন হেরে মহী
রাজত লোচন লোল।	চঞ্চল নয়ন শোভা পায়।
খেলত মনসিজু মীন জুগ	খেলে কাম-মীনযুগ যেন
জনু বিধুমণ্ডল ডোল ॥	চন্দ্রমামণ্ডল দোলায় ॥
গিরাঅলিনি মুখপঙ্কজ রোকী।	বাক্য-অলি বদন-পঙ্কজে রুদ্ধ রয়।
প্রগট ন লাজনিশা অবলোকী ॥	লজ্জা-নিশা নিরখিয়া নাহি বাহিরয় ॥
লোচনজলু রহ লোচনকোণা।	নয়নের বারি রহে কোণে নয়নের।
জৈসে পরম কৃপণ কর সোণা ॥	স্বর্ণ যথা রহে করে মহা কৃপণের ॥
সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী।	অতি ব্যাকুলতা বুঝি, সঙ্কুচিতা হ'য়ে।
ধরি ধীরজ প্রতীতি উর আনী ॥	ধৈরয ধরিয়া আনে প্রতীতি হৃদয়ে ॥
তন মন বচন মোর পনু সাচা।	কায়মনোবাক্যে যদি সত্য মোর পণ।
রঘুপতি-পদসরোজ চিতু রাচা ॥	রঘুপতি চরণ-সরোজে রহে মন ॥
তৌ ভগবান সকল উরবাসী।	তবে ভগবান সর্ব্ব হৃদয়নিবাসী।
করিহহিঁ মোহি রঘুবর কৈ দাসী ॥	করিবেন-ই আমারে রঘুবর-দাসী ॥
জেহি কে জেহি পর সত্য সনেহু।	যাহার যাহার পরে প্রকৃত সনেহ।
সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহু ॥	তার সনে মিলিবে সে নাহিক সন্দেহ ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
প্রভুতন চিতই প্রেমপণ ঠানা।	প্রভু পানে চাহি সীতা করে প্রেমপণ।
কৃপানিধান রাম সব জানা॥	কৃপার নিধান রাম সব জ্ঞাত হ'ন॥
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসে।	সীতারে বিলোকি ধনু হেরয়ে কেমনি
চিতব গরুড় লঘু ব্যালহি জৈসে॥	হেরয়ে গরুড় ক্ষুদ্র সর্পেরে যেমনি॥
লষণ লখেউ রঘুবংশমণি তাকেউ হরকোদণ্ড।	লক্ষ্মণ হেরি রঘুবংশমণি নিরখেন হরের কোদণ্ড।
পুলকি গাত বোলে বচন চরণ চাঁপি ব্রহ্মণ্ড॥	পুলকিত দেহে কহে বাণী চরণেতে চাপিয়া ব্রহ্মাণ্ড॥
দিশিকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা।	"দিগ্‌গজ কূর্ম্ম নাগ বরাহ সকলে।
ধরহু ধরণি ধরি ধীর ন ডোলা॥	ধর ধরা ধৈর্য্য ধরি যেন নাহি দোলে।
রাম চহহিঁ শঙ্করধনু তোরা।	শ্রীরাম ভাঙ্গিতে চান হরধনু খান।
হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা॥	আমার আদেশ শুনি হও সাবধান॥
চাপসমীপ রাম জব আয়ে।	ধনুর সমীপে রাম যখন আসিল।
নরনারিন্‌হ সুর সুকৃত মনায়ে॥	নরনারীগণ দেবে সুকৃতি মানিল॥
সবকর সংশয় অরু অজ্ঞানু।	সবাকার সন্দেহ আর অজ্ঞান।
মন্দমহীপন্‌হ কর অভিমানু॥	মন্দ মহীপতিদের যত অভিমান॥
ভৃগুপতি কেরি গরবগরুআঈ।	গর্ব্ব বড়াই যত পরশুরামের।
সুর মুনিবরন্‌হকেরি কদরাঈ॥	কাতরতা চিত্তে সুরমুনিগণের॥
সিয় কর সোচ জনকপছিতাবা।	জানকীর শোক, জনকের পরিতাপ।
রাণিন্‌হ কর দারুণ দুখ দাবা॥	যতেক রাণীর নিদারুণ দুঃখ দাব॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
শম্ভুচাপ বড় বোহিত পাঈ।	হরধনুরূপ বড় জাহাজ পাইয়া।
চঢ়ে জাই সব সঙ্গ বনাঈ॥	সকলেতে একসঙ্গে চড়িল যাইয়া॥
রামবাহু বল সিন্ধু অপারূ।	রাম-বাহুবল কিন্তু সমুদ্র অপার।
চহত পার নহিঁ কোউ কনহারূ॥	পার হ'তে চায় নাহি কোন কর্ণধার॥
রাম বিলোকে লোগ সব	রাম বিলোকিল লোক সবে
চিত্রলিখে সে দেখি।	যেন তারা চিত্রেতে লিখিত।
চিতঈ সীয় কৃপায়তন	নেহারে সীতারে কৃপাধার
জানী বিকল বিশেখী॥	বিশেষ বিকল জানি চিত॥
দেখী বিপুল বিকল বৈদেহী।	নিরখিয়া বৈদেহীরে অতীব ব্যাকুল।
নিমিষ বিহাত কলপসম তেহী॥	নিমেষ যাপন তাঁর কল্পসমতুল॥
তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা।	তৃষান্বিত বারি বিনা যেই তনুত্যাগে।
মুয়ে করই কা সুধাতড়াগা॥	মরণান্তে করিবে কি সুধার তড়াগে?
কা বরষা জব কৃষি সুখানে।	বর্ষায় কি কাজ যবে কৃষি শুষ্ক হয়।
সময় চুকে পুনি কা পছিতানে॥	কাল গতে অনুতাপে কিবা ফলোদয়?
অস জিয় জানি জানকী দেখী।	অন্তরে এরূপ ভাবি জানকীরে দেখে।
প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিশেখী॥	বিশেষ পীরিতি দেখি পরভু পুলকে॥
গুরুহিঁ প্রণাম মনহিঁ মন কীন্হা।	শ্রীগুরুরে মনে মনে প্রণাম করিয়া।
অতিলাঘব উঠাই ধনু লীন্হা॥	অতি লঘুভাবে ধনু ল'ন উঠাইয়া॥
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ।	যখন উঠান যেন দামিনী বিকাশে।
পুনি নভ ধনু মণ্ডল সম ভয়উ॥	পুন ইন্দ্রধনুসম হইল আকাশে॥

হিন্দী

লেত চঢ়াবত খৈঞ্চত গাঢ়ে।
কাহু ন লখা দেখ সব ঠাঢ়ে॥
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা।
ভরেউ ভুবন ধ্বনি ঘোর কঠোরা॥

ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব
রবিবাজী তজি মারগু চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি
অহি কোল কূরম কলমলে॥

সুর অসুর মুনি কর কান দীন্‌হে
সকল বিকল বিচারহীঁ।
কোদণ্ড খণ্ডেউ রাম
তুলসী জয়তি বচন উচারহীঁ॥

শঙ্করচাপ জাহাজ
সাগর রঘুবর বাহুবল
বুড় সো সকল সমাজ চড়ে
জো প্রথমহিঁ মোহবশ॥

প্রভু দোউ চাপখণ্ড মহি ডারে।
দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে।
কৌশিকরূপ পয়োনিধি পাবন।
প্রেমবারি অবগাহ সুহাবন॥

বাঙ্গলা

ধনু নিল, গুণ দিল, দিল জোরে টান।
কেহ না দেখিল—হেরে সবে দণ্ড'মান॥
সেই ক্ষণে রাম মধ্য ধনুক ভাঙ্গিল।
শবদে কঠোর ঘোর ভুবন ভরিল॥

ভরে বিশ্ব ঘোর তীব্র রবে
সূর্য্য-অশ্ব মার্গ ত্যজি চলে।
দোলে মহী—গরজে দিগ্‌গজ
নাগ, কূর্ম্ম, বরাহ সকলে॥

সুরাসুর মুনিগণ সবে
কর্ণে হস্ত—বিকল বিচারে।
ধনুর্ভঙ্গ করিলেন রাম
জয়ধ্বনি তুলসী উচ্চারে॥

শঙ্করের ধনুক জাহাজ
সাগর রাঘব-বাহুবল।
পূর্ব্বে যারা চড়ে মোহবশে
মগ্ন হয় সেই সর্ব্বদল॥

প্রভু ধনুখণ্ড দুটী করে ভূপাতিত।
দেখিয়া সকল লোক হয় আনন্দিত॥
বিশ্বামিত্র যেন পয়োনিধি সুপাবন।
তাঁর প্রেমবারি সুগভীর সুশোভন॥

হিন্দী

রামরূপ রাকেশ নিহারী।
বঢ়ত বীচি পুলকাবলি ভারী॥
বাজে নভ গহগহে নিসানা।
দেববধূ নাচহিঁ করি গানা॥

ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীশা।
প্রভুহিঁ প্রশংসহিঁ দেহিঁ অশীসা॥
বরষহিঁ সুমন রঙ্গ বহু মালা।
গাবহিঁ কিন্নর গীত রসালা॥

রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী।
ধনুষভঙ্গধ্বনি জাত ন জানী॥
মুদিত কহহিঁ জহঁ তহঁ নরনারী।
ভঞ্জেউ রাম শম্ভুধনু ভারী॥

বন্দী মাগধ সূতগণ
বিরদ বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব
হয় গয় মণি ধন চীর॥

ঝাঁঝি মৃদঙ্গ শঙ্খ সহনাঈ।
ভেরি ঢোল দুন্দুভী সুহাঈ॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহায়ে।
জহঁ তহঁ যুবতিন্হ মঙ্গল গায়ে॥

বাঙ্গলা

রামরূপ পূর্ণচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
পুলক-তরঙ্গমালা হইল বর্দ্ধন॥
অন্তরীক্ষে দুন্দুভি বাজয়ে সঘন।
গান করি নৃত্য করে দেববধূগণ॥

ব্রহ্মা আদি সুর আর সিদ্ধ মুনীশ।
প্রভুর প্রশংসা করি দানিল আশিস
বরষণ করে বহু রঙ্গ ফুলমাল।
গাহিল কিন্নরগণ সঙ্গীত রসাল॥

ভুবন ভরিয়া রয় জয় জয় বাণী।
শুনা নাহি যায় তাহে ধনুর্ভঙ্গধ্বনি॥
আনন্দিত কহে যথা তথা নরনারী।
রামচন্দ্র ভাঙ্গিলেন হরধনু ভারী॥

সুধীর মাগধ বন্দী সুত
সবে মিলি করে যশোগান।
সর্ব্বলোক অশ্ব গজ আদি
ধনরত্ন বস্ত্র করে দান॥

ঝাঁঝর মৃদঙ্গ শঙ্খ সানাই নিকরে।
ভেরী ঢোল দুন্দুভি কিবা শোভা ধরে!
বাজিছে বাজনা বহু পরম সুন্দর।
যথা তথা যুবতীরা গাহে শুভকর॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
সখিন্‌হ সহিত হরষীঁ সব রাণী।	সখীসহ হরষিত হয় সব রাণী।
সুখত ধানু পরা জনু পানী ॥	শুষ্কপ্রায় ধান্যে যেন পড়িয়াছে পানি।
জনক লহেউ সুখ শোচ বিহাঈ।	জনক লভিল সুখ শোক দূরে যায়।
পৈরত থকে থাহ জনু পাঈ ॥	সাঁতারিয়া শ্রান্ত জন যথা থই পায় ॥
শ্রীহত ভয়ে ভূপ ধনু টূটে।	ধনুর্ভঙ্গে ভূপগণ হইল শ্রীহীন।
জৈসে দিবস দীপছবি ছূটে ॥	দিবাগমে দীপশোভা যেমতি বিলীন।
সীয়সুখহি বরনিয় কেহি ভাঁতি।	সীতাসুখ কি প্রকারে করিব বর্ণন।
জনু চাতকী পাই জলুস্বাতী ॥	স্বাতীজল পেয়ে হয় চাতকী যেমন ॥
রামহি লখনু বিলোকত কৈসে।	লক্ষ্মণ রামকে দেখে, ইহার উপমা।
শশিহি চকোরকিশোরেকু জৈসে ॥	কিশোর চকোর যথা নিরখে চন্দ্রমা ॥

সীতার স্বয়ংবর

হিন্দী

সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা।
সীতা গমন রাম পহিঁ কীন্হা॥

সঙ্গ সখী সুন্দর চতুর
গাবহিঁ মঙ্গলচার।
গবনি বালমরাল গতি
সুখমা অঙ্গ অপার॥

সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসী।
ছবিগণ মধ্য মহাছবি জৈসী॥
করসরোজ জয়মাল সুহাঈ।
বিশ্ববিজয় শোভা জনু ছাঈ॥

তন সকোচ মন পরম উছাহূ।
গূঢ়প্রেম লখি পরই ন কাহূ॥
জাই সমীপ রামছবি দেখী।
রহি জনু কুঅঁরি চিত্রঅবরেখী॥

চতুর সখী লখি কহা বুঝাঈ।
পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ॥
সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ।
প্রেমবিবশ পহিরাই ন জাঈ॥

বাঙ্গলা

সতানন্দ তবে করিলেন আজ্ঞা দান।
সীতাদেবী রামচন্দ্র নিকটেতে যান॥

সঙ্গে সখী সুন্দরী চতুরা
গান করে মঙ্গল আচার।
চলয়ে বাল-মরাল-গতি
অঙ্গেতে সুষমা অপার॥

সখিগণ মধ্যে সীতা শোভয়ে তেমন।
বহুছবি মধ্যে মহাছবিটি যেমন॥
করকমলেতে জয়মাল্য শোভা পায়।
বিশ্ববিজয় শোভা যেন তাঁরে ছায়॥

তনুতে সঙ্কোচ—মহা উৎসাহ চিতে।
গূঢ়প্রেম কেহ নাহি পারে বিলোকিতে॥
সমীপে যাইয়া রাম-সৌন্দর্য্য নিরখি।
কুমারী রহিল, যেন চিত্রে রাখে আঁকি॥

বিলোকি চতুরা সখী কহে বুঝাইয়া।
'সুন্দর জয়মাল্য দাও পরাইয়া॥'
শুনিয়া যুগল করে মাল্য উঠাইল।
প্রেমেতে বিবশা হয়ে পরাতে নারিল॥

হিন্দী

সোহত জনু যুগজলজ সনালা।
শশিহি সভীত দেত জয়মালা॥
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী।
সিয় জয়মাল রামউর মেলী॥

রঘুবরউর জয়মাল দেখি
দেব বরষহিঁ সুমন।
সকুচে সকল ভুআল জনু
বিলোকি রবি কুমুদগণ

পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে।
খল ভয়ে মলিন সাধু সব রাজে॥
সুর কিন্নর নর নাগ মুনীশা।
জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অশীসা॥

নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধবধূটী।
বার বার কুসুমাবলী ছুটী॥
জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধুনি করহীঁ।
বন্দী বিরদাবলী উচ্চারহীঁ॥

মহি পাতাল নাক জসু ব্যাপা।
রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা॥
করহিঁ আরতী পুর নর নারী।
দেহীঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী॥

বাঙ্গলা

কর দুটী যেন যুগ্ম কমল সনাল।
সভয়ে কুমুদনাথে দেয় জয়মাল॥
সখীরা হেরিয়া শোভা গাহিতে লাগিল
সীতা জয়মাল্য যবে রামবক্ষে দিল॥

রামবক্ষে জয়মাল্য দেখি
বরষে কুসুম দেবগণে।
সঙ্কুচিত নৃপগণ যথা
কুমুদিনী রবি দরশনে

নগরে ও অম্বরে বাজনা বাজিল।
মলিন হইল খল, সাধু হরষিল।
সুর কিন্নর নর নাগ ও মুনীশ॥
জয় জয় কহি সবে দানিল আশিস

নৃত্য করে গাহে গান দেববধূগণ।
বারম্বার পুষ্পাবলি করি বরিষণ॥
যাঁহা তাঁহা বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
বন্দীগণ কীর্ত্তিগাথা করে উচ্চারণ॥

স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে সুযশ ব্যাপিল।
ধনুর্ভঙ্গ করি রাম সীতা বিবাহিল॥
করিল আরতি পুর নরনারীগণ।
কৈল দান—নিজ বিত্ত হয়ে বিস্মরণ

হিন্দী

সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী।
ছবি শৃঙ্গার মনহুঁ এক ঠোরী॥
সখী কহহীঁ প্রভুপদ গহু সীতা।
করত ন চরণপরশ অতিভীতা॥

গৌতম তিয় গতি সুরতি করি
নহিঁ পরশতি পগ পাণি।
মন বিহঁসে রঘুবংশমণি
প্রীতি অলৌকিক জানি॥

বাঙ্গলা

সীতারাম দোঁহাকার যুগল শোভিল।
সৌন্দর্য্যের সনে যেন শৃঙ্গার মিলিল॥
সখী কহে প্রভুপদ ধর অয়ি সীতা।
পদ পরশিতে নারে হয়ে অতি ভীতা॥

অহল্যার অবস্থা স্মরিয়া
পদস্পর্শ নাহি করে পাণি।
মনে হাসে রঘুবংশমণি
পীরিতি অলৌকিক জানি॥

* * * *

অযোধ্যায় নিমন্ত্রণ

হিন্দী

সুখ বিদেহ কর বরণি ন জাঈ।
জনমদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাঈ॥
বিগতত্রাস ভই সীয় সুখারী।
জনু বিধু উদয় চকোরকুমারী

জনক কীন্হ কৌশিকহি প্রণামা।
প্রভুপ্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা॥
মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাঈ।
অব জো উচিত সো কহিয় গোসাঈঁ॥

কহ মুনি সুনু নরনাথ প্রবীণা।
রহা বিবাহ চাপ আধীনা॥
টূটতহী ধনু ভয়উ বিবাহূ।
সুর নর নাগ বিদিত সব কাহূ॥

তদপি জাই তুম্হ করহু
অব যথা বংশ ব্যবহারু।
বূঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুরু
বেদবিদিত আচারু॥

দূত অবধপুর পঠবহু জাঈ।
আনহিঁ নৃপ দশরথহি বোলাঈ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহি কৃপালা।
পঠয়ে দূত বোলি তেহি কালা॥

বাঙ্গলা

জনকের যত সুখ বর্ণন না যায়।
আজন্ম দরিদ্র যেন সম্পদ পায়॥
বিগতত্রাস হয় সীতা সুখান্বিতা।
বিধুর উদয়ে যথা চকোর দুহিতা।

জনক কৌশিকে ক'ন করিয়া প্রণাম।
প্রভুর প্রসাদে ধনু ভাঙ্গিলেক রাম॥
মোরে কৃতকৃত্য করিলেন দুই ভাই।
এক্ষণে যা উচিত তা কহগো গোঁসাই॥

কহে মুনি শুন ওহে নৃপতি প্রবীণ।
বিবাহ আছিল মাত্র ধনুর অধীন॥
ধনুর্ভঙ্গ মাত্রে হইয়াছে পরিণয়।
সুর নর নাগ সবে বিদিত এ হয়॥

তথাপি এক্ষণে গিয়া তুমি
কর যথা কুল ব্যবহার।
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুরু
যথা বেদবিহিত আচার॥

অযোধ্যাপুরীতে দূতে যাইয়া পাঠান।
দশরথ নৃপতিরে করুন আহ্বান॥
আনন্দিত রাজা কহে "ভালহে কৃপাল"
ডাকিয়া দূতেরে পাঠাইল তৎকাল॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
বহুরি মহাজন সকল বোলায়ে।	পুন মহাজন সবে ডাকিয়া পাঠায়।
আই সবন্হি সাদর শিরু নায়ে ॥	আসি সবে রহে শ্রদ্ধা-আনত মাথায় ॥
হাট বাট মন্দির সুরবাসা।	"হাট বাট মন্দির আর দেবালয়।
নগর সবাঁরহু চারিহু পাশা।	নগরের চারিপাশ কর শোভাময় ॥"
* *	* *
রচে রুচির বর বন্দনবারে।	রচি দিল মনোহর উত্তম তোরণ।
মনহুঁ মনোভব ফন্দ সবাঁরে ॥	যেন ফাঁদ সাজাইয়া রাখিল মদন ॥
মঙ্গল কলস অনেক বনায়ে।	মঙ্গল কলস বহুসংখ্যক রচয়।
ধ্বজপতাক পট চঁবর সুহায়ে ॥	ধ্বজা ও পতাকা পট চামর শোভয় ॥
দীপ মনোহর মণিময় নানা।	মনোহর দীপ মণিজড়িত নানান।
জাই ন বরণি বিচিত্র বিতানা ॥	বর্ণন না যায় সব বিচিত্র বিতান ॥
জেহি মণ্ডপ দুলহিনি বৈদেহী।	যে মণ্ডপে কন্যা নিজে বিদেহকুমারী।
সো বরণই অসি মতি কবি কেহী।	হেন কবি কে, বর্ণন করিবেক তারি ?
দূলহ রামু রূপ গুণসাগর।	যথা বর রাম রূপগুণের সাগর।
সো বিতান তিহুঁ লোক উজাগর ॥	সে বিতান তিন লোক সমুজ্জ্বলকর ॥
জনকভবন কৈ শোভা জৈসী।	জনকের ভবনের সুষমা যেমন।
গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিয় তৈসী ॥	নগরের প্রতি গৃহ শোভয় তেমন ॥
জেই তিরহুতি তেহি সময় নিহারী।	ত্রিহুত সে কালে যেই কৈল নিরীক্ষণ।
তেহি লঘু লাগ ভুবন দশচারী ॥	তাহারে লাগিল তুচ্ছ চৌদশ ভুবন ॥
জো সম্পদা নীচগৃহ সোহা।	যে সম্পদ নীচগৃহে আছিল শোভিত।
সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা ॥	বিলোকি তা সুরনাথ হয়েন মোহিত।

হিন্দী	বাঙ্গলা
বসই নগর জেহি লচ্ছি করি কপট নারিবর বেষু। তেহি পুর কৈ শোভা কহত সকুচহিঁ সারদ শেষু॥	যে নগরে লক্ষ্মী করে বাস ধরি বরনারী ছদ্মবেশ। সে পুরীর শোভা বরণিতে সঙ্কোচে সারদা নাগশেষ॥
পহুঁচে দূত রামপুর পাবন। হরষে নগর বিলোকি সুবাহন॥ ভূপদ্বার তিন্হ খবর জনাঈ। দশরথ নৃপ সুনি লিয়ে বোলাঈ॥	রামের পবিত্র পুরে দূত পঁহুছিল। সুশোভন সে নগর হেরি হরষিল॥ ভূপদ্বারে যাইয়া সে সংবাদ জানায়। দশরথ নৃপ শুনি তাহারে ডাকায়॥
করি প্রণাম তিন্হ পাতী দীন্হী। মুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী॥ বারি বিলোচন বাঁচত পাতী। পুলক গাত আই ভরি ছাতী॥	প্রণাম করিয়া দূত পত্রিকাটী দিল। প্রসন্ন মহীপ নিজে উঠিয়া লইল॥ লিপিপাঠে যায় নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া। পুলকিত গাত্র, বক্ষ উঠিল ভরিয়া॥
রাম লষণ উর কর বর চীঠী। রহি গয়ে কহত ন খাটী মীঠী॥ পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী। হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী॥	হৃদে রাম লক্ষ্মণ, শ্রেষ্ঠপত্র করে। স্তব্ধ র'ন—ভাল মন্দ বচন না সরে॥ পুন ধৈর্য্য ধরি পত্র করেন পঠন। সত্য বার্ত্তা শুনি হৃষ্ট সভাসদগণ॥
খেলত রহে তহাঁ সুধি পাঈ। আয়ে ভরত সহিত হিত ভাঈ॥ পূছত অতিসনেহ সকুচাঈ। তাত কহাঁ তেঁ পাতী আঈ॥	ক্রীড়ায় নিরত ছিল পাইয়া বারতা। ভরত শত্রুঘ্ন ভ্রাতাসহ আসে তথা॥ সসম্ভ্রমে অতি প্রেম ভরে জিজ্ঞাসিল। 'কহ তাত! কোথা হ'তে পত্রিকা আসিল

হিন্দী

কুশল প্রাণপ্রিয় বন্ধু দোউ
অহহিঁ কহহু কেহি দেশ।
সুনি সনেহসানে বচন
বাঁচী বহুরি নরেশ ॥

সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা।
অধিক সনেহ সমাত ন গাতা ॥
প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী।
সকল সভা সুখ লহেউ বিশেখী ॥

তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে।
মধুর মনোহর বচন উচারে ॥
ভৈয়া কহহু কুশল দোউ বারে।
তুম্হ নীকে নিজ নয়ন নিহারে ॥

শ্যামল গৌর ধরে ধনুভাথা।
বয় কিশোর কৌশিকমুনি সাথা ॥
পহিচানহু তুম্হ কহহু সুভাউ।
প্রেমবিবশ পুনি পুনি কহ রাউ ॥

জা দিন তেঁ মুনি গয়ে লেবাঈ।
তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঈ ॥
কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে।
সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে ॥

বাঙ্গলা

প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা দুইজন
কুশলেতে আছে কোন দেশ ?”
শুনি সেই সস্নেহ বচন
পুন পত্র পড়িল নরেশ ॥

শুনি পত্র পুলকিত হয় ভ্রাতৃদ্বয়।
অত্যন্ত আনন্দ অঙ্গে নাহি সম্বরয় ॥
ভরতের পূতপ্রীতি করি নিরীক্ষণ।
বড় সুখী হ’ন যত সভাসদগণ ॥

তবে নরপতি দূতে নিকটে বৈঠায়।
কহিলেন সুমধুর সুন্দর ভাষায় ॥
“কহ ভাই, বাছা দুটী আছেত কুশলে।
নিজ চক্ষে দেখেছত থাকিতে মঙ্গলে ?

শ্যামল গৌরাঙ্গ দোঁহে ধরে ধনু তূণী।
বয়সে কিশোর সঙ্গে কৌশিক মুনি ॥
চিনিয়াছ যদি তুমি কহত স্বভাব।”
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদ্‌গদ ভাব ॥

“লয়ে গেছে যেই দিন হ’তে মুনিবর,
সে হ’তে আজিকে পাই সঠিক খবর।
কহহে জনকরাজ কেমনে চিনিল।”
শুনি প্রিয়বাণী দূত ঈষৎ হাসিল ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
সুনহু মহীপতি মুকুটমণি	"শুনহে মহীপ-মুকুট-মণি
তুম্হ সম ধন্য ন কোউ।	তোমা সম ধন্য নহে কেহ।
রাম লষণ জিন্হ কে তনয়	রাম লক্ষ্মণ সুত যাঁর
বিশ্ববিভূষণ দোউ॥	বিশ্ববিভূষণ দোঁহ॥
পূছন জোগ ন তনয় তুম্হারে।	জিজ্ঞাসার যোগ্য নয় তোমার সন্তান।
পুরুষসিংহ তিহুঁ পুর উজিয়ারে॥	ত্রিলোক উজ্জ্বলকারী পুরুষ প্রধান॥
জিন কে যশ প্রতাপ কে আগে।	যাঁহাদের যশ আর প্রতাপের আগে।
শশি মলীন রবি শীতল লাগে॥	শশাঙ্ক মলিন—রবি সুশীতল লাগে॥
তিন্হ কহঁ কহিয় নাথ কিমি চীন্হে।	জিজ্ঞাস তাদের, নাথ! চিনিনু কি ক'রে
দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে॥	দেখিতে কি হয় রবি দীপ ল'য়ে করে?
সীয়স্বয়ম্বর ভূপ অনেকা।	সীতা স্বয়ংবরে ভূপ আইল অনেক।
সিমিটে সুভট এক তেঁ একা॥	বড় যোদ্ধা সবে তারা এক হতে এক॥
শম্ভুশরাসন কাহু ন টারা।	কেহ না টলাতে পারে শম্ভু-শরাসন।
হারে সকল বীর বরিয়ারা॥	হেরে গেল যত সব মহাবীরগণ॥
তীনি লোক মহঁ জে ভট মানী।	ত্রিলোক-মাঝারে যত মানী যোদ্ধা ছিল
সব কৈ শকতি শম্ভুধনু ভানী॥	সবাকার শক্তি হরধনু ভাঙ্গি দিল॥
সকই উঠাই সুরাসুর মেরূ।	সুরাসুর যারা মেরু উঠাইতে পারে।
সোউ হিয় হারে গয়েউ করি ফেরূ॥	তাহারাও হেরে গিয়ে ফেরি দিয়ে ফেরে।
জেই কৌতুক শিবশৈল উঠাবা।	যে জন কৌতুকে শিব-শৈল উঠায়।
সৌউ তেহি সভা পরাভব পাবা॥	তাহারাও পরাভূত হৈল সে সভায়॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
তহাঁ রাম রঘুবংশমণি সুনিয় মহামহিপাল। ভঞ্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু জিমি গজ পঙ্কজনাল॥	তথা রাম রঘুবংশমণি, শুন ওহে মহামহীপাল! ভাঙ্গে ধনু বিনা প্রয়াসেতে গজ যথা পঙ্কজ-মৃণাল॥
সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু আয়ে। বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখায়ে॥ দেখি রামবলু নিজ ধনু দীন্হা। করি বহু বিনয় গবন বন কীন্হা॥	আসেন পরশুরাম শুনি রোষভরে। চ'খ রাঙ্গালেন তিনি বহুল প্রকারে॥ রামবল দেখি দিল নিজ শরাসন। বিনয় করিয়া বহু যাইলেন বন॥
রাজন রাম অতুলবল জৈসে। তেজনিধান লষণু পুনি তৈসে॥ কম্পহিঁ ভুপ বিলোকত জা কে। জিমি গজ হরিকিশোর কে তাকে॥	রাজন! শ্রীরাম মহা বলিষ্ঠ যেমন। বিক্রম-নিধান পুন লক্ষ্মণ তেমন॥ কম্পে ভূপগণ যাঁরে করি দরশন। সিংহশিশু হেরি গজ কম্পিত যেমন॥
দেব দেখি তব বালক দোউ। অব ন আঁখি তর আবত কোউ॥ দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী। প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী॥	হে দেব! দেখিয়া তব বালক দুজন। আর নাহি নয়নেতে লাগে কোন জন॥" অতি প্রিয় লাগে কথা দূতের কথিত। প্রেম-পরতাপ-বীররসেতে মথিত॥
সভাসমেত রাউ অনুরাগে। দূতন্হ দেন নিছাবরি লাগে॥ কহি অনীতি তে মূদহিঁ কানা। ধরমু বিচারি সবহি সুখ মানা॥	রাজা অনুরাগে—সহ সভাসদগণ। দূতে দিতে সমুদ্যত উপঢৌকন॥ "অনীতি" বলিয়া সেহ ঢাকিলেক কাণ॥ ধরম বিচারি সবে হ'ন হর্ষমান॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
তব উঠি ভূপ বশিষ্ঠ কহঁ দীন্হি পত্রিকা জাই। কথা সুনাঈ গুরুহি সব সাদর দূত বোলাই ॥	তবে ভূপ বশিষ্ঠ-সমীপে উঠি গিয়া পত্রখানি দিয়া। সব কথা শুনায় গুরুরে সমাদরে দূতেরে ডাকিয়া ॥
সুনি বোলে গুরু অতি সুখ পাঈ। পুণ্যপুরুষ কহঁ মহি সুখ ছাঈ ॥ জিমি সরিতা সাগর মহঁ জাহীঁ। যদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ ॥	শুনিয়া কহেন গুরু অতি সুখ পেয়ে। পুণ্যাত্মার লাগি পৃথ্বী সুখে থাকে ছেয়ে ॥ যেই মত নদী সব মিলয়ে সাগরে। যদিও তাহার লাগি কামনা না করে ॥
তিমি সুখ সম্পতি বিনহিঁ বোলায়ে। ধরমশীল পহিঁ জাহিঁ সুভায়ে ॥ তুম্হ গুরু বিপ্র ধেনু সুর সেবী। তসি পুনীত কৌশল্যা দেবী ॥	তেমনি সম্পদ সুখ অযাচিত ভাবে। ধর্ম্মশীল পাশে যায় স্বাভাবিকভাবে ॥ তুমি দেব গুরু আর গোব্রাহ্মণ-সেবী। তেমতি পবিত্রা হ'ন কৌশল্যা দেবী ॥
সুকৃতী তুম্হ সমান জগ মাহীঁ। ভয়েউ ন হৈ কোউ হোনউ নাহীঁ ॥ তুম্হ তেঁ অধিক পুণ্য বড় কা কে। রাজন রাম সরিস সুত জা কে ॥	তোমাসম পুণ্যবান জগত-মাঝার। হয় নাই, কেহ নাই, হবে নাক আর ॥ তোমাপেক্ষা বেশী পুণ্য আছয়ে কাহার হে রাজন! রাম হেন তনয় যাঁহার ?
বীর বিনীত ধরমব্রতধারী। গুণসাগর বর বালক চারী ॥ তুম্হ কহঁ সর্বকাল কল্যাণা। সজহু বরাত বজাই নিসানা ॥	বীর ও বিনয়যুত, ধর্ম্মব্রতধারী। গুণের সাগর হয় পুত্রবর চারি ॥ তোমার কল্যাণ হবে সকল সময়ে। সাজাও হে বরযাত্রী দুন্দুভি বাজায়ে ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
চলহু বেগি সুনি গুরুবচন ভলেহি নাথ শিরু নাই ভূপতি গবনে ভবন তব দূতন্হ বাসু দেবাই।	"চল ত্বরা" গুরু আজ্ঞা শুনি— "ভাল নাথ" নতশিরে বলি। দূতগণে দেয়ায়ে আবাস, ভূপতি ভবনে গেল চলি॥
রাজা সব রনিবাস বোলাঈ জনকপত্রিকা বাঁচি সুনাঈ॥ সুনি সন্দেশ সকল হরষানী অপর কথা সব ভুপ বখানী॥	রাজা সব রাণীগণে করি আহ্বান। জনকের পত্রিকা পড়ায়ে শুনান॥ শুনিয়া বারতা সবে হরষিত হ'ন। অপর সকল কথা নরপতি ক'ন॥
প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ রাণী। মনহুঁ শিখিনি সুনি বারিদবাণী॥ মুদিত অশীস দেহিঁ গুরুনারী। অতি আনন্দ মগন মহতারী॥	প্রেমোৎফুল্লা হ'য়ে শোভে যত রাণীগণ। যেমতি ময়ূরী শুনি মেঘের গর্জ্জন॥ আশীর্ব্বাদ দিলা হৃষ্টা গুরুপত্নীগণ। মাতৃগণ হ'ন অতি আনন্দে মগন॥
লেহিঁ পরসপর অতিপ্রিয় পাতী। হৃদয় লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী॥ রাম লষণ কৈ কীরতি করণী। বারহিঁ বার ভূপবর বরণী॥	অতিপ্রিয় লিপিখানি ল'য়ে পরস্পর। বক্ষঃস্থলে রক্ষা করি জুড়ায় অন্তর॥ রাম আর লক্ষ্মণের কীরতি করণ। বারম্বার ভূপবর করেন বর্ণন॥
মুনিপ্রসাদ কহি দ্বার সিধায়ে। রানিন্হ তব মহিদেব বোলায়ে॥ দিয়ে দান আনন্দ সমেতা। চলে বিপ্রবর আশিস দেতা॥	"মুনির প্রসাদ" কহি দ্বারদেশে যান রাণীরা করেন তবে ব্রাহ্মণে আহ্বান॥ আনন্দিতা হ'য়ে সবে করিলেন দান। আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে বিপ্রবর যান।

হিন্দী

যাচক লিয়ে হঁকারি দীন্হি
নিছাবরি কোটি বিধি
চিরজীবহু সুত চারি
চক্রবর্তি দশরথ কে।

কহত চলে পহিরে পট নানা।
হরষি হনে গহগহে নিসানা॥
সমাচার সব লোগন্হ পায়ে।
লাগে ঘর ঘর হোন বধায়ে॥

ভুবন চারি দশ ভরউ উছাহূ।
জনকসুতা রঘুবীর বিবাহূ॥
সুনি শুভকথা লোগ অনুরাগে।
মগ গৃহ গলী সবঁারন লাগে॥

যদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি।
রামপুরী মঙ্গলময় পাবনি॥
তদপি প্রীতি কৈ রীতি সুহাঈ।
মঙ্গলরচনা রচী বনাঈ॥

বাঙ্গলা

ডাকাইয়া যাচকগণেরে
দিলা দান কোটি বিধির।
"চিরঞ্জীব হ'ক চারি সুত
দশরথ চক্রবর্ত্তীর॥"

কহিতে কহিতে চলে পরি নানা বাসে
অতি জোরে বাজাইয়া নাগারা উল্লাসে।
সমাচার পায় তবে যত লোক সব।
ঘরে ঘরে হইবারে লাগিল উৎসব॥

চৌদশ ভুবন হয় উৎসবময়।
রামচন্দ্র জানকীর হবে পরিণয়॥
শুনি শুভবার্ত্তা সর্ব্বলোক অনুরাগে।
পথবাট নিকেতন সাজাইতে লাগে॥

যদিও অযোধ্যা সদা সুশোভিত রয়।
রামপুরী সুপবিত্র মঙ্গলময়॥
তথাপি প্রীতির চারু রীতি অনুসার।
মঙ্গল রচনা সব হইল তৈয়ার॥

* * * *

বরযাত্রা

হিন্দী

ভূপ ভরত পুনি লিয়ে বোলাঈ।
হয় গয় স্যন্দন সাজহু জাঈ॥
চলহু বেগি রঘুবীর বরাতা।
সুনত পুলক পূরে দোউ ভ্রাতা॥

ভরত সকল সাহনী বোলায়ে।
আয়সু দীন্হ মুদিত উঠি ধায়ে॥
রচি রুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে।
বরণ বরণ বরবাজি বিরাজে॥

*　　*

কোটিন্হ কাবঁরি চলে কহারা।
বিবিধ বস্তু কো বরণই পারা॥
চলে সকল সেবক সমুদাঈ।
নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ॥

সব কে উর নির্ভর হরষু
পূরীত পুলক শরীর।
কবহি দেখিহৈঁ নয়ন ভরি
রামু লষণু দোউ বীর॥

গরজহিঁ গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোরা।
রথরব বাজি হিহিঁস চহুঁ ওরা॥
নিদরি ঘনহিঁ ঘুম্মরহিঁ নিসানা।
নিজ পরাই কছু সুনিয় ন কানা॥

*　　*

বাঙ্গলা

ভরতে পুনশ্চ ভূপ আনি ডাকাইয়া।
কহে "অশ্ব রথ গজ সাজাও যাইয়া॥
চলহ ত্বরায় বরযাত্রী শ্রীরামের।"
শুনিয়া পুলকে অঙ্গ পূর্ণ দুভায়ের॥

ভরত তখন সব প্রধানে ডাকিয়া।
আজ্ঞা দিল—হর্ষে উঠি চলিল ধাইয়া॥
চারু জীন বাঁধি তারা তুরঙ্গ সাজায়।
বহু বরণের শ্রেষ্ঠ অশ্ব শোভা পায়॥

*　　*

কোটি কোটি ভার ল'য়ে চলয়ে কাহার।
নানাবিধ বস্তু তাহা বর্ণে সাধ্য কার?
চলিতে লাগিল আর সেবক সকল।
পরি নিজ নিজ সাজ, বাঁধি নিজ দল॥

হর্ষপূর্ণ সবার হৃদয়
পুলকেতে পূরিত শরীর।
আঁখি ভরি হেরিবে কখন
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই বীর॥

গরজয়ে গজ, ঘণ্টা ভীষণ ধ্বনিত।
রথশব্দ, অশ্বহ্রেষা চৌদিক পূরিত॥
জলদ নিন্দিয়া ঘোর দুন্দুভি-গর্জ্জনে।
নিজ পর কারো কথা না পশে শ্রবণে॥

*　　*

হিন্দী

দোউ রথ রুচির ভুপ পহিঁ আনে।
নহিঁ সারদ পহিঁ জাহিঁ বখানে॥
রাজসমাজ এক রথ সাজা।
দূসর তেজপুঞ্জ অতি ভ্রাজা॥

তেহি রথ রুচির বশিষ্ঠ কহঁ
হরষি চড়াই নরেশু।
আপু চঢ়েউ স্যন্দন সুমিরি
হর গুরু গৌরি গণেশু॥

সহিত বশিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসে।
সুরগুরু সঙ্গ পুরন্দর জৈসে॥
করি কুলরীতি বেদবিধি রাউ।
দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ॥

সুমিরি রাম গুরুআয়সু পাঈ।
চলে মহীপতি শঙ্খ বজাঈ॥
হরষে বিবুধ বিলোক বরাতা।
বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গলদাতা॥

ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে।
ব্যোম বরাত বাজনে বাজে॥
সুর নর নাগ সুমঙ্গল গাঈ।
সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥

* * *

বাঙ্গলা

ভূপ-পাশে আনে চারু রথ দুইখান।
সারদা যাহার নারে করিতে বাখান॥
রাজার সমাজ এক রথে বিরাজিত।
অন্য রথ তেজঃপুঞ্জ অতি সুশোভিত॥

সেই চারু রথে বশিষ্ঠেরে
চড়াইল হরষে নরেশ।
আপনিও চড়েন স্যন্দনে
স্মরি হরগৌরী গণেশ॥

বশিষ্ঠ সহিত শোভে নরপতি তথা।
সুরগুরু সঙ্গেতে পুরন্দর যথা॥
করি কুলরীতি রাজা বেদ-বিধি-যুত।
দেখিয়া সকলি সর্ব্ব প্রকারে প্রস্তুত॥

স্মরিয়া শ্রীরামে গুরু আদেশ পাইয়া।
চলিলেন মহীপতি শঙ্খ বাজাইয়া॥
বরযাত্রী বিলোকিয়া হর্ষে দেবগণ।
সুমঙ্গলদায়ী করে পুষ্প বরিষণ॥

কোলাহল হয় অশ্ব হস্তীর গর্জ্জনে।
বরযাত্রী বাদ্যধ্বনি উঠিল গগনে॥
দেবতা মনুষ্য নাগ সুমঙ্গল গায়।
সুরসাল রাগ কিবা সানায়ে বাজায়॥

* * *

হিন্দী

বনই ন বরনত বনী বরাতা।
হোহিঁ সগুণ সুন্দর শুভদাতা॥
চারা চাষু বাম দিশি লেঈ।
মনহুঁ সকল মঙ্গল কহি দেঈ॥

দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা।
নকুলদরশ সব কাহূ পাবা॥
সানুকূল বহ ত্রিবিধ বয়ারী।
সঘট সবাল আব বরনারী॥

* *

আবত জানি ভানু-কুল-কেতু।
সরিতন্হি জনক বঁধায়ে সেতু॥
বীচ বীচ বরবাস বনায়ে।
সুর-পুর-সরিস সম্পদা ছায়ে॥

অশন শয়ন বর বসন সুহায়ে।
পাবহিঁ সব নিজ নিজ মন ভায়ে
নিত নূতন সুখ লখি অনুকূলে।
সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে॥

আবত জানি বরাতবর
শুনি গহগহে নিসান।
সজি গজ রথ পদচর
তুরগ লেন চলে অগবান॥

বাঙ্গলা

বরযাত্রী সুগঠন না হয় বর্ণিত।
মঙ্গলসূচক চারু চিহ্ন সমুদিত॥
নীলকণ্ঠ পক্ষীবর বাম দিকে চরে।
যেন সর্ব্ব সুমঙ্গল পরকাশ করে॥

দক্ষিণেতে কাক রহে সুন্দর সুখেতে।
নকুলও সর্ব্বজনে পাইল দেখিতে॥
অনুকূল বহি যায় ত্রিবিধ পবন।
সঘট সপুত্র আসে বরনারীগণ॥

* *

আসিছেন জ্ঞাত হ'য়ে সূর্য্য-কুলকেতু।
জনক বাঁধান যত নদীপরে সেতু॥
মধ্যে মধ্যে বরাবাস দিলেন রচিয়া।
সুরপুর সমকক্ষ সম্পদে ভরিয়া॥

অশন শয়ন চারু, বসন শোভন।
পায় সবে নিজ নিজ মনের মতন॥
নিত্য নব সুখ দেখি মনমত পায়।
বরযাত্রী সবে নিজ গৃহ ভুলে যায়॥

শ্রেষ্ঠ বরযাত্রী আসে জানি
শুনি ধ্বনি দুন্দুভি হইতে।
অশ্ব রথ পদাতিকে
সাজি আগুয়ান অভ্যর্থিতে।

হিন্দী	বাঙ্গলা
কনককলস ভরি কোপর থারা।	কনক-কলস ভরি আর থালা বাটী।
ভাজন ললিত অনেক প্রকারা॥	আর নানা প্রকারের পাত্র পরিপাটী॥
ভরে সুধাসম সব পকবানে।	ভরিয়া পক্কান্ন সব অমৃত সমান।
ভাঁতি ভাঁতি নহিঁ জাহিঁ বখানে	বহু প্রকারের যার না হয় বাখান॥
ফল অনেক বরবস্তু সুহাঈ।	বহুবিধ ফল বরবস্তু মনোহর।
হরষি ভেঁট হিত ভূপ পঠাঈ॥	হর্ষে ভেট লাগি পাঠালেন ভূপবর॥
ভূষণ বসন মহামণি নানা।	ভূষণ বসন মহা মাণিক্য নানান।
খগ মৃগ হয় গয় বহু বিধি জানা॥	পশুপক্ষী হয়হস্তী বহুবিধ যান॥
মঙ্গল সগুণ সুগন্ধ সুহায়ে।	সুমঙ্গল শুভচিহ্ন সুগন্ধ শোভন।
বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠায়ে॥	বহুবিধ মহীপাল করেন প্রেরণ॥
দধি চিউরা উপহার অপারা।	দধি চিপিটক ও অপার উপহার।
ভরি ভরি কাবঁরি চলে কহারা॥	ভারে ভারে ভরি ভরি চলয়ে কাহার॥
* *	* *
প্রেমসমেত রায় সব লীন্হা।	প্রেমভরে রাজা সব করিয়া গ্রহণ।
ভই বকসীস জাচকন্হি দীন্হা॥	প্রার্থীগণে পুরস্কার করে বিতরণ॥
করি পূজা মান্যতা বড়াঈ।	পূজন, সম্মান আর প্রশংসা করিয়া।
জনবাসে কহঁ চলে লেবাঈ॥	জনবাসে ভূপতিরে যাইল লইয়া॥
বসন বিচিত্র পাঁবড়ে পরহীঁ।	পদার্পণ লাগি পাতে বিচিত্র বসন।
দেখি ধনদ ধনমদ পরিহরহীঁ॥	দেখি ধনগর্ব্ব করে কুবের বর্জ্জন॥
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনবাসা।	প্রদানিল জনবাস অতীব সুন্দর।
জহঁ সব কহঁ সব ভাঁতি সুপাসা॥	যথা সকলের সর্ব্ববিধ সুখকর॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
* *	* *
পিতু আগমন সুনত দোউ ভাঈ।	পিতৃ আগমন শুনি ভাই দুইজন।
হৃদয় ন অতি আনন্দ সমাঈ॥	অতি হর্ষ হৃদে নারে করিতে ধারণ॥
সকুচন্হ কহি ন সকল গুরু পাহীঁ।	সঙ্কোচে কহিতে নারে গুরুর গোচরে।
পিতু দরশন লালচু মনু মাহীঁ॥	কিন্তু পিতৃদরশন লালসা অন্তরে॥
বিশ্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী।	বিশ্বামিত্র নিরখিয়া অতীব বিনয়।
উপজা উর সন্তোষ বিশেখী॥	বিশেষ সন্তোষ তাঁর মনে উপজয়॥
হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগায়ে।	হরষি ভ্রাতায় দোঁহে বক্ষেতে ধরে।
পুলক অঙ্গ অম্বক জল ছায়ে॥	পুলকিত অঙ্গ, নেত্র দুটী জলে ভরে॥
চলে জহাঁ দশরথ জনবাসে।	চলিলেন দশরথ বিশ্রাম-বাসায়।
মনহুঁ সরোবর তকেউ পিয়াসে॥	পিপাসার্ত্ত সরোবর পানে যথা চায়॥
ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি	ভূপ বিলোকেন যবে মুনি
আবত সুতন্হ সমেত।	আসিছেন পুত্রের সহিতে।
উঠেউ হরষি সুখসিন্ধু মহঁ	উঠি হর্ষে সুখ-সিন্ধু-মাঝে
চলে থাহ সী লেত॥	চলে যেন থই নিতে নিতে॥
মুনিহিঁ দণ্ডবত কীন্হা মহিশা।	মুনিবরে দণ্ডবৎ করে ভূপবর।
বার বার পদরজ ধরি শীষা॥	বার বার পদরজ ধরি শিরোপর॥
কৌশিক রাউ লিয়ে উর লাঈ।	কৌশিক রাজারে বক্ষে করিয়া ধারণ।
কহি অসীস পুছী কুশলাঈ॥	আশিস দানিয়া পুছে কুশল-বচন॥

হিন্দী

পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাঈ।
দেখি নৃপতি উর সুখ ন সমাঈ॥
সুত হিয় লাই দুসহ দুখু মেটে।
মৃতক শরীর প্রাণ জনু ভেঁটে॥

পুনি বশিষ্ঠপদ শির তিন্হ নায়ে।
প্রেমমুদিত মুনিবর উর লায়ে॥
বিপ্রবৃন্দ বন্দে দুহুঁ ভাঈ।
মনভাবতী অশীসেঁ পাঈ॥

ভরত সহানুজ কীন্হ প্রণামা।
লিয়ে উঠাই লাই উর রামা॥
হরষে লষণ দেখি দোউ ভ্রাতা।
মিলে প্রেমপরিপূরিত গাতা॥

পুরজন পরিজন জাতিজন
যাচক মন্ত্রী মীত।
মিলে যথাবিধি সবহি
প্রভু পরমকৃপালু বিনীত॥

রামহি দেখি বরাত জুড়ানী।
প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী॥
নৃপসমীপ সোহহিঁ সুত চারী।
জনু ধনধরমাদিক তনুধারী॥

বাঙ্গলা

পুন দণ্ডবৎ যবে ভাই দোঁহে করে।
দেখি নৃপতির বুকে সুখ নাহি ধরে॥
পুত্রে বক্ষে ল'য়ে দুঃখ দুঃসহ মিটায়।
মৃত শরীরেতে পুন প্রাণ যেন পায়॥

পুন তাঁরা বশিষ্ঠের পদে নতি করে।
প্রেমে মগ্ন মুনিবর হৃদয়েতে ধরে॥
ব্রাহ্মণগণেরে বন্দে ভাই দুইজন।
আশীর্ব্বাদ পাইলেন মনের মতন॥

ভরত অনুজসহ করিল প্রণাম।
উঠায়ে লইয়া বক্ষে ধরিলেন রাম॥
নিরখিয়া দুইভায়ে হরষে লক্ষ্মণ।
প্রেম পরিপূর্ণ গাত্রে করে আলিঙ্গন॥

পুরজন জাতি-পরিজন
যাচক সচিব আর মিত।
যথাবিধি মিলে সবাসনে
প্রভু অতি কৃপাল বিনীত॥

রামেরে দেখিয়া বরযাত্রীরা জুড়ায়।
প্রীতির যা রীতি তাহা বাখান না যায়।
নৃপের সমীপে সুশোভিত সুত চারি।
যেন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তনুধারী॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
সুতন্‌হ সমেত দশরথহি দেখী।	পুত্রগণসহ দশরথেরে নেহারি।
মুদিত নগর নর নারি বিশেখী ॥	অতীব প্রফুল্ল নগরের নরনারী ॥
সুমন বরষি সুর হনহিঁ নিসানা।	পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে দুন্দুভি বাজায়।
নাকনটী নাচহি করি গানা ॥	অপ্সরারা নৃত্য করে আর গীত গায় ॥
সতানন্দ অরু বিপ্র সচিবগণ।	সতানন্দ আর যত বিপ্র মন্ত্রীগণ।
মাগধ সূত বিদুষ বন্দীজন ॥	স্তুতিপাঠী, সূত, বিদূষক, বন্দীজন ॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা।	বরযাত্রীসহ নৃপে করে অভ্যর্থনা।
আয়সু মাগি ফিরে অগবানা ॥	আজ্ঞা পেয়ে ফিরে যায় অগ্রগামীজনা।
প্রথম বরাত লগন তেঁ আঈ।	লগনের পূর্ব্বেতেই বরযাত্রী আসে।
তা তে পুর প্রমোদ অধিকাঈ ॥	সে কারণে পুর অতি আনন্দেতে ভাসে।
ব্রহ্মানন্দ লোগ সব লহহীঁ।	ব্রহ্মানন্দ লাভ করে যেন সব লোক।
বঢ়ই দিবস নিশি বিধি সন কহহীঁ ॥	বিধাতারে কহে—দিন রাত বড় হোক ॥
রামু সীয় শোভা অবধি সুকৃত অবধি দোউ রাজ।	রামসীতা সুষমার সীমা, পুণ্য-সীমা রাজা দুইজন।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস মিলি নর নারি সমাজ ॥	যথা তথা পুরবাসী কহে হেন মিলি নরনারীগণ ॥
জনক সুকৃত মূরতি বৈদেহী।	জনক-সুকৃতি লয় বৈদেহী মূরতি।
দশরথসুকৃত রামু ধরি দেহী ॥	দশরথ-পুণ্য ধরে রামের আকৃতি ॥
ইন্‌হ সম কাহু ন শিব অবরাধে।	দোঁহা সম কেহ নাহি শিব আরাধিল।
কাহু ন ইন্‌হ সমান ফল লাধে ॥	কেহ না এঁদের সম ফলও লভিল ॥

* * * *

হিন্দী

মঙ্গলমূল লগনদিনু আৰা।
হিমরিতু অগহন মাসু সুহাৰা॥
গ্রহ তিথি নখত জোগু বর বারু
লগন সোধি বিধি কীনহ বিচারু

পঠই দীন্হি নারদ কর সোঈ।
গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ॥
সুনী সকল লোগন য়হ বাতা।
কহহিঁ জোতিষী আহি বিধাতা॥

ধেনু ধুলি বেলা বিমল
সকল সুমঙ্গল মূল।
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ
সন জানি সগুণ অনুকূল॥

উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা।
অব বিলম্ব কর কারণ কাহা॥
সতানন্দ তব সচিব বোলায়ে।
মঙ্গল কলস সাজি সব ল্যায়ে॥

শঙ্খ নিসান পনব বহু বাজে।
মঙ্গলকলস সগুণ সুভ সাজে॥
সুভগ সুআসিনি গাৰহিঁ গীতা।
করহিঁ বেদধুনি বিপ্র পুনীতা॥

বাঙ্গলা

মঙ্গলজনক লগ্নদিন সমাগত।
হেমন্তে অগ্রহায়ণ মাস সুশোভিত।
শ্রেষ্ঠ গ্রহ তিথি যোগ নক্ষত্র ও বার
লগ্ন অন্বেষণি বিধি করিল বিচার॥

নারদের হস্তেতে প্রেরিলেন তাহা।
জনকেরও গণকেরা গুণেছিল যাহা॥
শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক এই কথা।
কহে এই জ্যোতিষিও যেন গো বিধাতা।

গোধূলির সুবিমল বেলা
সকল সুমঙ্গল-মূল।
বিপ্রগণ কহিল বিদেহে,
জানি শুভচিহ্ন অনুকূল॥

তবে পুরোহিতেরে কহেন রাজন।
এখন বিলম্ব আর কিসের কারণ?
সতানন্দ তবে মন্ত্রীগণেরে ডাকায়।
মঙ্গল-কলস দ্রব্য সব লয়ে যায়॥

শঙ্খ নাগারা আর ঢোল বহু বাজে।
মঙ্গল-কলস শুভ দ্রব্য চিহ্ন সাজে॥
সুন্দরী এয়ো সবে গাহিতেছে গান।
করিছেন বেদধ্বনি বিপ্র পুণ্যবান॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী।	এইরূপে আনিবারে চলিল সাদরে
গয়ে জহাঁ জনবাস বরাতী॥	যায় যথা বরযাত্রী রহে বাসা ক'রে।
কোশলপতি কর দেখি সমাজু।	কোশলের ভূপতির দেখিয়া সমাজ।
অতি লঘু লাগ তিন্‌হহিঁ সুররাজু॥	তাহাদের অতি লঘু লাগে সুররাজ॥
ভয়উ সমউ অব ধারিয় পাউ।	'সময় হইল এবে কর পদার্পণ'।
য়হ সুনি পরা নিসানহি ঘাউ॥	ইহা শুনি আরম্ভিল নাগারা বাদন॥
গুরুহি পূছি করি কুলবিধি রাজা	গুরুরে জিজ্ঞাসি রাজা করি কুলাচার।
চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা॥	চলে মুনি আর সাধু সঙ্গে সবাকার॥

শুভবিবাহ

হিন্দী

এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত
বাজনে বহু বাজহীঁ।
রানী সুআসিনি বোলি পরিছন
হেতু মঙ্গল সাজহীঁ॥

সজি আরতী অনেক বিধি
মঙ্গল সকল সবাঁরি।
চলী মুদিত পরিছন করন
গজগামিনী বরনারী॥

জো সুখ ভা সিয় মাতু মন
দেখি রাম বর বেষ।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ শত
সহস সারদা শেষ

নয়ন নীর হঠি মঙ্গল জানী।
পরিছন করহিঁ মুদিত মন রানী॥
বেদবিহিত অরু কুল আচারূ।
কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যবহারূ॥

পঞ্চ শবদ ধুনি মঙ্গল গানা।
পট পাবঁড়ে পরহিঁ বিধি নানা॥
করি আরতী অরঘ তিন্হ দীন্হা।
রাম গবন মণ্ডপ তব কীন্হা॥

বাঙ্গলা

এইরূপে বরযাত্রী আসে
জানি বহু বাজনা বাজায়।
ডাকি রাণী বরণের লাগি
এয়োগণে, আরতি সাজায়॥

বহুবিধ আরতি সাজায়ে
মাঙ্গলিক গুছায়ে সকল।
চলে সুখে বরণ করিতে
গজচালে বরনারী-দল॥

সীতা-মাতা মনে যেই সুখ
বরবেশে দেখিয়া রামেরে
সহস্র সারদা শেষনাগ
শতকল্পে কহিতে না পারে॥

নয়নের নীর রোধি মঙ্গল জানিয়া।
বরণ করয়ে রাণী—আনন্দিত হিয়া॥
বেদের বিহিত আর কৌলিক আচার
করিলেন ভালরূপে সব ব্যবহার॥

পঞ্চবাদ্যধ্বনি হয় সুমঙ্গল গান।
পদক্ষেপ লাগি বস্ত্র পাতিল নানান্॥
আরতি করিয়া তাঁরা অর্ঘ্য করে দান।
শ্রীরামচন্দ্র তবে মণ্ডপেতে যান॥

হিন্দী

দশরথ সহিত সমাজ বিরাজে।
বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে॥
সময় সময় সুর বরষহিঁ ফূলা।
ভাঁতি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা॥

নভ অরু নগর কোলাহল হোঈ।
আপন পর কছু সুনই ন কোঈ॥
এহি বিধি রাম মণ্ডপহিঁ আয়ে।
অরঘু দেই আসন বৈঠায়ে॥

বৈঠারি আসন আরতী করি
নিরখি বরু সুখ পাবহী।
মণি বসন ভূষণ ভূরি বারহিঁ
নারি মঙ্গল গাবহীঁ॥

ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্রবেষ
বনাঈ কৌতুক দেখহী।
অবলোকি রঘুকুলকমলরবিছবি
সুফল জীবন লেখহীঁ॥

নাউ বারী ভাট নট
রামনিছাবরি পাই।
মুদিত অসীসহিঁ নাই শির
হরষু ন হৃদয় সমাই॥

বাঙ্গলা

দশরথ সসমাজ সু-বিরাজমান।
বিভব বিলোকি লোকপতি লজ্জা পান॥
সময়ে সময়ে সুর বরষয়ে ফুল।
ব্রাহ্মণেরা করে শান্তিপাঠ অনুকূল॥

নগরে ও গগণেতে কোলাহল হয়।
পর বা আপন কিছু কেহ না শুনয়॥
এই রূপে শ্রীরাম মণ্ডপে আইল।
অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে আসনেতে বসাইল॥

বসায়ে আসনে আরতিয়া
নিরখিয়া বরে সুখ পায়।
বহু বস্ত্র মণি অলঙ্কারে
সাজি নারী শুভ গীত গায়॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি বিপ্রবেশে
করয়ে কৌতুক দরশন।
দেখি রঘুকুল-পদ্ম-ছবি
মানে সবে সফল জীবন॥

নাপিত বাউরি ভাট নট
রাম-বরণের বস্তু পায়।
হৃষ্ট নতশিরে আশিসয়
হর্ষ নাহি ধরয়ে হিয়ায়॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতী।	জনক ও দশরথ মিলে—অতি প্রীতি।
করি বৈদিক লৌকিক সব রীতী॥	বৈদিক ও লৌকিক করি সব রীতি॥
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে।	মিলিত মহান দুই রাজা সুশোভিত।
উপমা খোজি খোজি কবি লাজে॥	উপমা খুঁজিয়া খুঁজি কবি বিলজ্জিত॥
লহী ন কতহুঁ হারি হিয় মানী।	কোথাও না পেয়ে অবশেষে হার মানে।
ইন্হ সম এই উপমা উর আনী॥	এঁরা-সম-এঁরা, এ উপমা মনে আনে॥
সামধ দেখি দেব অনুরাগে।	বৈবাহিকদ্বয়ে দেখি দেবতা হরষি।
সুমন বরষি জসু গাবন লাগে॥	যশোগান করে সবে কুসুম বরষি॥
জগু বিরঞ্চি উপজাবা জব তেঁ।	যদবধি প্রজাপতি সৃজিলা জগতে।
দেখে সুনে ব্যাহ বহু তব তেঁ॥	বিবাহ দেখি ও শুনি সেইকাল হতে॥
সকল ভাঁতি সম সাজ সমাজূ।	সকল প্রকারে সম, সাজ ও সমাজ।
সম সমধী দেখে হম আজূ॥	সম বৈবাহিক মোরা দেখিলাম আজ॥
দেবগিরা সুনি সুন্দর সাঁচী।	সুন্দর ও সত্য দৈববচন শুনিয়া।
প্রীতি অলৌকিক দুহুঁ দিশি মাঁচী।	অলৌকিক প্রীতি যায় দুদিক ছাইয়া॥
দেত পাবঁড়ে অরঘু সুহায়ে।	দিয়া পাদপট আর অর্ঘ্য সুন্দর।
সাদর জনকু মণ্ডপহিঁ ল্যায়ে॥	জনক মণ্ডপে ল'য়ে চলেন সাদর॥
মণ্ডপ বিলোকি বিচিত্ররচনা রুচিরতা মুনিমন হরে।	মণ্ডপের বিচিত্র রচনা হেরি শোভা মুনিমন হরে।
নিজ পানি জনক সুজান সবকহঁ আনি সিংহাসন ধরে।	সুবিজ্ঞ জনক সবা লাগি সিংহাসন আনে নিজ করে॥

হিন্দী

কুল ইষ্ট সরিস বশিষ্ঠ
পূজে বিনয় করি আশিষ লহী।
কৌসিকহিঁ পূজত পরমপ্রীতি কি
রীতি তৌ ন পরই কহী॥

বামদেব আদিক রিষয়
পূজে মুদিত মহীশ।
দিয়ে দিব্য আসন সবহি
সব সন লহী অশীস॥

বহুরি কীন্হ কোসলপতি পূজা।
জানি ঈসসম ভাব ন দূজা॥
কীন্হি জোরি কর বিনয় বড়াঈ।
কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাঈ॥

পূজে ভূপতি সকল বরাতী।
সমধীসম সাদর সব ভাঁতী॥
আসন উচিত দিয়ে সব কাহূ।
কহউ কহা মুখ এক উছাহূ॥

সকল বরাত জনক সনমানী।
দান মান বিনতী বর বাণী॥
বিধি হরিহর দিশিপতি দিনরাউ।
জে জানিহিঁ রঘুবীর প্রভাউ॥

বাঙ্গলা

কুল-ইষ্ট-সম বশিষ্ঠেরে
পূজি লন আশিস বিনয়ে।
কৌশিকেরে পূজে মহাপ্রীতি
রীতি নাহি যায় প্রকাশয়ে॥

বামদেব আদি ঋষিগণে
হৃষ্টমনে পূজেন মহীশ।
দিয়া দিব্য আসন সবারে
সর্ব্ব ঠাঁই লয়েন আশিস॥

কোশলপতির পূজা করে বহুভাবে।
ঈশসম জানি, মনে নাহি দ্বিধা ভাবে॥
করযোড় করি করে প্রশংসা বিনয়।
নিজ ভাগ্য বিভবের কহে অভ্যুদয়॥

বরযাত্রীগণে রাজা সম্বর্দ্ধনা করে।
বৈবাহিক সম সর্ব্ব প্রকারে সাদরে॥
সবারে দিলেন তিনি যথাযোগ্যাসন।
সে উৎসাহ এক মুখে না হয় বর্ণন॥

বরযাত্রী সর্ব্বে করে জনক সম্মান।
সবিনয়ে শ্রেষ্ঠবাক্যে দিয়া দান মান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিকপাল ও তপন॥
রাঘব-প্রতাপ যাঁরা অবগত র'ন॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
কপট বিপ্র বর বেষু বনায়ে।	কপট বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ।
কৌতুক দেখহিঁ অতি সচুপায়ে॥	অতি সংগোপনে করে কৌতুক দর্শন।
পূজে জনক দেবসম জানে।	জনক করেন পূজা দেবসম জ্ঞানে।
দিয়ে সুআসন বিনু পহিচানে॥	বিনা পরিচয়ে সবে সু-আসন দানে॥
পহিচান কো কেহি জান	চিনিবে জানিবে কেবা কারে
সবহি অপান সুধি ভোরী ভঙ্গী।	সবে আত্মবিস্মৃত হয়।
আনন্দকন্দ বিলোকি দূলহ	আনন্দের কন্দ বরে হেরি
উভয় দিশি আনন্দমঙ্গী॥	দুই দিক আনন্দময়॥
সুর লখে রাম সুজান পূজে	সুবিজ্ঞ শ্রীরাম হেরে সুরে
মানসিক আসন দয়ে।	পূজে দিয়া মানস-আসন।
অবিলোকি সীল সুভাউ প্রভু কো	প্রভুর স্বভাব শীল হেরি
বিবুধমন প্রমুদিত ভয়ে॥	প্রমুদিত মন দেবগণ॥
রামচন্দ্র মুখচন্দ্র ছবি	রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র শোভা
লোচন চারুচকোর	দেব-আঁখি সুন্দর চকোর।
করত পান সাদর সকল	করে পান সাদরে সকলে
প্রেম প্রমোদ ন থোর	প্রেমানন্দে অতীব বিভোর॥
সমউ বিলোকি বসিষ্ট বোলায়ে।	বশিষ্ঠ সময় জানি করেন আহ্বান।
সাদর সতানন্দু সুনি আয়ে॥	সমাদরে সতানন্দে—শুনি তিনি যান॥
বেগি কুঅঁরি অব আনহু জাঈ।	আনহ কুমারী এবে সত্বর যাইয়া।
চলে মুদিত মুনি আয়সু পাঈ॥	চলে আনন্দিত, আজ্ঞা মুনির পাইয়া॥

হিন্দী

রানী সুনি উপরোহিতবানী।
প্রমুদিত সখিন্হ সমেত সয়ানী॥
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধ বোলাঈ।
করি কুলরীতি সুমঙ্গল গাঈ॥

নারিবেষ জে সুরবরবামা।
সকল সুভায় সুন্দরী শ্যামা॥
তিন্হিঁ দেখি সুখ পাবহিঁ নারী।
বিনু পহিচানি প্রাণ তেঁ প্যারী॥

বার বার সনমানহিঁ রাণী।
উমা রমা সারদ সম জানী॥
সিয় সবঁারি সমাজ বনাঈ।
মুদিত মণ্ডপহিঁ চলী লেবাঈ॥

চলি ল্যাই সীতহি সখী সাদর
সজি সুমঙ্গল ভামিনী।
নবসপ্ত সাজে সুন্দরী সব
মত্ত কুঞ্জর গামিনী॥

কলগান সুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ
কাম কোকিল লাজহীঁ।
মঞ্জীর নূপুর কলিত কঙ্কন
তালগতি বর বাজহীঁ॥

বাঙ্গলা

শ্রবণ করিয়া রাণী পুরোহিত-কথা।
সমেত সখীর দল হ'ন প্রমুদিতা॥
বিপ্রপত্নী কুলবৃদ্ধাগণে ডাকাইয়া।
করে কুলাচার শুভ সঙ্গীত গাহিয়া॥

দেব-জায়াগণ যারা ছিল নারীবেশা।
সুশীলা সুন্দরী সবে যুবতী-বয়সা॥
তাঁহাদের দেখি সুখ পায় যত নারী।
বিনা পরিচয়ে করে প্রাণ হ'তে প্যারী॥

বারম্বার রাণী সবে করয়ে সম্মান।
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী-সম করি জ্ঞান॥
সীতারে সজ্জিত করি সকলে মিলিয়া।
ফুল্লচিতে মণ্ডপেতে চলিল লইয়া॥

সাদরে সীতারে ল'য়ে চলে
শুভ সাজে সখী ও স্ত্রীগণে।
ষোড়শ শৃঙ্গারে সুশ্রী সবে
মত্ত মাতঙ্গিনীর গমনে।

কলগানে ধ্যানভঙ্গ মুনি
অনঙ্গ কোকিল রহে লাজে।
মঞ্জীর ও নূপুর কঙ্কন
সুন্দর তালে তালে বাজে॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
সোহতি বনিতাবৃন্দ মহঁ সহজ সুহাবনি সীয়। ছবি ললনাগণ মধ্য জনু সুখমাতিয় কমনীয়॥	শোভা পায় নারিবৃন্দ মাঝে স্বাভাবিক শোভাময়ী সীতা স্ত্রীগণ আলেখ্য মাঝে যেন মূর্ত্তিমতী শোভা—শ্রীমণ্ডিতা।
সিয় সুন্দরতা বরণি ন জাঈ। লঘুমতি বহুত মনোহরতাঈ॥ আবত দীখি বরাতিন্হ সীতা। রূপরাশি সব ভাঁতি পুনীতা॥	সীতা-সুন্দরতা—তাহা বর্ণন না যায়। অল্পমতি আমি—অতি সৌন্দর্য্য তায়॥ বরযাত্রী আসে দেখি জনক-দুহিতা। রূপরাশি—আর সর্ব্ব প্রকার পবিতা॥
সবহি মনহি মন কিয়ে প্রণামা। দেখি রাম ভয়ে পূরণকামা॥ হরষে দশরথ সুতন্হ সমেতা। কহি ন জাই উর আনন্দ জেতা॥	সকলেই মনে মনে করিল প্রণাম। দেখি রাম হইলেন পূর্ণ মনস্কাম॥ হৃষ্ট দশরথ সুতগণের সহিত। বাক্যাতীত মনে যত আনন্দ উদিত॥
সুর প্রণামু করি বরিষহিঁ ফুলা। মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা॥ গান নিসান কোলাহলু ভারী। প্রেম প্রমোদ মগন নরনারী॥	সুরগণ প্রণমিয়া বরষয়ে ফুল। মুনি করে আশীর্ব্বাদ—মঙ্গল-মূল॥ সঙ্গীত ও নাগারার কোলাহল ভারী। প্রেম ও আনন্দে মগ্ন যত নরনারী॥
য়হি বিধি সীয় মণ্ডপহি আঈ। প্রমুদিত শান্তি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ॥ তেহি অবসর করি বিধি ব্যবহারূ দুহুঁ কুলগুরু সব কীন্হ অচারূ॥	এরূপে আইল সীতা মণ্ডপ-ভিতর। শান্তিপাঠ করে আনন্দিত মুনীশ্বর। সেই অবসরে করি বিধি ব্যবহার। দুই কুলগুরু করে সব কুলাচার॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
আচার করি গুরু গৌরী গণপতি মুদিত বিপ্র পূজাবহীঁ। সুর প্রগটি পূজা লেহিঁ দেহিঁ অশীস অতি সুখ পাবহীঁ॥	আচারি'—গণেশ গৌরী গুরু পূজিলেন হৃষ্ট বিপ্রগণ। দেবতা প্রত্যক্ষ পূজা লয় আশীষয় অতি সুখী মন॥
মধুপর্ক মঙ্গলদ্রব্য জো জেহি সময় মুনি মন মহঁ চহহিঁ। ভরে কনককোপর কলস সো তব লিয়ে পরিচারক রহহিঁ॥	মধুপর্ক মঙ্গল সামগ্রী যাহা যবে মুনি মনে চাহে। ভরি স্বর্ণ কলস কটোরী তাহা তবে ল'য়ে দাস রহে॥
কুলরীতি প্রীতিসমেত রবি কহি দেত সবু সাদর কিয়ো। এহি ভাঁতি দেব পুজাই সীতহি সুভগ সিংহাসন দিয়ো॥	কুলরীতি প্রীতিসহ রবি কহে—সবে সাদরে করিল। পূজি দেবে এভাবে, সীতারে সুন্দর সিংহাসন দিল॥
সিয় রাম অবলোকনি পরসপর প্রেম কাহু ন লখি পরই। মন বুদ্ধি বর বাণী অগোচর প্রগট কবি কৈসে করই॥	সীতারাম দৃষ্টি পরস্পর প্রেম কারো লক্ষ্য নাহি হয়। মন বুদ্ধি বাক্য-অগোচর কি প্রকারে কবি প্রকাশয়?॥
হোম সময় তনু ধরি অনলু অতি সুখ আহুতি লেহিঁ। বিপ্রবেশ ধরি বেদ সব কহি বিবাহবিধি দেহিঁ॥	হোমকালে অগ্নি তনু ধরি লইলেন আহুতি সপ্রীতি। বিপ্রবেশ ধরি বেদ সব কহি দেন বিবাহের রীতি॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
জনক পাট মহিষী জগ জানী।	জগতবিদিত জনকের পাটরাণী।
সীয়মাতু কিমি জাই বখানী॥	সীতা-মাতা কি প্রকারে তাঁহারে বাখানি
সুযশ সুকৃত সুখ সুন্দরতাঈ।	সুযশ সুকৃতি সুখ আর সুন্দরতা।
সব সমেটি বিধি রচী বনাঈ॥	সকল একত্র করি রচিলেন ধাতা॥
সমউ জানি মুনিবরন্হ বোলাঈ।	সময় জানিয়া তাঁরে মুনিরা ডাকিল।
সুনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈ॥	শুনি এয়োগণ তাঁরে সাদরে আনিল॥
জনক বাম দিশি সোহ সুনয়না।	শোভিলেন সুনয়না জনকের বামে।
হিমগিরি সঙ্গ বনী জনু ময়না॥	হিমগিরি সঙ্গে যেন মেনকা সুঠামে॥
কনককলস মণিকোপর রূরে।	কনক কলস চারু মণির কটোরি।
শুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে॥	পূত সুগন্ধিত আর শুভ বারি ভরি॥
নিজ কর মুদিত রায় অরু রাণী।	নিজ করে আনন্দিত রাজা আর রাণী।
ধরে রাম কে আগে আনী॥	ধরিলেন শ্রীরামের অগ্রেতে আনি॥
পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বাণী।	পড়িলেন মুনি বেদ-মঙ্গল-বাণী।
গগন সুমন ঝরি অবসর জানী॥	গগণে কুসুম ঝরে অবসর জানি॥
বর বিলোকি দম্পতি অনুরাগে।	বরেরে হেরিয়া জায়াপতি অনুরাগে।
পায় পুনীত পখারন লাগে।	পবিত্র চরণ দুটী প্রক্ষালিতে লাগে॥
লাগে পখারন পায়পঙ্কজ প্রেম তনু পুলকাবলী।	চরণপঙ্কজ প্রখালিতে প্রেমভরে অঙ্গ বিগলে।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জনু চহুঁ দিশিশ্চলী॥	নগরে অম্বরে গীতি-ভেরী- জয়ধ্বনি চৌদিকে উছলে॥

হিন্দী

জে পদসরোজ মনোজঅরি-
উর-সর সদৈব বিরাজহীঁ।
জে সুকৃত সুমিরত বিমলতা মন
সকল কলিমল ভাজহীঁ॥

জে পরশি মুনিবনিতা লহী
গতি রহী জো পাতকমঈ।
মকরন্দ জিন্হ কো শম্ভুশির
শুচিতা-অবধি সুর বরনঈ॥

করি মধুপ মুনি মন যোগিজন
জে সেই অভিমত গতি লহহিঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজন
জনক জয় জয় সব কহহিঁ॥

বর কুঁঅরি করতল জোরি
শাখোচ্চার দোউ কুলগুরু করহিঁ।
ভয়ো পাণিগহন বিলোকি বিধি
সুর মনুজ মুনি আনন্দ ভরহিঁ॥

সুখমূল দূলহ দেখি দম্পতি
পুলক তনু হুলসেউ হিয়ো।
করি লোক-বেদ-বিধান
কন্যাদান নৃপভূষণ কিয়ো॥

বাঙ্গলা

যে পদ-সরোজ মনোজারি-
উর-সরে সদা বিরাজিত।
পূত যাহা স্মরি শুদ্ধ চিত
কলিগ্লানি হয় বিদূরিত॥

যে পদ পরশি মুনি-জায়া
পাপী তবু লভিল উদ্ধার।
যার পুষ্পরেণু শম্ভুশিরে,
বর্ণে দেব—সীমা শুচিতার॥

মুনি যোগী চিত্তে ভৃঙ্গ করি
সেবি যাহা ইষ্টগতি লয়।
সে পদ ক্ষালন-ভাগ্যশালী
জনকের কহে সবে 'জয়'॥

জুড়ি বর-কন্যা-কর—করে
শঙ্খধ্বনি কুলগুরুদ্বয়।
পরিণয় হয় দেখি—বিধি
সুর নর মুনি হর্ষময়॥

সুখমূল বর দেখি দোঁহে
পুলকাঙ্গ উল্লাস অন্তরে।
করি লোক আর বেদবিধি
নৃপবর কন্যাদান করে॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেশহি হরিহি শ্রী সাগর দঈ। তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিশ্ব কল কীরতি নঈ॥	হিমালয় দিল উমা হরে সিন্ধু দিল লক্ষ্মী বিষ্ণু-করে। জনক সঁপিয়া সীতা রামে বিশ্বে চারু নব কীর্ত্তি করে॥
ক্যৌ করহিঁ বিনয় বিদেহ কিয়ো বিদেহ মূরতি সাবঁরী। করি হোম বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগী ভাবঁরী॥	কেমনে বিনয় করে, কৈল শ্যামমূর্ত্তি বি-দেহ বিদেহে? হোম করি যথাবিধি হয় গাঁটছড়া সাতপাক দিয়ে॥
জয়ধুনি বন্দী বেদ ধুনি মঙ্গলগান নিসান। সুনি হরষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ সুর-তরু-সুমন সুজান॥	বন্দী-জয়ারাব, বেদধ্বনি, নাগারার বাদ্য, শুভগীতি। শুনি বর্ষে বিজ্ঞদেবগণ কল্পতরু-পুষ্প—হর্ষে অতি॥
কুঅঁরু কুঅঁরি কল ভাবরি দেহীঁ। নয়নলাভু সব সাদর লেহীঁ॥ জাই ন বরণি মনোহর জোরী। জো উপমা কছু কহউঁ সো থোরী॥	কুমার কুমারী দেয় পাক মনোহর। নয়ন সার্থক সবে করয়ে সাদর॥ সুন্দর যুগলশোভা বর্ণন না যায়। যে কিছু উপমা কহ লঘু হয় তায়॥
রাম সীয় সুন্দর প্রতিছাহীঁ। জগমগাতি মণি খম্ভনহু মাহীঁ॥ মনহুঁ মদন রতি ধরি বহু রূপা। দেখত রামবিবাহু অনূপা॥	রামসীতা-প্রতিবিম্ব অতীব সুন্দর। ঝগমগ করে মণিস্তম্ভের ভিতর॥ যেন সে মদন রতি ধরি বহুরূপ। নিরীক্ষণ করে রামবিবাহ অনুপ॥

হিন্দী

দরশলালসা সকুচ ন থোরী।
প্রগটত দূরত বহোরি বহোরী॥
ভয়ে মগন সব দেখনিহারে।
জনকসমান অপান বিসারে॥

প্রমুদিত মুনিন্হ ভাবঁরী ফেরী।
নেগসহিত সব রীতি নিবেরী॥
রামু সীয়শির সিন্দুর দেহীঁ।
শোভা কহি ন জাত বিধি কেহীঁ॥

অরুণপরাগ জলজু ভরি নীকে।
শশিহি ভূষ অহি লোভ অমী কে॥
বহুরি বশিষ্ঠ দীন্হি অনুশাসন।
বর দুলহিনি বৈঠে এক আসন॥

বৈঠে বরাসন রাম জানকী
মুদিত মন দশরথ ভয়ে।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি অপনে
সুকৃত-সুর-তরু-ফল নয়ে॥

ভরি ভুবন রহা উছাহু
রামবিবাহু ভা সবহী কহা।
কেহি ভাঁতি বরনি সিরাত
রসনা এক য়হ মঙ্গল মহা॥

বাঙ্গলা

দর্শন-লালসা যত লজ্জা সে প্রকার।
প্রকট ও অপ্রকট তাই বারম্বার॥
মোহিত হইল সব দর্শকগণ।
জনক-সমান করে আত্মবিস্মরণ।

প্রদক্ষিণ করে আনন্দিত মুনিগণ।
সোপচার সর্ব্বরীতি করে সম্পূরণ॥
রাম সীতা-শিরে করে সিন্দুর প্রদান।
ব্রহ্মাণ্ড নারে শোভা করিতে ব্যাখ্যান

লোহিত পরাগ পদ্মে করিয়া পূর্ণিত।
সুধালোভে করে অহি শশীরে ভূষিত॥
তবে পুন বশিষ্ঠের আদেশ প্রদানে।
বরকন্যা বৈসয়ে একই আসনে॥

বরাসনে বসে রামসীতা
দশরথ আনন্দবিহ্বল
পুলকাঙ্গ দেখি দেখি নিজ
পুণ্য-কল্পতরু-নব ফল॥

উচ্ছ্বাসে ভুবন ভরে সবে
"রামের বিবাহ হল" কয়।
কিরূপে বরণি' করে শেষ
এক জিহ্বা কথা শুভময়?

হিন্দী	বাঙ্গলা
তব জনক পাই বশিষ্ট আয়সু ব্যাহসাজু সবাঁরিকৈ। মাণ্ডবী শ্রুতিকীর্ত্তি উর্মিলা কুঅঁরি লঈ হঁকারিকৈ॥	জনক বশিষ্ঠ-আজ্ঞা পেয়ে বিবাহের করি আয়োজন। শ্রুতকীর্ত্তি উর্ম্মিলা মাণ্ডবী কন্যাত্রয়ে ডাকাইয়া লন॥
কুশকেতু কন্যা প্রথম জো গুণ শীল সুখ শোভা মঈ। সব রীতি প্রীতি সমেত করি সো ব্যাহি নৃপ ভরতহি দঈ॥	কুশকেতু-প্রথমা-কুমারী গুণ-শীল-সুখ-শোভান্বিতা। সর্ব্ব রীতি প্রীতি সহ নৃপ করেন ভরতে বিবাহিতা॥
জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি শিরোমণি জানি কৈ সো তনয়া দীন্হী ব্যাহি লষনহি সকল বিধি সনমানি কৈ॥	জানকী-কনিষ্ঠা-ভগ্নী জানি সকল সুন্দরী শিরোমণি। সে কন্যারে দিলেন লক্ষ্মণে করি সর্ব্ব বিধি ও সম্মানি॥
জেহি নাম শ্রুতিকীরতি সুলচনি সুমুখি সব গুণআগরী। সো দঈ রিপুসূদনহি ভূপতি রূপ শীল উজাগরী।	শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী সুলোচনী সুমুখী সকল গুণবতী। সেই রূপ-শীলোজ্জ্বলারে শত্রুঘ্নে দিলেন ভূপতি।
অনুরূপ বর দুলহিনি পরসপর লখি সকুচি হিয় হরষহীঁ। সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ সুমন সুরগণ বরষহী॥	যোগ্য বর কন্যা পরস্পরে হেরি হিয়া সঙ্কোচে হরষে। সবে হৃষ্ট প্রশংসে সুষমা সুরগণ কুসুম বরষে॥

হিন্দী

সুন্দরী সুন্দর বরন্‌হ সহ
সব এক মণ্ডপ রাজহীঁ।
জনু জীবউর চারিউ অবস্থা
বিভূন সহিত বিরাজহীঁ॥

মুদিত অবধপতি সকলসুত
বধূন্‌হ সমেত নিহারি।
জনু পায়ে মহিপাল মণি
ক্রিয়ন্‌হ সহিত ফল চারি॥

জসি রঘুবীর ব্যাহবিধি বরনী।
সকল কুঅঁর ব্যাহে তেহি করনী।
কহি ন জাই কছু দাইজ ভুরী।
রহা কনকমণি মণ্ডপ পূরী॥

কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে।
ভাঁতি ভাঁতি বহুমোল ন থোরে
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী।
ধেনু অলঙ্কৃত কামদুহাসী॥

বস্তু অনেক করিয় কিমি লেখা।
কহি ন জাই জানহিঁ জিন্‌হ দেখা॥
লোকপাল অবলোকি সিহানে।
লীন্‌হ অবধপতি সব সুখ মানে॥

বাঙ্গলা

সুন্দরীরা—সুশ্রী বরগণ
সহ এক মণ্ডপেতে রাজে।
যেন জীবহৃদে চারি দশা
স্বামীগণ সহিত বিরাজে॥

ফুল্ল অযোধ্যেশ সর্ব্বসুতে
বধূগণ সহিত নেহারি।
যেন পায় মহীপালমণি
ক্রিয়ার সহিত ফল চারি॥

রাম বিবাহের হয় যেরূপ বর্ণন।
সব কুমারের বিয়ে হইল তেমন॥
কহা নাহি যায় যত যৌতুকের ভূরি।
কনকমণিতে গেল মণ্ডপ পূরি॥

বিচিত্র কম্বল আদি রেশমী বসন।
বহুবিধ বহুমূল্য না যায় গণন॥
দাস দাসী রথ গজ তুরঙ্গ নিচয়।
ধেনু যথা কামধেনু অলঙ্কারময়॥

অনেক সামগ্রী তার কে করে গণন।
বর্ণন অতীত জানে দেখেছে যে জন॥
দেখি সব লোকপাল হয় চমৎকৃত।
লয়েন অযোধ্যাপতি হ'য়ে ফুল্লচিত॥

বাঙ্গলা

দীন্হ জাচকন্হি জো জেহি ভাবা।
উবরা সো জনবাসহিঁ আবা॥
তব কর জোরি জনকু মৃদুবাণী।
বোলে সব বরাত সনমানী॥

যাচকেরে দেন যার যাহা লাগে মনে
উদ্বৃত্ত যা রহে আসে আবাস-ভবনে।
তবে কর যুড়িয়া জনক মৃদুবাণী।
কহিলেন বরযাত্রী সকলে সম্মানি॥

সনমানী সকল বরাত
আদর দান বিনয় বড়াই কৈ।
প্রমুদিত মহা মুনিবৃন্দ বন্দে
পূজি প্রেম লড়াই কৈ॥

বরযাত্রে সসম্মান করে
শ্রদ্ধা দান প্রশংসা বিনয়।
মহানন্দে বন্দে মুনিগণ
করে পূজা হ'য়ে প্রেমময়॥

শিরনাই দেব মনাই সব সন
কহত করসম্পুট কিয়ে।
সুর সাধু চাহত ভাবসিন্ধু কি
তোষ জলঅঞ্জলি দিয়ে॥

নতশিরে দেবতা মানায়ে
কহে সবে জোড়পাণি হ'য়ে।
"ভাবগ্রাহী দেব সাধুগণ
সিন্ধু তুষ্ট জলাঞ্জলি নিয়ে॥"

করজোরি জনক বহোরি
বন্ধুসমেত কোসলরায় সোঁ।
বোলে মনোহর বয়ন সানি
সনেহ শীল সুভায় সোঁ॥

করজোড়ি পুনশ্চ জনক
ভ্রাতৃসহ কোশল-রাজনে।
কহেন সুভাব-স্নেহ-শীল
বিমিশ্রিত মনোজ্ঞ বচনে॥

সনবন্ধ রাজন রাবরে হম
বড়ে অব সব বিধি ভয়ে।
য়হ রাজ সাজ সমেত সেবক
জানিবী বিনু গথ-লয়ে॥

তব সনে সম্বন্ধে রাজন
বড় হনু সর্ব্ববিধিমত।
এই রাজপাট সহ জেনো
দাস বলি বিনামূলে ক্রীত॥

হিন্দী

এ দারিকা পরিচারিকা করি
পালবী করুণামঈ।
অপরাধু ছমিবো বোলি পঠয়ে
বহুত হৌঁ ঢীঠ্যো দঈ॥

পুনি ভানু কুল ভূষণ সকল
সনমান নিধি সমধী কিয়ে।
কহি জাত নহিঁ বিনতী পরসপর
প্রেম পরিপূরণ হিয়ে॥

বৃন্দারকাগণ সুমন বরষহিঁ
রাউ জনবাসহিঁ চলে।
দুন্দুভী জয়ধুনি বেদধুনি
নভ নগর কৌতুহল ভলে॥

তব সখী মঙ্গল গান করত
মুনীসআয়সু পাই কৈ।
দুলহ দুলহিনিন্হি সহিত সুন্দরি
চলীঁ কোহবর ল্যাই কৈ॥

পুনি পুনি রামহিঁ চিতব সিয়
সকুচতি মন সকুচৈ ন।
হরত মনোহর মীন ছবি
প্রেম পিয়াসে নৈন॥

বাঙ্গলা

দাসী বলি এই কন্যাগণে
পালিবেন করুণা করিয়া।
ডাকিয়া আনার অপরাধ—
অতিশয় ধৃষ্টতা—ক্ষমিয়া॥

পুন ভানু-কুল-ভূষা করে
বৈবাহিকে মান বহু রীতে।
অনির্ব্বচনীয় যে বিনয়
করে দোঁহে প্রেমপূর্ণ চিতে॥

দেবগণ বরষে সুমন
রাজা যান আবাসের স্থলে।
ভেরী জয়ারাব বেদধ্বনি
পুরাকাশ পূরে কুতূহলে॥

তবে সখী শুভ গীত গেয়ে
মুনিবর আদেশ পাইয়া।
বরকন্যাগণসহ রামা
কৌতুক-গৃহেতে চলে নিয়া॥

পুনঃ পুনঃ রামে হেরি সীতা
সঙ্কুচিতা নিজে—মন নয়।
মনোহর মীনশোভা জিনে
প্রেম-পিপাসিত আঁখিদ্বয়

হিন্দী	বাঙ্গলা
শ্যাম শরীর সুভায় সুহাবন।	শ্যামল শরীর কিবা স্বভাব সুন্দর।
শোভা কোটি মনোজ লজাবন ॥	শোভা যার কোটি মনসিজ-লজ্জাকর ॥
জাবকজুত পদকমল সুহায়ে।	চরণকমল শোভে অলক্তকযুত।
মুনি মন মধুপ রহত জিন্হ ছায়ে	মুনি-মন-মধুকর যাহাতে নিযুত ॥
পীত পুনীত মনোহর ধোতী।	পীতবর্ণ সুপবিত্র মনোহর ধুতি।
হরত বাল রবি দামিন জোতী ॥	হার মানে বালরবি সৌদামিনী-দ্যুতি ॥
কল কিঙ্কিনি কটিসূত্র মনোহর।	কলকিঙ্কিণির কটিসূত্র মনোহর।
বাহু বিশাল বিভূষণ সুন্দর ॥	বাহু সুবিশাল যাহে ভূষণ সুন্দর ॥
পীত জনেউ মহাছবি দেঈ।	পীত যজ্ঞ-উপবীতে মহাশোভা হয়।
করমুদ্রিকা চোরি চিত লেঈ ॥	কর-অঙ্গুরীয় চিত চুরি ক'রে লয় ॥
সোহত ব্যাহসাজ সব সাজে।	শোভিত আছিল সব বিবাহের সাজে।
উর আয়ত ভূষণ উর রাজে ॥	আয়ত উরস্ তাহে আভরণ রাজে ॥
পিয়র উপরনা কাঁখা সোতী।	পীতবর্ণ উত্তরীয় শোভে কক্ষস্থল।
দুহুঁ আচারন্হি লগে মণি মোতী ॥	মণি-মুক্তাযুক্ত যার উভয় অঞ্চল
নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা।	নয়ন-কমল—কর্ণে সুচারু কুণ্ডল।
বদনু সকল সৌন্দর্য্য নিধানা ॥	বদন সে সমুদয় সৌন্দর্য্যের স্থল ॥
সুন্দর ভৃকুটি মনোহর নাসা।	সুন্দর ভ্রুকুটি কিবা নাসিকা শোভন।
ভালতিলকু রুচিরতা নিবাসা।	ললাটে তিলক সুষমার নিকেতন।
সোহত মৌর মনোহর মাথে।	শিরোদেশে মনোহর মউড় শোভিত।
মঙ্গলময় মুকুতামণি গাথে ॥	সুমঙ্গলময় মণি মুক্তায় গ্রথিত ॥

হিন্দী

গাথে মহামণি মৌর
মঞ্জুল অঙ্গ সব চিতচিরহীঁ।
পুরনারী সুরসুন্দরী বরহি
বিলোকি সব তৃণ তোরহীঁ॥

মণি বসন ভূষণ বারি
আরতি করহিঁ মঙ্গল গাবহীঁ।
সুর সুমন বরিষহিঁ সুত মাগধ
বন্দি সুযস সুনাবহীঁ॥

কোহবরহিঁ আনে কুঅঁর কুঅঁরি
সুআসিনিন্হ সুখ পাই কৈ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি
লাগীঁ করন মঙ্গল গাই কৈ।

লহকৌরি গৌরি শিখাব রামহিঁ
সীয় সন সারদ কহহিঁ।
রনিবাস হাস বিলাস রস বশ
জনম কো ফল সব লহহিঁ॥

নিজ পাণি মণি মহঁ দেখি
প্রতিমূরতি স্বরূপ নিধান কী
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি
বিরহ-ভয়-বশ জানকী॥

বাঙ্গলা

মহামণি খচিত মউড়
মঞ্জু অঙ্গ সব চিত্ত হরে।
পুর আর সুর সুন্দরীরা
বরে হেরি 'তৃণ-ছিন্ন'† করে॥

দিয়া মণি বস্ত্র ভূষা ডালি
বরণিয়া শুভগীতি গায়।
দেবগণ বরষে সুমন
সুত বন্দী সুযশ শুনায়॥

বরকন্যা আনে নৃত্যশালে
এয়োগণ আনন্দ পাইয়া।
অতি প্রেমে করে লোকাচার
সুমঙ্গল সঙ্গীত গাহিয়া॥

'দধি-চিনি-গ্রাস'* গৌরি রামে
শিখান, সীতায় বাণী কয়।
হাস্য-লীলা-রসে অন্তঃপুর
মগ্ন, সবে জন্ম-ফল পায়॥

নিজ-পাণি-মণি-মাঝে হেরি
প্রতিরূপ রূপ-নিধানের।
ভুজবল্লী না চালে জানকী
হইবে বিরহ দর্শনের॥

---

† অমঙ্গল দূর করার বিশ্বাসে

* স্ত্রী আচার

হিন্দী

কৌতুক বিনোদ প্রমোহু প্রেমু
ন জাই কহি জানহিঁ অলী।
বর কুঅঁরি সুন্দর সকল সখী
লিবাই জনবাসহিঁ চলী॥

তেহি সময় সুনিয় অশীষ
জহঁ তহঁ নগর নভ আনন্দ মহা।
চির জিয়হু জোরী চারু চারিহুঁ
মুদিতমন সবহী কহা॥

যোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীশ দেব
বিলোকি প্রভু দুন্দুভী হনী।
চলে হরষি বরষি প্রসূন
নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী॥

সহিত বধুটিন্হ কুঅঁর সব
তব আয়ে পিতু পাশ।
শোভা মঙ্গল মোদ ভরি
উমগেউ জনু জনবাস॥

পুনি জেবনার ভঈ বহু ভাঁতি।
পঠয়ে জনক বোলাই বরাতী॥
পরত পাবঁড়ে বসন অনূপা।
সুতন্হ সমেত গবন কিয় ভূপা॥

বাঙ্গলা

কৌতুক বিনোদ প্রেমামোদ
অনির্ব্বাচ্য—জানে সখিদলে।
মনোহর বরকন্যা ল'য়ে
সখিগণ জনবাসে চলে॥

সে সময় শুনিয়া আশিস্
হৃষ্ট পুরাকাশ সব ঠাঁই।
"দীর্ঘজীবী চারু চারিজোড়
হ'ক"—হর্ষে কহিল সবাই॥

যোগীন্দ্র মুনীশ সিদ্ধ দেব
রামে হেরি দুন্দুভি বাজায়।
চলে হর্ষি কুসুম বরষি
'জয়' গাহি নিজ লোকে যায়॥

বধূসহ কুমার সকলে
আসে তবে পিতৃদেব পাশ।
মঙ্গলেতে শোভামোদে ভরি
উছলিয়া উঠে জনবাস॥

পুনরায় ভোজ হয় বিবিধ বিধান।
বরযাত্রীগণে করে জনক আহ্বান॥
পাতি দিল পদতলে বসন অনুপ।
পুত্রগণে সঙ্গে ল'য়ে যাইলেন ভূপ॥

হিন্দী

সাদর সব কে পায় পখারে।
যথাযোগ পীড়ন বৈঠারে॥
ধোয়ে জনক অবধপতিচরণা।
শীল সনেহ যাই নহিঁ বরণা॥

বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোয়ে।
জে হর হৃদয়কমল মহঁ গোয়ে॥
তীনিউ ভাই রামসম জানি।
ধোয়ে চরণ জনক নিজ পাণি॥

আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে।
বোলি সূপকারী সব লীন্হে॥
সাদর লগে পরন পনবারে।
কণককীল মণিপান সবঁারে॥

সূপোদন সুরভী সরপি
সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ছন মহঁ সব কে পরুসি গে
চতুর সুআর বিনীত॥

পঞ্চকবলি করি জেবন লাগে।
গারি গান সুনি অতি অনুরাগে॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে।
সুধাসরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে॥

বাঙ্গলা

সমাদরে সকলের চরণ ধোয়ায়।
যাহার যেমন যোগ্য আসনে বৈঠায়॥
অযোধ্যেশ-পদ করে জনক ক্ষালন।
শীলতা যতন তাঁর না হয় বর্ণন॥

পরে রাম-পাদপদ্ম করে প্রক্ষালন।
হর-হৃদিপদ্ম-মাঝে যা রহে গোপন॥
তিন ভ্রাতাকেই রামসম করি জ্ঞান।
জনক আপন করে চরণ ধোয়ান॥

উচিত আসন নৃপ সকলে দানিয়া।
সূপকারগণ সবে লয়েন ডাকিয়া॥
সযতনে পাতা সব লাগিল পড়িতে।
স্বর্ণখিল মণিপত্র লাগিল শোভিতে॥

অন্ন ও ব্যঞ্জন গব্যঘৃত
সুন্দর ও সুস্বাদু পবিত।
ক্ষণমাত্রে পরিবেষে সবে
সূপকার চতুর বিনীত॥

পঞ্চগ্রাস করি তবে ভক্ষিবারে লাগে।
গালির সঙ্গীত শুনি—অতি অনুরাগে॥
পকান্ন পড়িল সব প্রকারে নানান।
অমৃতের সম, তার কে করে বাখান॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
পরসন লগে সুআর সুজানা।	পারস করয়ে সব বিজ্ঞ সূপকার।
বিঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা॥	বিবিধ ব্যঞ্জন নাম কেবা জানে তার॥
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঈ	ভোজনের বিধি হয় চারিটী প্রকার।
এক এক বিধি বরণি ন জাঈ॥	একটী বিধিও অনির্ব্বচনীয় তার॥
ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী।	ছ'রস-ব্যঞ্জন চারু বহুল প্রকার।
এক এক রস অগণিত ভাঁতি॥	এক এক রসেরই অগণিত যার॥
জেবত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী।	ভোজনিয়াদের দেয় গালি মধুস্বরে।
লেই লেই নাম পুরুষ অরু নারী॥	স্বামী আর স্ত্রীর নাম উল্লেখ ক'রে॥
সময় সুহাবনি গারি বিরাজা।	সময়ের উপযোগী ব্যঙ্গ-গীতি হয়।
হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা॥	পরিষদ সহ রাজা শুনিয়া হাসয়॥
এহি বিধি সবহী ভোজনু কীন্হা।	এইরূপে সর্ব্বজনে করিলে ভোজন।
আদরসহিত আচমনু দীন্হা॥	আদর সহিত করাইল আচমন॥
দেই পান পূজে জনক	পান দিয়া পূজিল জনক
দশরথ সহিত সমাজ	দশরথে সহ পরিজন
জনবাসে গবনে মুদিত	জনবাসে যায় ফুল্লমনে
সকল ভূপ শিরতাজ	সর্ব্ব-ভূপ-শির-বিভূষণ।
নিত নূতন মঙ্গল পুর মাহীঁ।	পুরে নিত্য নব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।
নিমিষসরিস দিন যামিনি জাহীঁ॥	দিন রাত্রি কাটে যেন নিমেষ সমান॥
বড়ে ভোর ভূপতিমণি জাগে।	অতীব প্রত্যুষে ভূপ শিরোমণি জাগে।
জাচক গুনগণ গাবন লাগে॥	যাচকেরা গুণগান গাহিবারে লাগে॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
দেখি কুঅঁর বর বধূন্হ সমেতা।	দেখিয়া কুমারগণে সহ বধূগণ।
কিমি কহি জাত মোদ মন জেতা॥	যে আনন্দ মনে, করি কেমনে বর্ণন ?
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পাহীঁ।	প্রাতকৃত্য সমাপিয়া যান গুরুপাশ।
মহাপ্রমোদ প্রেমু মনু মাহীঁ॥	অন্তরেতে প্রেম আর অতীব উল্লাস॥
করি প্রণামু পূজা কর জোরী।	করিয়া প্রণাম পূজা জোড় করি পাণি।
বোলে গিরা অমিয় জনু বোরী॥	বলিবারে লাগিলেন সুধাময় বাণী॥
তুম্হরী কৃপা সুনহু মুনিরাজা।	তব অনুকম্পায় শুন মুনিরাজ।
ভয়উ আজু মৈঁ পূরণকাজা॥	পরিপূর্ণ হ'ল আজ মোর সর্ব্বকাজ॥

* * * *

বরবিদায়

হিন্দী

জনক সনেহ শীলু করতুতী।
নৃপু সব ভাঁতি সরাহ বিভূতি॥
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাঁগা।
রাখহিঁ জনক সহিত অনুরাগা॥

দিন নূতন আদরু অধিকাঈ।
দিনপ্রতি সহস ভাতি পহুনাঈ॥
নিত নব নগর আনন্দ উছাহূ।
দশরথ গবঁন সুহাই ন কাহূ॥

বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতী।
জনু সনেহরজু বঁধে বরাতী॥
কৌশিক সতানন্দ তব জাঈ।
কহা বিদেহ নৃপহি সমুঝাই॥

অব দশরথ কহঁ আয়সু দেহূ।
যদ্যপি ছাঁড়ি ন সকহু সনেহূ॥
ভলেহিঁ নাথ কহি সচিব বোলায়ে।
কহি জয় জীব শীষ তিন্হ নায়ে॥

অবধনাথ চাহত চলন
ভীতর করহু জনাউ।
ভয়ে প্রেমবশে সচিব সুনি
বিপ্র সভাসদ রাউ॥

বাঙ্গলা

জনকের স্নেহ শীল সৎকর্ম্ম বিভূতি।
প্রশংসা করেন সর্ব্ব প্রকারে নৃপতি॥
বিদায় প্রত্যহ উঠি অযোধ্যেশ মাগে।
রাখেন জনক তাঁরে ধরি অনুরাগে॥

নিত্যই অধিকতর আদর নবীন।
সহস্র প্রকার আতিথেয় প্রতিদিন॥
আনন্দ উৎসব নব নিত্যই নগরে।
দশরথ-যাত্রা ভাল নাহি লাগে কারে॥

বহুদিন গত হয় এমনি প্রকারে।
যেন বরযাত্রে বাঁধি রাখে স্নেহডোরে॥
বিশ্বামিত্র সতানন্দ যাইয়া তখন।
নরপতি বিদেহেরে বুঝাইয়া ক'ন॥

এক্ষণে দশরথে দাও অনুমতি।
যদিও ছাড়িতে নার স্নেহ তাঁর প্রতি॥
'উত্তম হে নাথ' কহি ডাকেন মন্ত্রীরে।
'জয় জীব' কহি সেহ রহে নত শিরে॥

অযোধ্যেশ চ'লে যেতে চান
অন্তঃপুরে করহ জ্ঞাপন।
শুনি প্রেমবশ হ'ল—মন্ত্রী
বিপ্র সভাসদ রাজগণ॥

হিন্দী

পুরবাসী সুনি চলিহি বরাতা।
পূছত বিকল পরসপর বাতা॥
সত্য গবনু সুনি সব বিলখানে।
মনহুঁ সাঝ সরসিজ সকুচানে।

* *

দাইজ অমিত ন সকিয় কহি
দীন্হ বিদেহ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি
লোক সম্পদা থোরি॥

সব সমাজু এহি ভাঁতি বনাঈ।
জনক অবধপুর দীন্হ পঠাঈ॥
চলিহি বরাত সুনত সব রাণী।
বিকল মীনগণ জনু লঘু পাণী॥

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহীঁ।
দেই অশীস শিখাবন দেহীঁ॥
হোয়হু সন্তত পিয়হি পিয়ারী।
চির অহিবাত অশীস হমারী॥

সাসু সসুর গুরু সেবা করহূ।
পতিরুখ লখি আয়সু অনুসরহূ॥
অতি সনেহ বশ সখী সয়ানী।
নারিধরমু সিখবহিঁ মৃদুবাণী॥

বাঙ্গলা

পুরবাসী শুনি যাবে বরযাত্রী দল।
পরস্পর পুছে বার্ত্তা হইয়া বিকল॥
সত্যই যাইবে শুনি সকলে দুঃখিত।
যেমতি সন্ধ্যায় হয় পদ্ম সঙ্কুচিত॥

* *

অনির্ব্বাচ্য অমিত যৌতুক
বিদেহ দানিল পুনর্ব্বার।
যাহা অবলোকি লোকপতি
ভাবে অল্প বিত্ত আপনার॥

সকল সমাজ এইরূপে সাজাইয়া।
জনক অযোধ্যাপুরে দিল পাঠাইয়া॥
চলি যাবে বরযাত্র শুনি সব রাণী।
যেমতি বিকল মৎস মাঝে অল্প পানি॥

পুনঃ পুনঃ ক্রোড়দেশে লইয়া সীতারে।
আশীর্ব্বাদ প্রদানিয়া শিক্ষা দেন তাঁরে॥
নিরবধি হ'য়ে থাক প্রেয়সী প্রিয়ের।
চির ভাগ্যবতী হও আশিস্ মোদের॥

শ্বশুর শাশুড়ী গুরু করিবে সেবন।
পতি-মন বুঝি আজ্ঞা করিবে পালন॥
অতি স্নেহবশে যত সখীরা সেয়ানী
নারীধর্ম্ম শিক্ষা দেয় কহি মৃদুবাণী॥

হিন্দী

সাদর সকল কুঅঁরি সমুঝাঈ।
রানিন্‌হ বার বার উর লাঈ॥
বহুরি বহুরি ভেটহিঁ মহতারী।
কহহিঁ বিরঞ্চি রচী কত নারী॥

তেহি অবসর ভাইন্‌হ সহিত
রাম ভানু-কুলকেতু।
চলে জনকমন্দির মুদিত
বিদা করাবান হেতু॥

* *

রূপসিন্ধু সব বন্ধু লখি
হরষি উঠেউ রনিবাসু।
করহিঁ নিছাবরি আরতী
মহামুদিত মন সাসু॥

দেখি রামছবি অতি অনুরাগীঁ।
প্রেমবিবশ পুনি পুনি পদ লাগীঁ॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাই।
সহজ সনেহু বরণি কিমি জাই॥

ভাইন্‌হ সহিত উবটি অন্‌হবায়ে।
ছরস অশন অতিহেতু জেবায়ে॥
বোলে রামু সুঅবসর জানী।
শীল সনেহু সকুচময়বাণী॥

বাঙ্গলা

কুমারীগণেরে সবে বুঝায়ে আদরে।
রাণীগণ বার বার বক্ষেতে ধরে॥
পুনঃ পুনঃ দরশন করেন জননী।
কহেন বিধাতা কেন গড়েন রমণী॥

সেইকালে ভ্রাতৃগণ-সহ
রামচন্দ্র ভানু-কুল-কেতু।
সুখে যান জনকভবনে
বিদায়ের অনুমতি হেতু॥

* *

রূপসিন্ধু ভ্রাতৃগণে হেরি
অন্তঃপুর হয় উল্লসিত।
বরণ করয়ে ডালি ল'য়ে
শ্বশ্রূদেবী পুলকিত চিত॥

রামের মূরতি দেখি অতি অনুরাগে।
প্রেমময় পুনঃ পুনঃ প্রণমিতে লাগে॥
লজ্জা নাহি রয়, প্রীতি অন্তর ছায়।
কেমনে সহজ স্নেহ বরণন যায়?

করাইয়া ভ্রাতৃসহ অভ্যঙ্গ স্নান।
ছ'রস ভোজন অতি যতনে খাওয়ান॥
বলেন শ্রীরাম শুভ অবসর জানি॥
সঙ্কোচ শীল আর স্নেহময় বাণী॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
রাউ অবধপুর চহত সিধায়ে।	নৃপতি অযোধ্যাপুরী যাইবারে চান।
বিদা হোন হম ইহাঁ পঠায়ে॥	মোদের বিদায় নিতে হেথায় পাঠান॥
মাতু মুদিত মন আয়সু দেহূ।	হে মাত! প্রসন্নমনে অনুমতি দেহ।
বালক জানি করব নিত নেহূ॥	বালক জানিয়া নিত্য করিবেক স্নেহ॥
সুনত বচন বিলখেউ রনিবাসূ।	শুনি বাণী ক্ষুব্ধ হ'ন অন্তঃপুরবাসী।
বোলি ন সকহিঁ প্রেমবশ সাসূ॥	প্রেমাপ্লুতা শ্বশ্রূ নারে বলিতে প্রকাশি॥
হৃদয় লগাই কুঅঁরি সব লীন্হী।	কুমারীগণেরে সবে বক্ষে ধরি লয়।
পতিন্হ সৌঁপি বিনতী অতি কীন্হী॥	পতিগণে সঁপি করে অতীব বিনয়॥
করি বিনয় সিয় রামহিঁ সমরপী জোরি কর পুনি পুনি কহই।	রামে সঁপি সীতা সবিনয় করযোড়ি কহে বার বার।
বলি জাউঁ তাত সুজান তুম কহ বিদিত গতি সব কী অহই॥	বলি যাই—বিজ্ঞ তাত তুমি অবগত গতি সবাকার॥
পরিবার পুরজন মোহি রাজহি প্রাণপ্রিয় সিয় জানিবী।	আমি, রাজা, গৃহী পুরজন সবা-প্রাণপ্রিয় সীতা জেনো।
তুলসী সুশীল সনেহ লখি নিজ কিঙ্করী করি মানবী॥	তুলসী কহে—স্নেহ শীল দেখি আপন কিঙ্করী বলি মেনো॥
তুম পরিপূরণ কাম জান শিরোমণি ভাব প্রিয়	তুমি রাম পরিপূর্ণ কাম জ্ঞানী শিরোমণি ভাবপ্রিয়।
জন গুণ গাহক রাম দোষদলন করুণায়তন॥	জন-গুণ করহ গ্রহণ দোষ দলি'—করুণার গৃহ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
অস কহি রহী চরণ গহি রাণী।	ইহা কহি চরণ ধরিয়া রহে রাণী।
প্রেমপঙ্ক জনু গিরা সমানী॥	প্রেমপঙ্কে নিমজ্জিত যেন তাঁর বাণী॥
সুনি সনেহসানী বরবাণী।	উত্তম ভাষণ শুনি স্নেহেতে মাখান।
বহু বিধি রাম সাসু সনমানী॥	শ্বশ্রূরে করেন রাম বহুল সম্মান॥
রাম বিদা মাঁগা কর জোরী।	বিদায় মাগেন রাম করি যোড়হাত।
কীন্হ প্রণাম বহোরি বহোরী॥	বারম্বার চরণেতে করি প্রণিপাত॥
পাই অশীস বহুরি সিরু নাঈ।	আশীর্ব্বাদ লভি পুন নত করি মাথ।
ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ॥	ভ্রাতৃগণ সহিত চলেন রঘুনাথ।
মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী।	সুন্দর মধুর মূর্ত্তি হৃদয়েতে আনি।
ভঈ সনেহ শিথিল সব রাণী॥	হইলেন স্নেহেতে শিথিল সব রাণী॥
পুনি ধীরজু ধরি কুঅঁরি হঁকারী।	ধৈরয ধরিয়া পুন ডাকি কন্যাগণ।
বার বার ভেটহিঁ মহতারী॥	বারম্বার মাতৃদেবী করেন দর্শন॥
পহুঁচাবহিঁ ফির মিলহিঁ বেহোরী।	বিদায় দানিয়া পুন মিলেন আসিয়া।
বঢ়ী পরসপর প্রীতি ন থোরী॥	পরস্পর প্রীতি আরো যাইল বাড়িয়া।
পূনি পূনি মিলতি সখিন্হ বিলগাঈ।	সখিগণে সরাইয়া মিলে বার বার।
বাল বচ্ছ জিমি ধেনু লবাঈ॥	ধেনু যথা ল'য়ে গেলে নব বৎসে তার।
প্রেমবিবশ নরনারি সব সখিন্হ সহিত রনিবাসু। মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর করুণা বিরহ নিবাসু॥	প্রেমবশ নরনারীগণ সখিগণ সহ অন্তঃপুর। করে যেন বিদেহের পুরে করুণা ও বিরহের পুর॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
শুক সারিকা জানকী জ্যায়ে।	শুক সারি যাহাদের জানকী পালিল।
কনকপিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়ায়ে॥	কনক পিঞ্জরে রাখি যত্নে পড়াইল॥
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী।	ব্যাকুল অন্তরে কহে 'বৈদেহী কোথায়?'
সুনি ধীরজু পরিহরই ন কেহী॥	তাহা শুনি কেবা নাহি ধৈরয হারায়?
ভয়ে বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁতী।	এইরূপে পশুপাখী হইল বিকল।
মনুজদশা কৈসে কহি জাতী॥	মানুষের দশা কহি কি প্রকারে বল?
বন্ধুসমেত জনকু তব আয়ে।	ভ্রাতার সহিত আসে জনক তখন।
প্রেম উমগি লোচন জল ছায়ে॥	উথলিয়া প্রেম-অশ্রু ভরিল লোচন॥
সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী।	সীতারে হেরিয়া ধৈর্য্য হয় পলায়িত।
রহে কহাবত পরমবিরাগী॥	পরম বিরাগী বলি আছিলেন খ্যাত॥
লীন্হি রায় উর লাই জানকী।	ভূপতি সীতারে ল'য়ে বক্ষেতে ধরিল।
মিটী মহামরজাদ জ্ঞান কী॥	জ্ঞানের মর্য্যাদা মহা নিঃশেষ হইল॥
সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে।	সুবিজ্ঞ সচিব সব যবে বুঝাইল।
কীন্হ বিচারু অনবসর জানে॥	অবসর নহে বলি বিচার করিল॥
বারহিঁ বার সুতা উর লাঈ।	বার বার বক্ষলগ্ন করি তনয়ায়।
সজি সুন্দর পালকী মঁগাঈ॥	সাজাইয়া সুন্দর পালকি আনায়॥
প্রেমবিবশ পরিবারু সবু জানি সুলগন নরেশ কুঅঁরি চঢ়াঈ পালকিন্হ সুমিরে সিদ্ধ গণেশ	প্রেমবশ পরিবার সবে, সুলগন জানিয়া নরেশ। কুমারীরে চড়ায়ে পাল্কীতে স্মরিলেন সিদ্ধ গণেশ॥

হিন্দী

বহু বিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈ।
নারিধরম কুলরীতি শিখাঈ।
দাসী দাস দিয়ে বহুতেরে।
সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় কেরে॥

সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী।
হোহিঁ সগুণ শুভ মঙ্গলরাশী॥
ভূসুর সচিব সমেত সমাজা।
সঙ্গ চলে পহুঁচাবন রাজা॥

সময় বিলোকি বাজনে বাজে।
রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে॥
দশরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে।
দান মান পরিপূরণ কীন্হে॥

চরণ সরোজ ধূরি ধরি শীষা।
মুদিত মহীপতি পাই অশীসা॥
সুমিরি গজানন কীন্হ পয়ানা।
মঙ্গলমূল সগুন ভয়ে নানা॥

সুর প্রসূন বরষহিঁ হরষি
করহিঁ অপছরা গান।
চলে অবধপতি অবধপুর
মুদিত বজাই নিসান॥

বাঙ্গলা

বহুবিধ তনয়ারে বুঝান ভূপতি
শিখালেন নারীধর্ম্ম আর কুলরীতি।
বহুতর দাসদাসী দিলেন রাজন।
শুদ্ধ সেবক যারা সীতা প্রিয় জন॥

সীতার গমনে পুরবাসীরা ব্যাকুল।
সুলক্ষণ হয় সব মঙ্গলমূল॥
ব্রাহ্মণ সচিব সহ সভাসদগণ।
পহুছাতে সঙ্গেতে চলেন রাজন॥

সময় হইল দেখি বাজনা বাজায়।
বরযাত্রী রথ গজ তুরঙ্গ সাজায়॥
দশরথ বিপ্রগণে করিয়া আহ্বান।
পরিতুষ্ট করিলেন দিয়া দান মান॥

চরণ-সরোজ-রেণু মাথায় ধরিয়া।
আনন্দিত মহীপতি আশিস্ পাইয়া।
স্মরি গজাননে তবে করেন প্রয়াণ।
মঙ্গলজনক চিহ্ন হইল নানান॥

হর্ষে সুর কুসুম বরষে
অপ্সরাগণ গান করে
অযোধ্যার পতি অযোধ্যায়
চলে সুখে ভেরী-বাদ্য ক'রে।

হিন্দী

নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে।
সাদর সকল মাঁগনে টেরে॥
ভূষণ বসন বাজি গজ দীন্হে।
প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্হে॥

বার বার বিরদাবলি ভাখী।
ফিরে সকল রামহি উর রাখী॥
বহুরি বহুরি কোশলপতি কহহীঁ।
জনকু প্রেমবশ ফিরন ন চহহীঁ॥

পুনি কহ ভূপতি বচন সুহায়ে।
ফিরিয় মহীপ দূরি বড়ি আয়ে॥
রাউ বহোরি উতরি ভয়ে ঠাঢ়ে।
প্রেমপ্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে॥

তব বিদেহু বোলে কর জোরী।
বচন সনেহসুধা জনু বোরী॥
করউ কবন বিধি বিনয় বনাঈ।
মহারাজ মোহি দীন্হি বড়াঈ॥

কোশলপতি সমধী সজন
সনমানে সব ভাতি।
মিলনি পরসপর বিনয়
অতি প্রীতি ন হৃদয় সমাতি॥

বাঙ্গলা

নৃপতি বিনয় করে—ফিরে মহাজন।
সাদরে যাচকগণে করি সম্ভাষণ॥
ভূষণ বসন বাজী গজ সবে দিল।
প্রেমেতে সন্তুষ্ট করি সবে থামাইল॥

বার বার গুণাবলি করিয়া কীর্ত্তন।
ফিরে সবে রামে হৃদে করিয়া ধারণ॥
বারম্বার কহিলেন কোশলাধিপতি।
প্রেমবশ জনকের ফিরিতে না মতি॥

পুন কহে নরপতি বচন মধুর।
ফিরহ মহীপ, আসিয়াছ বহু দূর॥
অবতীর্ণ হ'য়ে রাজা রহে দাঁড়াইয়া।
প্রেমের প্রবাহ নেত্রে যাইল বাড়িয়া॥

করযোড় করি কহে বিদেহ তখন।
যেন স্নেহ-অমৃতে নিষিক্ত বচন॥
"কোন প্রকারেতে করি বিনয় রচিয়া?
মহারাজ আমারে ত দিল বাড়াইয়া!"

কোশলেশ সাধু বৈবাহিকে
সম্মান করেন সর্ব্ববিধি।
পরস্পর মিলনে বিনয়
অতি প্রীতি নাহি ধরে হৃদি॥

হিন্দী

মুনি মণ্ডলিহি জনক শিরু নাবা।
আশিরবাদ সবহি সন পাবা॥
সাদর পুনি ভেটে জামাতা।
রূপ শীল গুণ নিধি সব ভ্রাতা॥

জোরি পঙ্করুহ পাণি সুহায়ে।
বোলে বচন প্রেম জনু জায়ে॥
রাম করউঁ কেহি ভাঁতি প্রশংসা।
মুনি মহেশ মন মানস হংসা॥

সুনি বরবচন প্রেম জনু পোষে।
পূরনকামু রামু পরিতোষে॥
করি বর বিনয় শ্বশুর সনমানে।
পিতু কৌশিক বশিষ্ঠ সম জ্ঞানে॥
বিনতী বহুরি ভরত সন কীন্হী।
মিলি সপ্রেম পুনি আশিষ দীন্হী॥

মিলে লষণ রিপুসূদনহি
দীন্হি অশীস মহীশ।
ভয়ে পরসপর প্রেমবশ
ফিরি ফিরি নাবহিঁ শীশ॥

বার বার করি বিনয় বড়াঈ।
রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ॥
জনক গহে কৌশিকপদ জাঈ।
চরণরেণু শির নয়ন্হি লাঈ॥

বাঙ্গলা

জনক মুনিমণ্ডলে করি নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ পাইলেন নিকটে সবার॥
সাদরে মিলেন পুন সহিত জামাতা।
রূপ শীল আর গুণ-নিধি সব ভ্রাতা॥

জোড় করি পঙ্কজ পাণি সুশোভন।
বলিলেন যেন প্রেমজাত সুবচন॥
"হে রাম, প্রশংসা তব করি কি প্রকারে।
হংস তুমি মুনি-হর-মন-মান-সরে॥"

শুনি সেই বরবাণী যেন প্রেমপুষ্ট।
পূর্ণকাম রামচন্দ্র হ'ন পরিতুষ্ট॥
অতীব বিনয় করি শ্বশুরে সম্মানে।
পিতা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সম জ্ঞানে॥
ভরতের প্রতি পুন শিষ্টাচার করে।
আবার আশিস্ দেন মিলি প্রেমভরে।

লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সনে মিলি
আশীর্ব্বাদ দেন মহীপতি
পরস্পর প্রেমবশ হ'য়ে
ফিরিয়া ফিরিয়া করে নতি।

বার বার করি তবে প্রশংসা বিনতি
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে চলিলেন রঘুপতি॥
জনক ধরেন গিয়া কৌশিক চরণ।
পদরেণু শিরে নেত্রে করেন গ্রহণ॥

হিন্দী

সুনু মুনীশবর দরশন তোরে।
অগম ন কছু প্রতীতি মন মোরে॥
জো সুখ সুযশ লোকপতি চহহীঁ।
করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ॥

সো সুখ সুযশ সুলভ মোহি স্বামী।
সব সিধি তব দরশন অনুগামী॥
কীন্হ বিনয় পুনি পুনি শিরু নাঈ।
ফিরে মহীশ আশিষা পাঈ॥

চলী বরাত নিসান বজাঈ।
মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ॥
রামহিঁ নিরখি গ্রাম নর নারী।
পাই নয়নফল হোহিঁ সুখারী॥

বীচ বীচ বর বাস করি
মগলোগন্হ সুখ দেত।
অবধ সমীপ পুনীত দিন
পহুঁচী আই জনেত॥

হনে নিসান পনব বর বাজে।
ভেরি শঙ্খ ধুনি হয় গয় গাজে॥
ঝাঁঝি ভেরি ডিণ্ডিমী সুহাঈ।
সরসরাগ বাজহিঁ সহনাঈ॥

বাঙ্গলা

শুন ওহে মুনীশ্বর তব দরশনে।
অলভ্য না কিছু মোর বিশ্বাস মনে॥
যেই সুখ যে সুযশ চাহে লোকপতি।
করিবারে মনোরথ সঙ্কুচিত মতি॥

সে সুখ সুযশ সুখে লভ্য মোরে, স্বামী।
সব সিদ্ধি তব দরশন অনুগামী॥
করেন বিনয় পুনঃ পুনঃ নত শিরে।
আশীর্ব্বাদ পেয়ে তবে মহীশ্বর ফিরে॥

দুন্দুভি বাজায়ে চলে বরযাত্রীগণ।
হরষিত চিত্ত ছোট বড় সর্ব্বজন॥
রামেরে নিরখি গ্রাম্য নরনারীগণ।
নয়ন সার্থক করে হয় প্রীতিমন॥

মধ্যে মধ্যে বরবাস করি
পথে লোকগণে সুখ দিয়া।
অযোধ্যা-সমীপে পুণ্য দিনে
পঁহুছিল জনতা আসিয়া॥

নাগারা ডম্‌ডমে আর বরডঙ্কা বাজে।
ভেরি শঙ্খধ্বনি হয়, গর্জ্জে অশ্ব গজে॥
ঝাঁঝ তুরি ডুগ্‌ডুগী কিবা শোভাদায়ী।
সুমধুর রাগিনীতে বাজিল সানাই॥

অযোধ্যায় আগমন

হিন্দী	বাঙ্গলা
পুরজন আবত অকনি বরাতা।	বরযাত্রী আসিতেছে শুনি পুরজন।
মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা॥	পুলকিত গাত্র সবে প্রমুদিত মন॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সবঁারে।	সাজাইল নিজ নিজ সুন্দর আগার।
হাট বাট চৌহট আর পুরদ্বারে॥	হাট বাট চৌপথ আর পুরদ্বার॥
গলী সকল অরগজা সিঁচাঈ।	গলি সমূহেতে করে সুগন্ধি সিঞ্চন।
জহঁ তহঁ চৌকে চারু পুরাঈ॥	যথা তথা আঁকি রাখে চারু আলিম্পন॥
বনা বজারু ন জাই বখানা।	রচিল বাজার যার না হয় বাখান।
তোরণ কেতু পতাক বিতানা॥	দিয়া ধ্বজা পতাকা ও তোরণ বিতান॥
সফল পূগফল কদলি রসালা।	ফলযুক্ত সুপারী ও কদলী রসাল।
রোপে বকুল কদম্ব তমালা॥	রোপিল বকুল আর কদম্ব তমাল॥
লগে সুভগ তরু পরশত ধরণী।	ভূমি স্পর্শমাত্র লাগে সুন্দর কায়।
মণিময় আলবাল কলকরণী॥	মণিময় আলবাল কারুকার্য্য তায়॥
বিবিধ ভাঁতি মঙ্গলকলস	নানাবিধ মঙ্গলকলস
গৃহ গৃহ রচে সবঁারি।	গৃহে গৃহে সজ্জিত রাখিয়া।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ	সুর ব্রহ্মা সবে প্রশংসয়
সব রঘুবর পুরী নিহারি॥	রঘুবর পুরী নেহারিয়া॥
ভূপভবন তেহি অবসর সোহা।	রাজবাটী সেই কালে এমনি শোভিত
রচনা দেখি মদন মন মোহা॥	রচনা দেখিয়া কাম-মানস মোহিত॥
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ।	মঙ্গল শকুন শোভে অতি মনোহর।
রিধি সিধি সুখ সম্পদা সুহাঈ॥	ঋদ্ধি সিদ্ধি সুখযুক্ত সম্পদ সুন্দর॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
জনু উছাহ সব সহজ সুহায়ে।	উৎসাহ সকল যেন স্বভাব-সুন্দর।
তনু ধরি ধরি দশরথগৃহ আয়ে॥	দেহ ধরি ধরি আসে দশরথ-ঘর।
দেখন হেতু রামবৈদেহী।	দরশন করিবারে শ্রীরাম জানকী।
কহহু লালসা হোই ন কেহী॥	লালসা না হইবেক কার কহ দেখি ?
জুথ জুথ মিলি চলী সুআসিনি।	দলে দলে মিলি চলে সৌভাগ্যবতী।
নিজ ছবি নিদরহিঁ মদনবিলাসিনি॥	নিজ শোভা নিন্দে হেরি মদনের রতি
সকল সুমঙ্গল সজে আরতী।	সকলেতে সুমঙ্গল সাজায় আরতি।
গাবহিঁ জনু বহুবেশ ভারতী॥	গাহিতেছে যেন বহুবেশে সরস্বতী॥
ভূপতিভবন কোলাহলু হোঈ।	ভূপতির ভবনেতে কোলাহল হয়।
জাই ন বরণি সমউ সুখু সোঈ॥	বর্ণন না যায় যেই সুখ সে সময়॥
কৌশল্যাদি রামমহতারী।	কৌশল্যা প্রভৃতি রাম-মাতৃদেবীগণ।
প্রেমবিবশ তনুদশা বিসারী॥	প্রেমবশ—দেহজ্ঞান হ'ন বিস্মরণ॥
দিয়ে দান বিপ্রন্হ বিপুল পূজি গণেশ পুরারি।	বিপ্রগণে দেয় বহুদান পূজি গণপতি ত্রিপুরারি।
প্রমুদিত পরমদরিদ্র জনু পাই পদারথ চারি॥	প্রমুদিত পরম দরিদ্র যেন পেয়ে পদার্থ চারি॥
মোদ প্রমোদ বিবশ সব মাতা।	বিবশ প্রেমোল্লাসে সব মাতৃগণ।
চলহিঁ ন চরণ শিথিল ভয়ে গাতা॥	শিথিল হইল গাত্র চলে না চরণ॥
রামদরশ হিত অতি অনুরাগী।	রামদরশন হেতু অতি অনুরাগে।
পরিছন সাজু সজন সব লাগী॥	বরণের সাজসজ্জা করিবারে লাগে॥

হিন্দী

বিবিধ বিধান বাজনে বাজে।
মঙ্গল মুদিত সুমিত্রা সাজে ॥
হরদ দূব দধি পল্লব ফুলা।
পান পূগফল মঙ্গলমূলা ॥

অচ্ছত অঙ্কুর রোচন লাজা।
মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা ॥
ছুহে পূরটঘট সহজ সুহায়ে।
মদন সকুন জনু নীড় বনায়ে ॥

সগুন সুগন্ধ ন জাই বখানী।
মঙ্গল সকল সজহিঁ সব রাণী ॥
রচী আরতী বহুত বিধানা।
মুদিত করহিঁ কল মঙ্গল গানা ॥

কনকথার ভরি মঙ্গলন্হি
কমল করন লিয়ে মাত।
চলীঁ মুদিত পরিছন করন
পুলকপল্লবিত গাত ॥

ধূপধূম নভ মেচক ভয়উ।
সাবন ঘনঘমণ্ড জনু ছয়উ ॥
সুর তরু সুমন মাল সুর বরষহিঁ।
মনহুঁ বলাক অবলি মনু করষহিঁ ॥

বাঙ্গলা

নানাবিধ বিধানেতে বাজনা বাজিল
প্রফুল্লা সুমিত্রা মাঙ্গলিক সাজাইল ॥
হরিদ্রা দুর্ব্বা দধি পল্লব ও ফুল।
পান ও সুপারি ফল মঙ্গলের মূল ॥

তণ্ডুল অঙ্কুর আর গোরোচনা লাজ।
তুলসী মঞ্জরী চারু করয়ে বিরাজ ॥
সহজশ্রী স্বর্ণঘট রঙ্গি সুশোভিল।
মদন সঙ্কোচে যেন নীড় নিরমিল ॥

শকুন সুগন্ধি সব কেমনে বাখানি।
সাজাইছে মঙ্গল সামগ্রী সব রাণী ॥
আরতি রচনা করি বহুল বিধান।
প্রমুদিত করে কল মঙ্গল গান ॥

মাঙ্গলিকে স্বর্ণথাল ভরি
কমল করেতে ল'য়ে মাতা
বরিবারে চলে হৃষ্টচিতা
পুলকেতে পল্লবিতা গাতা।

ধূপধূমে কৃষ্ণবর্ণ গগন হইল।
শ্রাবণের ঘনঘটা যেন আচ্ছাদিল ॥
সুরতরু-পুষ্পমাল্য বর্ষে সুরগণ।
বলাকা যেমতি—করে চিত্ত আকর্ষণ

হিন্দী

মঞ্জুল মণিময় বন্দনবারে।
মনহুঁ পাক রিপু চাপ সবঁারে॥
প্রগটহিঁ দুরহিঁ অটন পর ভামিনি।
চারু চপল জনু দমকহিঁ দামিনি॥

দুন্দুভিধুনি ঘনগরজনি ঘোরা।
জাচক চাতক দাদুর মোরা॥
সুর সুগন্ধ সুচি বরষহিঁ বারী।
সুখী সকল শশি পুর নর নারী॥

সময় জানি গুরু আয়সু দীন্হা।
পুর প্রবেশ রঘুকুলমণি কীন্হা॥
সুমিরি শম্ভু গিরিজা গণরাজা॥
মুদিত পহীপতি সহিত সমাজা॥

হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন
সুর দুন্দুভী বজাই।
বিবুধবধূ নাচহিঁ মুদিত
মঞ্জুল মঙ্গল গাই॥

মাগধ সূত বন্দি নট নাগর।
গাবহিঁ যস তিহুঁ লোক উজাগর॥
জয়ধুনি বিমল বেদ বর বাণী।
দশ দিসি সুনিয় সুমঙ্গল সানী॥

বাঙ্গলা

সুন্দর তোরণ কিবা মণি বিমণ্ডিত।
মনে হয় যেন ইন্দ্রধনু সুশোভিত॥
ছাদপরে দৃশ্যাদৃশ্য হইছে ভামিনী।
সুচারু চঞ্চল যথা ঝলকে দামিনী॥

দুন্দুভির ধ্বনি যেন ঘন ঘোর-স্বন।
চাতক ময়ূর ভেক যাচনকগণ॥
অমর সুগন্ধ শুচি বরষয়ে বারি।
সুখী সব শস্যরূপী পুর-নরনারী॥

সময় জানিয়া গুরু দিলেন আদেশ।
রঘুকুলমণি করে পুরীতে প্রবেশ॥
স্মরণ করিয়া শিবদুর্গা গণপতি।
সমাজ সহিত প্রমুদিত মহীপতি॥

শুভ চিহ্ন হয়, বর্ষে ফুল
সুরগণ দুন্দুভি বাজায়ে।
দেববধূ নাচে ফুল্লমনে
মধুর মঙ্গল গীত গেয়ে॥

রসিক মাধব সূত বন্দী নটগণ।
গাহে যশ যাহে উজলিত ত্রিভুবন॥
জয়ধ্বনি নিরমল বেদ বাণীচয়।
দশদিকে শুনা যায় সুমঙ্গলময়॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
বিপুল বাজনে বাজন লাগে।	বিপুল বাজনা সব বাজিবারে লাগে।
নভ সুর নগর লোগ অনুরাগে॥	নভে সুর, পুরে নর মগ্ন অনুরাগে॥
বনে বরাতী বরনি ন জাহীঁ।	বরযাত্রী-ঠাটবাট বর্ণন অতীত।
মহামুদিত মন সুখ ন সমাহীঁ॥	সুখ নাহি ধরে মনে মহা প্রমোদিত॥
পুরবাসিন্হ তব রাউ জোহারে।	রাজারে প্রণমে তবে পুরবাসীগণ।
দেখত রামহিঁ ভয়ে সুখারে॥	রামেরে দেখিয়া হয় সুখান্বিত মন।
করহিঁ নিছাবরি মণিগণ চীরা।	করে সবে নিবেদন বহু মণি চীর।
বারি বিলোচন পুলক শরীরা॥	বাষ্পাকুল হয় নেত্র পুলক-শরীর॥
আরতি করহিঁ মুদিত পুরনারী।	আরতি করয়ে প্রমুদিত পুরনারী।
হরষহিঁ নিরখি কুঅঁর বরচারি॥	হরষিত নিরখিয়া সুকুমার চারি॥
শিবিকা সুভগ উহার উঘারী।	মনোরম শিবিকার খুলি আবরণ।
দেখি দুলহিনিন্হ হোহিঁ সুখারী।	দেখি কন্যাগণে হয় সুখান্বিত মন॥
এহি বিধি সবহী দেত সুখ আয়ে রাজদুয়ার মুদিত মাতু পরিছন করহিঁ বধূন্হ সমেত কুমার	এইরূপে সবে সুখ দিয়া বরযাত্রী আসে রাজদ্বারে। ফুল্লা মাতা করেন বরণ বধূসহ সকল কুমারে॥
করহিঁ আরতী বারহিঁ বারা।	আরতি করেন মাতৃদেবী বার বার।
প্রেম প্রমোদ কহই কো পারা॥	প্রেম ও আনন্দ সেই কহিতে অপার
ভূষণ মণি পট নানা জাতী।	নানা জাতি বস্ত্র মণি আর অলঙ্কার।
করহিঁ নিছাবরি অগণিত ভাঁতী॥	করিলেন উৎসর্গ—অসংখ্য প্রকার॥

হিন্দী

বধূন্হ সমেত দেখি সুতচারী।
পরমানন্দ মগন মহতারী ॥
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী
মুদিত সুফল জগ জীবন লেখী

সখী সীয়মুখ পুনি পুনি চাহী।
গান করহিঁ নিজ সুকৃত সরাহী ॥
বরষহিঁ সুমন ছনহিঁ ছন দেৰা।
নাচহিঁ গাৰহিঁ লাৰহিঁ সেৰা ॥

দেখি মনোহর চারিউ জোরী।
সারদ উপমা সকল ঢঢোরী ॥
দেত ন বনহিঁ নিপট লঘু লাগী।
একটক রহী রূপঅনুরাগী ॥

নিগমনীতি কুলরীতি করি
অরঘ পাৰঁড়ে দেত।
বধূন্হ সহিত সুত পরিছি সব
চলীঁ লেৰাই নিকেত ॥

চারি সিংহাসন সহজ সুহায়ে।
জনু মনোজ নিজ হাথ বনায়ে ॥
তিন্হ পর কুঅঁরি কুঅঁর বৈঠারে।
সাদর পায় পুনীত পখারে ॥

বাঙ্গলা

বধূগণসহ হেরি সুত চতুষ্টয়।
পরম আনন্দমগ্ন মাতৃ সমুদয় ॥
পুনঃ পুনঃ সীতারাম-শোভা নিরখিয়া
আনন্দিত, বিশ্বে জন্ম সফল মানিয়া ॥

সখিগণ সীতামুখ পুনঃ পুনঃ চাহে।
নিজ নিজ সুকৃতির গুণ বর্ণি গাহে ॥
বরষে কুসুম ক্ষণে ক্ষণে দেবগণ।
নৃত্য করি গীত গাহি করয়ে সেবন ॥

দেখি মনোহর সেই চারিটী যুগল।
বাণী অন্বেষণ করে উপমা সকল ॥
দিতে নাহি পারে অতিশয় লঘু লাগে।
একদৃষ্টে চাহি রহে রূপ অনুরাগে ॥

বেদনীতি কুলরীতি করি
পদতলে বস্ত্র অর্ঘ্য দিয়া।
বধূসহ সুতগণে বরি
নিকেতনে চলেন লইয়া ॥

সিংহাসন চতুষ্টয় সহজ সুন্দর।
মদন নির্ম্মিল যেন করি নিজ কর ॥
তদুপরি বসাইয়া বরকন্যাগণ।
সাদরে প্রক্ষালি দেয় পবিত্র চরণ ॥

হিন্দী

ধূপ দীপ নৈবিদ্য বেদবিধি।
পূজে বরদুলহিনি মঙ্গলনিধি॥
বারহিঁ বার আরতি করহীঁ।
ব্যজন চারু চামর শির ঢরহীঁ॥

বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ॥
ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ।
পাবা পরমতত্ত্ব জনু জোগী।
অমৃত লহেউ জনু সন্তত রোগী॥

জনমরঙ্কু জনু পারস পাবা।
অন্ধহি লোচনলাভু সুহাবা॥
মূকবদন জস সারদ ছাঈ।
মানহু সমর শূর জয় পাঈ॥

এহি সুখ তেঁ শত কোটী গুণ
পাবহিঁ মাতু অনন্দু।
ভাইন্হ সহিত বিআহি ঘর
আয়ে রঘুকুল চন্দু॥

লোকরীতি জননী করহিঁ
বরদুলহিনি সকুচাহি।
মোদ বিনোদ বিলোকি বড়
রামু মনহিঁ মুসুকাহিঁ॥

বাঙ্গলা

ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়া বেদবিধি।
পূজে বরকন্যাগণে মঙ্গলনিধি॥
বারে বারে সবাকারে আরতি করিল।
ব্যজন চামর চারু শিরে ঢুলাইল॥

বস্তু বহু পরিমাণ উৎসর্গিত হয়॥
আনন্দ পূরিত সব জননী শোভয়।
প্রাপ্ত পরম তত্ত্ব হয় যেন যোগী।
অমৃত করয়ে লাভ যেন চির রোগী॥

স্পর্শমণি পায় যেন জন্মদুঃখী জন।
অন্ধ যেন করে লাভ সুন্দর লোচন॥
মূক-মুখে বসিলেন যেন সরস্বতী।
যোদ্ধা যুদ্ধে জয়লাভ করিল যেমতি॥

ইহাপেক্ষা শতকোটি গুণ
মাতৃগণ লভিল আনন্দ।
ভ্রাতৃসহ বিবাহিয়া ঘরে
আসিলেন রঘুকুলচন্দ॥

লোকাচার করেন জননী
সঙ্কুচিত বরকন্যাগণে।
হেরি অতি আমোদ বিনোদ
রামচন্দ্র হাসে মনে মনে॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
দেব পিতর পূজে বিধি নীকি।	ভালরূপে পূজা করে দেব পিতৃগণে।
পূজী সকল বাসনা জী কী॥	পূজেন বাসনা মত, যত ছিল মনে॥
সবহি বন্দি মাঁগহিঁ বরদানা।	সবারে বন্দনা করি যাচে বরদান।
ভাইন্হ সহিত রাম কল্যানা॥	ভাতৃগণসহ যাহে রামের কল্যাণ॥
অন্তরহিত সুর আশিষ দেহীঁ।	অন্তহীন আশীর্ব্বাদ দেন সুরদল।
মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ॥	হৃষ্টা মাতা ল'ন সব ভরিয়া অঞ্চল॥
ভূপতি বোলি বরাতি লীন্হে।	ভূপ বরযাত্রীগণে করেন আহ্বান।
যান বসন মণি ভূষণ দীন্হে॥	বসন ভূষণ মণি যান করে দান॥
আয়সু পাই রাখি উর রামহিঁ।	আদেশ পাইয়া—রামে রাখিয়া অন্তরে।
মুদিত গয়ে সব নিজ নিজ ধামহিঁ।	প্রসন্ন হইয়া সবে যায় নিজ ঘরে॥
পুর নর নারি সকল পহিরায়ে।	পুরনারীনরে রাজা পরান বসন।
ঘর ঘর বাজন্ লগে বধায়ে॥	ঘরে ঘরে বেজে উঠে উৎসব-বাজন॥
যাচক জন জাচহিঁ জোই জোঈ।	যাচকজনেরা আসি যেই যাহা চায়।
প্রমুদিত রাউ দেহী সোই সোঈ॥	সুপ্রসন্ন নরপতি তাহা দেন তায়॥
সেবক সকল বজনিয়া নানা।	সেবক সকলে আর বাজনিয়াগণে।
পুরাণ কিয়ে দান সনমানা।	পূর্ণকাম করিলেন দানে ও সম্মানে।
দেহিঁ অশীস জোহারি সব গাবহিঁ গুণ গণ গাথ।	আশিসিয়া প্রণাম করিয়া করে সবে গুণগাথা গান।
তব গুরু ভূসুর সহিত গৃহ গবনু কীন্হ নরনাথ॥	তবে গুরু ব্রাহ্মণ সহিত নরনাথ নিজ গৃহে যান॥

হিন্দী

জো বশিষ্ট অনুশাসন দীন্হা।
লোক বেদ বিধি সাদর কীন্হা॥
ভূসুর ভীর দেখি সব রাণী।
সাদর উঠীঁ ভাগ্য বড় জানি॥

পায় পখারি সকল অন্হবায়ে।
পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবাঁয়ে।
আদর দান প্রেম পরিপোষে।
দেত অশীস চলে মন তোষে॥

বহু বিধি কীন্হ গাধিসুত পূজা।
নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা॥
কীন্হি প্রশংসা ভূপতি ভূরী।
রাণিন্হ সহিত লীন্হী পগধূরী॥

ভীতর ভবন দীন্হ বরবাসূ।
মনু যোগবত রহ নৃপরনিবাসূ॥
পূজে গুরুপদ কমল বহোরী।
কীন্হ বিনয় উর প্রীতি ন থোরী॥

বধুন্হ সমেত কুমার সব
রাণিন্হ সহিত মহীশ।
পুনি পুনি বন্দত গুরুচরণ
দেত অশীস মুনিশ॥

* * * *

বাঙ্গলা

বশিষ্ট যেমন তাঁরে অনুমতি করে।
লোক বেদ বিধিমত করেন সাদরে॥
ব্রাহ্মণ-জনতা নিরখিয়া সব রাণী।
সমাদরে উঠিলেন বড় ভাগ্য জানি॥

পদ প্রক্ষালিয়া সবে করাইল স্নান
ভালরূপে পূজি ভূপ ভোজন করান॥
সমাদর দান আর প্রেমে পরিপোষে।
আশীর্ব্বাদ দিয়া সবে চলিল সন্তোষে॥

বহুবিধ গাধিসুতে করিল পূজন।
কহি "নাথ! মো-সম না ধন্য অন্য জন।
করিলেন অতিশয় প্রশংসা রাজন।
রাণীগণ সহযোগে পদধূলি ল'ন॥

দানিলেন শ্রেষ্ঠবাস অন্দর ভবনে।
মন যোগাইতে রহে নৃপরাণীগণে॥
পুনঃ পুনঃ গুরুপদকমল পূজয়।
করিল বিনয়—চিত্তে প্রীতি অতিশয়॥

বধুসহ কুমার সকলে
রাণীগণ সহ মহীশ্বর।
পুনঃ পুনঃ বন্দে গুরুপদ
দিলেন আশিস মুনিবর॥

* * * *

হিন্দী

সব বিধি সবহি সমদি নরনাহু।
রহা হৃদয় ভরি পূরি উছাহু
জহঁ রনিবাঁস তহাঁ পগু ধারে।
সহিত বধূটিন্হ কুঅঁর নিহারে॥

লিয়ে গোদ করি মোদসমেতা।
কো কহি সকই ভয়উ সুখ জেতা॥
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারি।
বার বার হিয় হরষি দুলারি॥

দেখি সমাজু মুদিত রণিবাস্।
সব কে উর আনন্দ কিয়ো বাস্॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহু।
সুনি সুনি হরষ হোই সব কাহু॥

জনকরাজগুণ শীল বড়াঈ।
প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ॥
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরণী।
রাণী সব প্রমুদিত সুনি করণী॥

সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ
বোলি বিপ্র গুরু জ্ঞাতি
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি
ঘরী পঞ্চ গই রাতি॥

বাঙ্গলা

সর্ব্ববিধি সর্ব্বকার্য্য নৃপ সমাপিয়া।
পূর্ণ উৎসাহে রহে হৃদয় ভরিয়া॥
অন্তঃপুর মাঝে তবে করি পদার্পণ।
কুমারগণেরে হেরে সহ বধূগণ॥

কোলে করি লইলেন হর্ষ সহকারে।
যত সুখ হয় তাহা কে কহিতে পারে?
বধূগণে স্নেহভরে ধরি ক্রোড়পর।
বার বার হৃষ্টমনে করেন আদর॥

সমাজ দেখিয়া রাণীগণের উল্লাস।
আনন্দ সবার হৃদে করে যেন বাস॥
যেরূপ বিবাহ হ'ল ভূপ তাহা কয়।
শুনিয়া শুনিয়া হর্ষ সবাকার হয়॥

জনক রাজার গুণ মহত্ত্ব চরিত।
সুন্দর সম্পদ তাঁর আর প্রীতি রীত॥
বহুবিধ বর্ণিলেন ভূপ ভাটসম।
রাণী সব হৃষ্টা শুনি তাঁর কার্য্যক্রম॥

পুত্রগণসহ স্নায়ি নৃপ
ডাকি ল'য়ে বিপ্র গুরু জ্ঞাতি।
বহুবিধ ভোজন করিতে
পঞ্চ ঘটী কেটে যায় রাতি॥

বাঙ্গলা

মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি।
ভই সুখমূল মনোহর যামিনী॥
আঁচই পান সব কাহূ পায়ে।
স্রগ সুগন্ধ ভূষিত ছবি ছায়ে॥

* *

নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী।
কহি মৃদুবচন বোলাঈ রাণী॥
বধূ লরিকিনী পরঘর আঈঁ।
রাখেহু নয়ন পলক কী নাঈঁ॥

লরিকা শ্রমিত উনীদবশ
শয়ন করাবহু জাই।
অস কহি গে বিশ্রামগৃহ
রামচরণ চিতু লাই॥

* *

সেজ রুচির রচি রাম উঠায়ে।
প্রেমসমেত পলঙ্গ পৌঢ়ায়ে॥
আজ্ঞা পুনি পুনি ভাইন্হ দীন্হী।
নিজ নিজ সেজ শয়ন তিন্হ কীন্হী॥

* *

রাম প্রতোষী মাতু সব
কহি বিনীত বর বয়ন।
সুমিরি সম্ভু গুরু বিপ্র পদ
কিয়ে নীঁদবশ শয়ন॥

মঙ্গল সঙ্গীত গায় উত্তমা ভামিনী।
সুখমূল হয় সেই সুন্দরী যামিনী॥
আচমন করি পান সকলে পাইল।
ভূষিত সুগন্ধি মাল্যে কান্তি সুশোভিল॥

* *

নৃপ সর্ব্ববিধ সম্মানি সর্ব্বজনে।
রাণীগণে ডাকি ক'ন মৃদুল বচনে॥
ছোট ছোট বউগুলি এল পর ঘরে।
পলক নয়নে যথা—রেখো যত্ন ক'রে॥

বৎসগণ শ্রান্ত নিদ্রাবশ
শয়ন করাও ল'য়ে গিয়ে।
ইহা কহি যান শয্যাগৃহে
রামের চরণ চিতে নিয়ে॥

* *

সুন্দর শয্যা রচি রামেরে উঠায়।
প্রেম সহকারে তাঁরে পালঙ্কে শোয়ায়॥
পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃগণে অনুমতি দিল।
নিজ নিজ শয্যায় তাঁহারা শুইল॥

* *

মাতৃগণে পরিতোষি রাম
কহি নম্র সুন্দর বচন।
শিব গুরু বিপ্রপদ স্মরি
নিদ্রাবশ করেন নয়ন॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
নীঁদহু বদন সোহ সুঠি লোনা।	নিদ্রায় বদন সেই সুন্দর শোভিত।
মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা॥	মনে হয় যেন সন্ধ্যা-কমল মুদ্রিত॥
ঘর ঘর করহিঁ জাগরণ নারী।	ঘরে ঘরে নারীগণ করে জাগরণ।
দেহিঁ পরসপর মঙ্গল গারী॥	পরস্পর শুভগালি করে বরিষণ॥
পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী।	পুরী সুশোভিত তাহে রজনী শোভন।
রাণী কহহিঁ বিলোকহু সজনী॥	রাণী কহে "হে সজনি! কর বিলোকন॥"
সুন্দরি বধূন্হ সাসু লেই সোঈ।	সুশ্রী বধূগণে লয়ে শ্বশ্রু নিদ্রা যায়।
ফনিকন্হ জনু শির মণি উর গোঈ॥	ফণী যেন শিরোমণি বক্ষেতে লুকায়॥
প্রাত পুনীতকাল প্রভু জাগে।	পুণ্যময় সুপ্রভাত কালে প্রভু জাগে।
অরুণচূড় বর বোলন লাগে॥	সুন্দর কুক্কুট রব করিবারে লাগে॥
বন্দি মাগধন্হ গুণগণ গায়ে।	বন্দী মাগধেরা গুণ লাগিল গাহিতে।
পুরজন দ্বার জোহারন আয়ে॥	পুরজন দ্বারদেশে আসে প্রণমিতে॥
বন্দি বিপ্র সুর গুরু পিতু মাতা।	বন্দিয়া ব্রাহ্মণ সুর গুরু পিতামাতা।
পাই অশীস মুদিত সব ভ্রাতা॥	আশিস পাইয়া প্রমুদিত সব ভ্রাতা॥
জননিন্হ সাদর বদন নিহারে।	জননীরা সমাদরে বদন নেহারে।
ভূপতিসঙ্গ দ্বার পগু ধারে॥	নরপতিসনে দ্বারদেশে আগুসারে॥
কীন্হ শৌচ সব সহজ শুচি সরিত পুনীত নহাই।	স্বভাবতঃ শুচি সবে, শৌচে পবিত্র সরিতে করি স্নান।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ আয়ে চারিউ ভাই॥	প্রাতক্রিয়া করি তাত-পাশে ভ্রাতৃচতুষ্টয় তবে যান॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
ভূপ বিলোকি লিয়ে উর লাঈ।	ভূপ বিলোকিয়া করে বক্ষেতে ধারণ।
বৈঠে হরষি রজায়সু পাঈ॥	হর্ষে বসে রাজাদেশ পাইয়া তখন॥
দেখি রাম সব সভা জুড়ানী।	দেখি রামচন্দ্রে সব সভাস্থ জুড়ান।
লোচন লাভ অবধি অনুমানী॥	নেত্র-লাভ-সীমা এই—করি অনুমান॥
পুনি বশিষ্ঠ মুনি কৌশিক আয়ে।	বশিষ্ঠ কৌশিক পুন করে আগমন।
সুভগ আসননহি মুনি বৈঠায়ে॥	মুনিদ্বয়ে বসালেন দিয়া সু-আসন॥
সুতনহ সমেত পূজি পদ লাগে।	পুত্রগণসহ পূজি পদে নতি করে।
নিরখি রাম দোউ গুরু অনুরাগে॥	হেরে রামে গুরুদ্বয় অনুরাগ ভরে॥
কহহি বশিষ্ঠ ধরম ইতিহাসা।	কহেন বশিষ্ঠ ধর্ম্মেতিহাস কথন।
সুনহিঁ মহীপ সহিত রনিবাসা॥	শ্রবণ করেন রাজা সহ রাণীগণ।
মুনিমন অগম গাধি সুত করণী।	বিশ্বামিত্র-কর্ম্ম যত মুনি মনাতীত।
মুদিত বশিষ্ঠ বিপুলবিধি বরণী॥	কহেন বিপুলবিধি বশিষ্ঠ হর্ষিত॥
বোলে বামদেব সব সাঁচী।	বামদেব বলিলেন "সকলি প্রকৃত।
কীরতি কলিত লোক তিহুঁ মাঁচী॥	কীরতি ত্রিলোক জুড়ি রয়েছে বিদিত॥"
সুনি আনন্দ ভয়উ সব কাহূ।	শ্রবণ করিয়া হর্ষ হয় সকলের।
রাম লষণ উর অধিক উছাহূ॥	অধিক উচ্ছ্বাস হৃদে রাম লক্ষণের॥
মঙ্গল মোদ উছাহ	মঙ্গল আমোদ উৎসাহে
নিত জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি।	নিত্য দিন এইভাবে যায়।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি	হর্ষে ভরি অযোধ্যা উথলে
অধিক অধিক অধিকাতি॥	অধিক অধিক অতিশয়॥

হিন্দী

সুদিন সোধি কলকঙ্কন ছোরে।
মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে॥
নিত নব সুখ সুর দেখি সিহাহীঁ।
অবধ জনম যাচহিঁ বিধি পাহীঁ॥

বিশ্বামিত্র চলন নিত চহহীঁ।
রাম সনেহ বিনয় বশ রহহীঁ॥
দিন দিন সয়গুণ ভূপতিভাউ।
দেখি সরাহ মহামুনি রাউ॥

মাঁগত বিদা রাউ অনুরাগে।
সুতন্হ সমেত ঠাঢ় ভয়ে আগে
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী।
মৈঁ সেবক সমেত সুত নারী॥

রামরূপ ভূপতিভগতি
ব্যাহ উছাহ আনন্দ
জাত সরাহত মনহিঁ মন
মুদিত গাধি কুল চন্দ।

* *

আয়ে ব্যাহি রাম ঘর জব তেঁ।
বসে আনন্দ অবধ সব তব তেঁ॥
প্রভু বিবাহ জস উভউ উছাহূ।
সকহিঁ ন বরণি গিরা অহিনাহূ॥

বাঙ্গলা

সুদিন দেখিয়া খোলে চারু কর-সূত।
আমোদ প্রমোদ শুভ হইল প্রভূত॥
নিত্য নব সুখ দেখি সুর মুগ্ধ হয়।
অযোধ্যায় জন্ম বিধি-নিকটে যাচয়॥

বিশ্বামিত্র চাহে নিত্য চলিয়া যাইতে।
রহেন রামের প্রেম বিনয় বশেতে॥
দিন দিন শতগুণ ভূপের ভকতি।
দেখিয়া প্রশংসা করে মহামুনিপতি॥

মাগিতে বিদায় তবে রাজা অনুরাগে।
সমেত তনয়গণ দাঁড়াইল আগে॥
কহে "নাথ! এ সকল সম্পদ তোমারি,
আমিত সেবক তব, সহ সুত নারী॥"

রামরূপ, ভক্তি ভূপতির,
বিবাহের উৎসাহ আনন্দ।
প্রশংসিয়া মনে মনে যান
আনন্দিত গাধিকুলচন্দ॥

* *

যদবধি বিহা করি আসে রাম ঘরে।
তদবধি অযোধ্যায় সুখ বাস করে॥
প্রভুর বিবাহে হয় যেরূপ উৎসাহ।
বাণী শেষনাগে নারে বর্ণিবারে কেহ॥

হিন্দী	বাঙ্গলা
কবি কুল জীবন পাবন জানী।	কবিকুল-জীবন পাবনকারী জানি,
রাম সীয় যশ মঙ্গলখানী॥	রামসীতা-যশকথা—মঙ্গলের খনি॥
তেহি তেঁ মৈঁ কছু কহা বখানী।	সে কারণে কহি আমি কিঞ্চিত বাখানি
করণ পুনীত হেতু নিজ বাণী॥	পবিত্র করণ হেতু আপনার বাণী॥
নিজ গিরা পাবনি করণ কারণ	নিজবাণী পবিত্র করিতে
রামযশ তুলসী কহ্যৌ।	রামযশ তুল্‌সীদাস কয়
রঘুবীর চরিত অপার	রঘুবীর-চরিত অপার
বারিধি পার কবি কৌনে লহ্যৌ॥	সিন্ধুপার কবি কেবা হয়
উপবীত ব্যাহ উছাহ	উপবীত বিবাহ-উৎসব-
মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহীঁ।	মঙ্গল যে শুনে, যত্নে গায়
বৈদেহি রাম প্রসাদ	বৈদেহী ও রামের প্রসাদে
তেঁ জন সর্ব্বদা সুখ পাবহীঁ॥	সে জন সর্ব্বদা সুখ পায়
সিয় রঘুবীর বিবাহ জে	সীতারাম বিবাহ যাহারা
সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।	প্রেমে গাহে করয়ে শ্রবণ
তিন কহঁ সদা উছাহ	তাহাদের সদাই উৎসব
মঙ্গলায়তন রামজস॥	রামযশ মঙ্গলায়তন

ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
বিমল সন্তোষ সম্পাদনো নাম
প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

শুভং ভবতু